একাকী শিকারি (লোন উলফ)

মুজাহিদ ও ক্ষুদ্র জিহাদী ইউনিটের প্রতিরক্ষা কৌশল

(সংক্ষিপ্ত বাংলা অনুবাদ)

মুজাহিদ ভাই
আবু উবাইদা আব্দুল্লাহ আল-আদাম
(আল্লাহ তাঁকে কবুল করুন)

বাংলা অনুবাদক
ডঃ আবু মুহাম্মদ আল হিন্দি

SAHM AL HIND MEDIA

প্রকাশনায়ঃ
সাহম আল-হিন্দ প্রকাশনী

একাকী শিকারি (লোন উলফ)

মুজাহিদ ও ক্ষুদ্র জিহাদী ইউনিটের প্রতিরক্ষা কৌশল

(সংক্ষিপ্ত বাংলা অনুবাদ)

মুজাহিদ ভাই
আবু উবাইদা আব্দুল্লাহ আল-আদাম
(আল্লাহ তাঁকে কবূল করুন)

বাংলা অনুবাদক
ডঃ আবু মুহাম্মদ আল হিন্দি

প্রকাশনায়ঃ
সাহ্ম আল-হিন্দ প্রকাশনী

একাকী শিকারি (লোন উলফ) মুজাহিদ ও ক্ষুদ্র জিহাদী ইউনিটের প্রতিরক্ষা কৌশল

(সংক্ষিপ্ত বাংলা অনুবাদ)

মুজাহিদ ভাই
আবু উবাইদা আব্দুল্লাহ আল-আদাম (আল্লাহ তাঁকে কবূল করুন)

বাংলা অনুবাদক
ডঃ আবু মুহাম্মদ আল হিন্দি

প্রকাশনায়ঃ সাহ্‌ম আল-হিন্দ প্রকাশনী

মূল্যঃ ৪৫.০০ (পয়তাল্লিশ) টাকা মাত্র

Ekaki Shikari (Lone Wolf) Mujahid o Khudro Jihadi Unit’r Protirokkha Koushol
Written by: Mujahid Brother Abu Ubaida Abdullah Al-Adam (May Allah accept him)
Bengali Translator: Doc. Abu Muhammad Al Hindi
Price: Taka 45.00 Only

সূচীপত্র

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

তোমরা তাদের মুকাবিলার জন্য প্রস্তুত রাখবে যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ব-বাহিনী, এই দিয়ে তোমরা সন্ত্রস্ত করবে আল্লাহর শত্রুকে, তোমাদের শত্রুকে এবং এছাড়া অন্যদেরকে যাদেরকে তোমরা জানো না, আল্লাহ্ তাদের জানেন। আল্লাহর পথে যা তোমরা ব্যয় করবে তার পূর্ণ প্রতিদান তোমাদেরকে দেওয়া হবে এবং তোমাদের উপর জুলুম করা হবে না। (সুরা আনফাল ৮:৬০)

ইংরেজি অনুবাদকের আরজঃ
সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর, যিনি চরম দয়ালু ও পরম করুণাময়। আমরা আপনাকে এই মহৎ কাজটি উপস্থাপন করছি একাকী শিকারি মুজাহিদ ও মুজাহিদ ভাইদের ছোট ইউনিট বা সেলকে উদ্দেশ্য করে,যারা দ্বীনের বিজয় চান। প্রকৃত পক্ষে এটা জিহাদি কাজে সতর্কতা ও প্রতিরক্ষা বিষয়ে আবু আব্দুল্লাহ আল-আদম (তাঁর উপর আল্লাহ রহম করুন)-এর ৩০টি খন্ডের একটি লেকচার সিরিজ। এটা প্রারম্ভিক ভাবে বৃহত্তর মুজাহিদ গ্রুপ বা সংগঠনের জন্য, একাকী শিকারি বা লোন-উল্‌ফ (lone-wolf) মুজাহিদদের জন্য নয়; তবুও আমরা এটা তাঁদের জন্য উপযোগী করে নেওয়ার চেষ্টা করেছি এবং একাকী মুজাহিদ ও ছোট ছোট জিহাদি ইউনিটের জন্য যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ সেগুলোকে প্রাধান্য দিয়েছি ও যেগুলো প্রাসঙ্গিক নয় সেগুলোকে উল্লেখ না করে ছেড়ে দিয়েছি। বর্তমানে আর কোন সন্দেহ নেই, এই লোন-উলফের যুগে নিজেদের সকল অপারেশন বা অভিযানকে সফলতার নিশ্চয়তা দেবার জন্য সতর্কতা ও প্রতিরক্ষাগত ব্যাপারে পশ্চিমা ভাইদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ জিনিস জেনে রাখা দরকার।

অত্যাধুনিক প্রযুক্তিগত উন্নয়নকে সম্মুখে রেখে আমরাও কিছু নতুন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করেছি, যেমন- এনক্রিপশন (Encryption) এবং ডকুমেন্টস এর সুরক্ষা। এই সিরিজটা কয়েক বছর আগে আল-ফজর মিডিয়া আরবিতে বের করে। আমরা ভাবলাম যে অনেক অনারব ভাইও এতে লাভবান হবেন এবং এগুলো তাদের পবিত্র কাজে প্রয়োগ করতে পারবেন। আল্লাহর প্রতি আমাদের প্রার্থনা তিনি যেন আমাদের কাজকে কবুল করেন এবং আপনাদের নিকটেও অগ্রিম ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি কোন অনিচ্ছাকৃত ভূলের জন্য।

বাংলা অনুবাদকের আরজঃ
আলহামদুলিল্লাহ্। সলাত ও সালাম আমাদের প্রিয় মহান নেতা ও পথপ্রদর্শক মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি এবং শান্তির ধারা বিবর্ষিত হোক তাঁর অনুসারীদের প্রতি। পুস্তকটির লেখককে আল্লাহ্ (সুবঃ) উত্তম পুরস্কার প্রদান করুন এত সুন্দর ও যুগোপযোগী একটা পুস্তক মুসলিম সমাজকে উপহার দেওয়ার নিমিত্তে। ইংরেজি অনুবাদককেও বিশেষ অভিনন্দন তাঁর অনবদ্য অবদানের জন্য। আল্লাহ্ উভয়ের খিদমতকে কবুল করুন। আমীন! পুস্তিকাটি পশ্চিমা দেশের মুজাহিদ ভাইদেরকে উদ্দেশ্য করে উপস্থাপিত হলেও দুনিয়ার সকল মুজাহিদের জন্যই উপকারি। তাই বাংলাভাষী অসংখ্য ভাইদের উদ্দেশ্যে পুস্তিকাটির বঙ্গানুবাদের কাজে অগ্রণী হলাম। আল্লাহ্ যেন আমাদের সকলের খিদমতকে কবুল করেন। আমীন! ভূল-ত্রুটি কিছু পরিলক্ষিত হলে সেটা নিতান্তই অনিচ্ছাকৃত এবং সেক্ষেত্রে আপনাদের-ই

একজন ভাই হিসেবে পরিগণিত করে আমাকে ক্ষমা করে দেবেন ও দুয়ার মধ্যে এই অধমকে স্মরণে রাখবেন।

আপনাদের দ্বীনি ভাই
আবু মুহাম্মদ আল-হিন্দি

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا

হে ইমানদারগণ! তোমরা সতর্কতা অবলম্বন করো, অতপর হয় দলে দলে বিভক্ত হয়ে কিংবা সবাই একসঙ্গে (শত্রুর মোকাবেলা) করো। (সূরা নিসা ৪:৭১)

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকে, যতক্ষণ না ফিৎনা বাকী থাকবে এবং দ্বীন সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ তায়ালার জন্যেই হয়ে যাবে, তারা যদি নিবৃত্ত হয়, তাহলে আল্লাহ তায়ালাই হবেন তাদের কার্যকলাপের পর্যবেক্ষণকারী। (সূরা আনফাল ৮: ৩৯)

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ

তোমরা তাদের সাথে লড়াই করো, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের হাত দিয়েই ওদের শাস্তি দেবেন, তিনি তাদের অপমানিত করবেন, তাদের ওপর (বিজয় দিয়ে) তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তিনি মুমিন সম্প্রদায়ের হৃদয়গুলোকেও প্রশান্ত করে দেবেন। (সূরা তাওবাহ ৯ : ১৪)

প্রথম অধ্যায়ঃ
প্রতিরক্ষার সংজ্ঞা এবং ইসলামে এর গুরুত্ব ও দায়বদ্ধতাঃ

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه،

প্রারম্ভে উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয় যে "কোন কিছুই সহজসাধ্য হয়ে ওঠে না যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনি নিজে সেটাকে সহজ করে নেবেন।" প্রসঙ্গত এটাও উল্লেখ্য, আমরা-আপনারা যেকোন জিনিসকে ইচ্ছা করলেই সহজ করে নিতে পারি। ইনশা-আল্লাহ।
সর্বপ্রথমে আল্লাহর কাছে আমাদের প্রার্থনা তিনি যেন আপনাদেরকে ও আমাদেরকে কবুল করেন এবং সেই সাথে কবুল করেন আমাদের সকল ভাই-বোনেদের হিজরত, রিবাত ও জিহাদকে। তিনি যেন তাঁর দ্বীনের বিজয়ের জন্য ও দুনিয়াতে শরিয়াহ কায়েম করার জন্য আমাদেরকে নির্বাচিত করেন। আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করি যে তিনি ইতিহাসের এক বিশেষ সন্ধিক্ষণে আমাদেরকে পছন্দ করেছেন যখন লক্ষাধিক মানুষ অবসরের প্রতারণায় নিমজ্জিত এবং জিহাদ তথা দ্বীনের জন্য জিহাদ ও ক্বিতালকে অবহেলা করে চলেছে। তিনি দয়া করে আমাদেরকে নির্বাচিত করেছেন সিরাতে-মুস্তাকিম অনুসরণ করার জন্য এবং তাঁর দ্বীনের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য। এটা নিঃসন্দেহে আমাদের প্রতি আল্লাহর (সুবঃ) অশেষ রহমত। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা তিনি যেন আমাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে শহীদের মর্যাদায় উন্নীত করে দেন এবং আমৃত্যু এই পথে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত রাখেন। (আমিন)।

এই অধিবেশন প্রারম্ভের পূর্বেই আমি অভিনন্দন জানাই ইসলামের সেই উম্মাহটিকে তাঁর বীরত্বপূর্ণ অভিযান পরিচালনা করার জন্য; তিনি আমাদের ভাই, বীর শহীদ আবু দুজানা আল-খুরাসানি (হামাম বিন খলিল আবু মাল্লাল আল-বালাওয়ি)।
প্রতিরক্ষা, সতর্কতা ও বুদ্ধিমত্তার দিক দিয়ে অভিযানটি একটি মারাত্মক জটিল অভিযান ছিল। এই অভিযানটি টার্গেট করেছিল 'খোস্ত'-এ অবস্থিত একটি গুপ্তচর কেন্দ্রে (চাপম্যান ক্যাম্পে) যেটা ছিল এমন একটা ভিত্তিস্থল (base) যা ড্রোন হামলার অপারেশন সেন্টারগুলোকে তত্ত্বাবধান করে। এই অপারেশনটা সম্পাদনের সময়, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে নিযুক্ত প্রতিরক্ষা ও ইন্টেলিজেন্স বিভাগের ৭ জন সিআইএ (CIA) অফিসার এবং একজন জর্ডনীয় অফিসার 'শরীফ আলি বিন যায়দ' নিহত হয়।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে 'সিআইএ'-এর সম্পূর্ণ ইতিহাসে তাদের উপর অদ্যাবধি সংঘটিত আক্রমণগুলোর মধ্যে এই অপারেশনটাকেই সর্বাধিক ক্ষতিকারক হিসেবে

পরিগণিত হবে, এমনকি রাশিয়ার কেজিবি (KGB) ও অন্যান্য ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিগুলোর থেকেও! ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির ইতিহাসে ঐ অপারেশনটার সাথে তুলনীয় এমন আক্রমণ তারা কোনদিনই পরিলক্ষিত করেনি, যেখানে আল-কায়েদা সব ধরনের কৌশল ও টেকনোলজি অবলম্বন করেছিল এবং সিআইএ ও জর্ডান ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির প্রতিরক্ষা ভেঙ্গে দিতে সক্ষম হয়েছিল। ইউনিটটি অবশ্য কঠিন আঘাত হানতে সু-পারদর্শীও ছিল।

তবে সর্বোপরি নিঃসন্দেহে আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত এইরকম অভিযান কখনও সম্পূর্ণ সম্পাদন করা যেত না। সর্ব প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য। অভিনন্দন জানাই মহান মুজাহিদ 'হামাম খলিল আল-বালাওয়ি'কে। আল-কায়েদার স্পেশাল টিমকেও শুকরিয়া জ্ঞাপন করি তাঁকে বিপুল সহায়তার জন্য। আল্লাহ্ যেন তাদের সকলের কাজকে কবুল করেন, এবং আমাদের ভাই আবু দুজানাকে শহীদ হিসেবে এবং প্রকৃত আন্তরিক ও সৎকর্মশীল হিসেবে গ্রহণ করেন, কিয়ামতের দিনে তাঁর মর্যাদাকে সুউচ্চে উন্নীত করেন। এই মহৎ অপারেশনের জন্য আমরা অভিনন্দন জানাই জর্ডান ও প্যালেস্টাইনে অবস্থিত তাঁর স্ত্রী ও পরিবারকে এবং তাঁর গোত্র 'বীর আল-সাবেয়া'কে। অভিযানটা ছিল পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে আমাদের অনেক অনেক ভাই ও মুজাহিদিন নেতাদেরকে হত্যা করার প্রত্যুত্তরস্বরূপ। দেড় বছর আগে 'গাজা'য় সংঘটিত ইজরায়েলিদের হিংস্র-বর্বর বোমাবাজিরও পাল্টা জবাব ছিল এটা।

সিআইএ ও জর্ডান ইন্টেলিজেন্সকে আমাদের ভাইয়েরা যা বার্তা দিতে চেয়েছিলেন, তার একটি হল যে মুজাহিদিনদের হাত তুলনামূলকভাবে অনেকবেশি প্রশস্ত এবং আল্লাহর অনুগ্রহে কাফেরদের যেকোনো উৎকৃষ্ট ও অত্যাধুনিক ভিত্তিস্থলেও এঁরা পৌঁছাতে সক্ষম। উল্লেখ্য, এই অভিযানটিই আল্লাহর অনুগ্রহে প্রথম বা শেষ অপারেশন নয়, বরং ভবিষ্যতে যা আসতে চলেছে তা আরও মারাত্মক ও আরও ভীতিপ্রদ।

আমি এখানে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর জোর দিতে চাই, যেটা হল আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। অনেক ভাইয়েরা এখানে আসেন যারা শুধুমাত্র তাদের মৃত্যু কীভাবে হবে সেই নিয়েই উদ্বিগ্ন। নিঃসন্দেহে আল্লাহর পথে শহীদ হওয়া অবশ্যই একটা বিশাল সম্মান, একটা সৌভাগ্যবান মর্যাদা, আল্লাহর এক অপার রহমত যা তিনি শুধুমাত্র তাদেরকেই প্রদান করেন যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট। এতেও কোন সন্দেহ নেই যে শরিয়াহ্গত দিক দিয়েও এই কাজের প্রচেষ্টা করা অনুমোদনযোগ্য। কিন্তু আমাদের অবশ্যই এটাও বিস্মৃত হলে চলবে না যে আল্লাহর দ্বীন সেই সমস্ত স্কন্ধকে চায় যারা বৃহৎ দায়িত্ব নিতে সক্ষম।

এই দ্বীনের উদ্দেশ্য, যেটা আল-বায়দাওয়ি ও ইবনে আশুর তাদের তফসিরে বলেছেন, তা হল, "মানুষকে এইরূপ প্রস্তুত করা যারা দ্বীনকে সুউন্নত করে জমিনে বাঁচিয়ে রাখবে"। আল-বায়দাওয়ি তাঁর তফসিরে,

وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ

("এবং কেউ যুদ্ধ করলে আল্লাহর পথে, সে নিহত হোক অথবা বিজয়ী হোক) (সুরানিসা-৪:৭৪)- এই আয়াতে বলেনঃ "এখানে এই বিষয়টিতেই পরিষ্কার যে মুজাহিদকে যুদ্ধের সময় ধৈর্যশীল হতে হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত সে নিজে শহীদ হিসাবে সম্মানিত হয় অথবা বিজয়ের মাধ্যমে দ্বীনকে সম্মানিত করে। শুধু মৃত্যু বরণ করা তার উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ নয়, তার উচিৎ আল্লাহর কলেমাকে সর্বাপেক্ষা সুউন্নত করা, সুউচ্চে আসীন করানো"।

সুতরাং, জিহাদের উদ্দেশ্য হল আল্লাহর দ্বীনকে আল্লাহর যমিনে সর্বোচ্চ অবস্থায় উন্নীত করা। ভাইদের শুধু শহীদের মর্যাদা চাওয়া উচিত নয়; যদিও এটা বিরাট মর্যাদাপূর্ণ ও অশেষ রহমতের এবং শরিয়াহগত দিক দিয়েও এই কাজের প্রচেষ্টা করা অনুমোদনযোগ্য। তবুও আমরা জোর দিতে চাই যে লক্ষ্য হওয়া উচিত আল্লাহর দ্বীনকে আন্তর্জাতিকভাবে সুউচ্চ-সুউন্নত করা। আমাদের মহীয়ান শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম (রঃ) বলেন, "টাকা খুঁজে পাওয়া সহজ, কিন্তু তেমন লোক পাওয়া দুরূহ"। বিভিন্নভাবে অর্থ ও সম্পত্তি সত্যিই অপেক্ষাকৃত সহজপ্রাপ্য, কিন্তু সেইরকম মানুষের সন্ধান পাওয়া দুরূহ যারা প্রস্তুত - দ্বীনের এই বৃহৎ দায়িত্বকে বহন করতে, মানুষকে এর শিক্ষা দিতে ও পৃথিবীতে আল্লাহর দ্বীনকে গালিব করতে। তারা কিন্তু খুবই স্বল্প সংখ্যক। বিশেষ করে এই সময়গুলোতে, যখন দ্বীন মেনে চললে আপনি 'গুরাবা' বা আনকোরা ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হবেন।

সেইজন্য মুজাহিদ ভাই এবং মুজাহিদিনদের নিরাপদে বাঁচিয়ে রাখাটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সবরকম প্রচেষ্টা করা উচিত তাদের টিকিয়ে রাখতে ও নিরাপত্তা প্রদান করতে। এই কারনেই বর্তমান বিদ্বানগণ যেমন আবু মুহাম্মদ আল মাকদিসি বা আবু কাতাদা ও অন্যান্য শাইখ্‌গণ শহীদি অভিযানের অনুমোদনের আগে অনেক শর্ত আরোপিত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এর উদ্দেশ্য হল যাতে ভাইদের কে অন্য সকল ধরনের প্রচেষ্টার আগে প্রয়োগ করতে সুযোগ দেওয়া হয়, কারণ আমাদের এই সময়ে প্রকৃত সৎ দ্বীনি মুজাহিদের খুব অভাব।
তাই, মুজাহিদ ভাইদের সর্বদা তাদের লক্ষ্যগুলোকে সম্মুখে রাখতে হবে যেখানে প্রাধান্য দেওয়া হবে আল্লাহ্‌ ও তাঁর দ্বীনের বিজয় প্রদান ও ইসলামের পতাকাকে সুউন্নত করা। প্রথমেই কীভাবে মৃত্যু বরণ হবে সেই বিষয়ে বেশি তাড়াহুড়ো নয়।

বরং তুলনামুলকভাবে তাদের সর্বোচ্চ সামর্থ্য অনুযায়ী নিজেদেরকে টিকিয়ে বা বাঁচিয়ে রাখার প্রচেষ্টাই করা উচিৎ।

আল্লাহর রহমতে এই লেকচার সিরিজ ভাইদেরকে শেখাবে যে কীভাবে নিজেদেরকে ত্বগুতের হাতে বন্দী হওয়া থেকে বিরত করে বাঁচিয়ে রাখা যাবে এবং আল্লাহর কালামকে সুউচ্চ করার কাজে সাহায্য আসবে।

এছাড়াও, এটা ভাইদেরকে তাদের নির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করে সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করবে। আসলে, এটা সেইসকল ভাইদের জন্য যারা গোপনে কাজ করতে চান। তবে নিঃসন্দেহে তাঁদের বিভিন্ন তথ্য সম্বন্ধে এবং সতর্কতা ও প্রতিরক্ষাগত ব্যাপারে হাতেনাতে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ অবশ্যই প্রয়োজন। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, আল্লাহ্ যেন আমাদের সকলের কাজকে কবুল করেন।

এই লেকচার সিরিজটা সর্বপ্রথমে ভাইদের নিজেদেরকে প্রতিরক্ষা করার সামর্থ্য দেবে। কারণ আমার মতে, অপারেশন করার থেকে প্রত্যেকের নিরাপত্তাটা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয়ত, এটা তাদেরকে তাদের লক্ষ্য স্থির করতে ও নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করবে।

যখন আমরা নিরাপত্তা নিয়ে কথা বলব তখন শাইখ আবু জুবাইদার কথাগুলো স্মরন করবোঃ যে কোন অপারেশন বা অভিযান যার একটা শক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও সতর্কতা নেই সেটা ব্যর্থ হতে বাধ্য ।বড় বিল্ডিং এর জন্য দরকার শক্ত ভিত্তি। সেইরূপ নিরাপত্তাজনিত সতর্কতা হল যে কোন অপারেশনের মূল ভিত্তি। উপরন্তু সেই ভিত্তিটি অবশ্যই যথার্থ হওয়াও আশু প্রয়োজন।

প্রথমে জেনে নেওয়া যাক নিরাপত্তা ও সতর্কতার সুফলগুলো সম্বন্ধেঃ

প্রথমত: এটা শত্রুকে হতচকিত করে দেওয়ার আকস্মিক উপাদান এবং যুদ্ধ বিজয়ের জন্য বহুল পরিচিত ও সর্বজনবিদিত একটা ধারণা। শত্রুকে ধাঁধাঁর মধ্যে রাখাটাই অর্ধেক বিজয়। সময় ও স্থান উভয় দিক দিয়েই শত্রু ধাঁধার মধ্যে থাকলে আপনি যেখানে আঘাত হানবেন তার সফলতার সম্ভাবনা অনেক বৃদ্ধি পায়।

দ্বিতীয়ত: এই সতর্কতা হল যুদ্ধের স্তম্ভসমূহের মধ্যে একটা স্তম্ভ। আপনি কোন অপারেশনের পরিকল্পনাই গ্রহণ করতে পারবেন না যদি আপনি না জানেন যে তার মিলিটারি শক্তি কেমন, জনবল কেমন, কি ধরনের সরঞ্জাম সে ব্যবহার করবে, তার কি অস্ত্র আছে!!! এগুলো সবই তথ্য সংগ্রহের আওতাধীন এবং এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদি আপনি শত্রুদের সাজ-সরঞ্জাম সমন্ধে অবহিত না থাকেন তাহলে অবশ্যই আপনি অপারেশনে সফলতা পেতে ব্যর্থ হবেন।

তৃতীয়ত: এটা আপনাকে ও আপনার দলকে শত্রুদের ক্ষমতা সমন্ধে সতর্ক করে দেবে যাতে আপনি সেই অনুযায়ী শত্রুপক্ষ সামাল দেওয়ার পূর্বপ্রস্তুতি নিতে পারেন।

চতুর্থত:আল্লাহর অনুগ্রহে এটা আপনার মর্যাদা ও ক্ষমতার হ্রাস হওয়া প্রতিরোধ করবে। আমরা ছোট ছোট দল বা একাকী লড়া মুজাহিদ ভাইদের থেকে অনেক শুনেছি যে তাদের ভূলের কারনেই তাদের অপারেশনগুলো ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু যদি এই সতর্কতা ও নিরাপত্তার ব্যাপারটা গুরুত্বের সাথে নেওয়া হয়, তাহলে এই ধরনের ভূল ভ্রান্তিগুলো অনেক কমানো যাবে। ফলে অপারেশন সফল হবার সম্ভাবনাও বেড়ে যাবে।

যখন আমি ধাঁধা লাগানো আকস্মিক অতর্কিতে আক্রমণ সমন্ধে বলি, তখন একবার **৯/১১** এর ঘটনায় কি হয়েছিল একটু ভাবুন। আমেরিকা কখনও ভাবতেই পারেনি যে আমরা তাদের ঘরে আঘাত হানবো। তারা ভেবেছিল যে তাদের উপর আঘাত ধেয়ে এলেও সীমানার বাইরেই হয়তো আঘাত হবে। সে কারনেই তারা তাদের দূতাবাসগুলোকে শক্তিশালী করেছিল, চারদিকে সতর্ক থেকে ক্যামেরা সাজিয়েছিল ও নিরাপত্তারক্ষী নিযুক্ত করেছিল। তারা ইসলামিক বিশ্বের উপকূলের চারপাশ দিয়ে তাদের মিলিটারি নৌবহরগুলোকে পাহারা দিচ্ছিল, যতক্ষণ না পর্যন্ত তাদেরই ভূমির প্রাণকেন্দ্রে তাদেরই প্লে-ন দিয়ে কঠিন আঘাত হানা হয়।

এমনকি যে ভাইরা অপারেশনটা করেছিলেন তাঁরাও ভাবেননি যে এত তীব্রধরনের আঘাত হবে। সত্যি কথা বলতে কি, যাঁদেরকে অপারেশনটা করতে আমেরিকাতে পাঠানো হয়েছিল তাঁরা কেউই অপারেশনটার প্রকৃতি সম্বন্ধে অবগত ছিলেন না। তবে এটা অবশ্যই জানতেন যে, এটা একটা শহীদি অপারেশন হবে। কারণ অপারেশনের স্থান, কাল, পাত্র, ধরণ বা প্রকৃতি কোনকিছুই বিশদে জানা ছিল না। একজনই শুধু এসব জানতেন, তিনি ছিলেন বিমানচালক (পাইলট)। কেন? এর কারণহল অপারেশনকে নিরাপদে রাখা। যদি আমাদের কোন ভাই ধরাও পড়ে যায় এবং জিজ্ঞাসাবাদেরও সম্মুখীন হয়, তাহলে সে যেন এমন কিছু বলতে না পারে যাতে অভিযান বিপদগ্রস্ত হয়।

এখন শরিয়াহ্গত দিক দিয়ে নিরাপত্তা ও সতর্কতার দিকে দৃষ্টিপাত করা যাকঃ

আপনারা জানেন যে, আল্লাহ্ (সুবঃ) এই মহাজগৎকে সৃষ্টি করেছেন এবং সেই সাথে সৃষ্টি (প্রেরণ) করেছেন 'আসবাব' (কারণ) ও কার্যকারণ সম্পর্কসমূহ। যদি কেউ সঠিক কার্যকারণ সম্পর্ক গ্রহণ করে তাহলে সে ইনশাআল্লাহ্ লক্ষ্যপূরণোর সমর্থ হবে, অন্যথায় নিশ্চিত ব্যর্থ হবে। এই কার্যকারণ সম্পর্ক (আসবাব) কিন্তু কিছুই দেখে না যে আপনি মুসলিম না কাফের, কারণ এগুলোর সৃষ্টি হয়েছে সারা জাহানের জন্য।

কুর'আনে আল্লাহ্ (সুবঃ) বলেনঃ

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

তোমরা তাদের মুকাবিলার জন্য প্রস্তুত রাখবে যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ব-বাহিনী, এই দিয়ে তোমরা সন্ত্রস্ত করবে আল্লাহর শত্রুকে, তোমাদের শত্রুকে এবং এছাড়া অন্যদেরকে যাদেরকে তোমরা জানো না, আল্লাহ্ তাদের জানেন। আল্লাহর পথে যা তোমরা ব্যয় করবে তার পূর্ণ প্রতিদান তোমাদেরকে দেওয়া হবে এবং তোমাদের উপর জুলুম করা হবে না। (সুরা আনফাল ৮:৬০)

এতে কোন সন্দেহ নেই যে সঠিক সতর্ক পদক্ষেপ গ্রহণ এবং অপারেশনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এই প্রস্তুতির মধ্যেই পড়ে। এতেও কোন সন্দেহ নেই যে আমেরিকার সাথে আজকের যুদ্ধ মানসিক বুদ্ধিগত ও তত্ত্বগত যুদ্ধ, একটা গুপ্ত হামলা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমাদের সাথে যুদ্ধে টেকনোলজিকে ব্যবহার করছে, তারা ড্রোন হামলা করে, মুজাহিদিনদের মধ্যে গুপ্তচর প্রেরণ করে। এটা অসামঞ্জস যুদ্ধের একটা নতুন রূপরেখা। আমাদের কাছে পৌঁছানোর প্রচুর তথ্য না পাওয়া পর্যন্ত তারাও আমাদের জানেনা আমাদের দেখতে পায় না।
সুতরাং আমাদের আজকের যুদ্ধ ছদ্মবেশী যুদ্ধ, গোপন যুদ্ধ; এখানে বিজয় ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য প্রতিপদে সতর্ক থাকা অতি আবশ্যক।
আল্লাহ্ (সুবঃ) বলেনঃ

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

যখন তাদের কাছে শান্তি অথবা আশংকার কোনো সংবাদ আসে, তখন তারা তা প্রচার করে থাকে। যদি তারা তা রসূল কিংবা তাদের মধ্যে যারা ক্ষমতার অধিকারী তাদের গোচরে আনত, তবে তারা ওর যথার্থতা নির্ণয় করতে পারত, যারা তাদের মধ্যে তথ্য অনুসন্ধান করে। তোমাদের প্রতি যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত তবে তোমাদের অল্প সংখ্যক ছাড়া সকলেই শয়তানের অনুসরণ করত। (সুরা নিসা ৪:৮৩)

এখানে এটা পরিষ্কার যে, প্রথমে সতর্কতা সম্বন্ধীয় তথ্য বা সংবাদ নিতে হবে; তারপর সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে তাদের উপরে উপযুক্ত অভিযান পরিচালনা করতে হবে। কুর'আনে একই অর্থের অন্য আয়াতও রয়েছে যেখানে আল্লাহ্ (সুবঃ) বলেন, "হে ইমানদারগণ! তোমরা সতর্কতা অবলম্বন করো" এবং সুরা আল কাহাফেঃ "তারা বলে 'তোমাদের প্রভূই সর্বজ্ঞ তোমরা কতদিন ছিলে সে ব্যাপারে। সুতরাং, তোমাদের মধ্য হতে একজনকে এই রূপার মুদ্রা নিয়ে শহরে প্রেরণ কর এবং তাকে এর দ্বারা সর্বোত্তম খাবার ও উত্তম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দাও, তবে অতি সন্তর্পণে। এবং মনে রাখবে যে তোমাকে যেন কেউ চিনে না ফেলে"। এখানের অর্থও সম্পূর্ণ পরিষ্কার।
রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনীতেও এরকম অজস্র উদাহরণ বিদ্যমান। যেমন- রসূলসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেছিলেন, এবং সেখানে কী কী হয়েছিল পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা করলে আপনি দেখতে পাবেন যে তিনি কত সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন!

উদাহরণ হিসেবে আলী (রাঃ) কে ধরুণ। তিনি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিছানায় শুয়েছিলেন তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঢাল স্বরূপ যতক্ষণ না পর্যন্ত কুরায়েশদের কাফেররা তাঁকে দেখল এবং ভাবলো এখানে হয়তো রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আছেন, অথচ সেই মুহূর্তে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন আবুবক্কর (রাঃ) এর বাড়িতে। এবং তাঁরা পলায়ন করেছিলেন যখন মানুষজন গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন। তাঁরা মানুষ জনের ঘুমানো পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলেন এই কারণে নয় যে তাঁরা ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন; সেখানে তাঁদের অপেক্ষা করাটা ছিল তাঁদের সতর্কতা। একই ঘটনা পরিলক্ষিত হয়, যখন তাঁরা বের হয়েছিলেন, তখন আবু বকর (রাঃ) এক দিক দিয়ে আর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্য দিক দিয়ে বের হয়েছিলেন, পাছে তাঁদের কেউ সন্দেহের মধ্যে না আসেন।
আরও অনেক উদাহরণ আছেঃ আবু বকরের (রাঃ) মেয়ে আসমা গোপনে খাবার নিয়ে আসতেন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবু বকরের (রাঃ) এর কাছে এবং আব্দুল্লাহ ইবনে আবু বকর আসতেন মক্কা থেকে মদিনার খবরা-খবর দিতে। এখান থেকেও পরিষ্কার যে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন এবং নিরাপত্তার বিষয়টিকে খুবই গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন। এছাড়া সিরাত গ্রন্থে এমন আরও বহু উদাহরণ সংকলিত আছে।

আমরা সাহাবীদের জীবনী পর্যালোচনা করলে এইরকম সাদৃশ্যপূর্ণ আরও অনেক উদাহরন দৃশ্যমান হবে। আমরা সবাই জানি কীভাবে উমর ইবনে আল-খাত্তাব (রাঃ) ইসলামে প্রবেশ করেছিলেন এবং তাঁর বোন কীভাবে ইসলাম গোপন করতেন।

সাহাবী (রাঃ)-দের জীবনীতে এরকম অজস্র উদাহরণ আছে যেখানে নিরাপত্তামূলক সতর্কতার উপর সবথেকে বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল।
মনে রাখবেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আমাদের বর্তমানের যুদ্ধ পুরোপুরি সতর্ক কৌশলী পদক্ষেপের উপর ভিত্তিশীল। আফগানিস্তানের জন্য আমেরিকা অর্থনৈতিক ভাবে প্রায় নিঃশেষ হয়েছিল, আর আফগানিস্তান থেকে নাকানি-চোবানি খেয়ে বিতাড়িত হওয়ার পর তাদের মিলিটারি শক্তির পূর্বেকার গর্ব ও অহংকারও ক্ষুণ্ন হয়ে গেছে। মনস্তাত্ত্বিক বুদ্ধি আর তত্ত্বগত লড়াই-ই এখন ঠিক করবে যে কারা শেষ পর্যন্ত টিকে থাকবে। ইনশাআল্লাহ্, আল্লাহর বিশ্বস্ত সৈনিকরাই বিজয়ী হবে।

অসাবধানতা ও একগুঁয়েমি, আর সতর্কতা

উপরের শিরোনাম থেকেই স্পষ্ট যে এই দুই চরমপন্থা থেকে একজনকে মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে হবে। তবে যদি আপনার কাছে তেমন অতি গুরুত্বপূর্ণ গোপন করার মত কিছু না থাকে তাহলে অতিমাত্রায় সতর্ক হয়ে বাড়াবাড়ির কোন প্রয়োজন নেই। কারণ এতে অন্যরা অহেতুক আপনাকে সন্দেহ করবে এবং কোন কিছু না করেই গ্রেপ্তার হতে হবে।
অন্যদিকে, যদি পরিচিত এমন কোন ভাই থাকে যে গোপন অপারেশনে কাজ করছে, কিন্তু উপযুক্ত সতর্কতামূলক পদক্ষেপ নেয়নি। তাহলে সে নিজে যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তার সাথে সাথে অন্যদেরও ক্ষতিগ্রস্ত করবে যারা তাঁর সাথে কাজ করছেন।
এমন অনেক ভাই আছেন যারা গোপন অপারেশনে কাজ করতে ইচ্ছুক। আবার একইসাথে তাঁরা প্রকাশ্যে মানুষকে দাওয়াতও দিতে চান। এটা ঠিক নয়। কারণ যারা দাওয়াতের কাজ করতে চান, তাঁদের উচিত সকল সন্দেহের উর্ধ্বে অবস্থান করা এবং কোন গোপন অপারেশনের সাথে যুক্ত না থাকা।

সতর্কতা ক্রমাগত পরিবর্তনশীল

এটা বিশেষ করে আমাদের সময়ের জন্য খুবই সত্য। নতুনত্ব এবং এনক্রিপসন জাতীয় বিষয় সম্বন্ধে সর্বদা আপডেট থাকা (উদাহরণস্বরূপ অনলাইন সিকিউরিটির সমস্যাজ্ঞান) খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্যই, আপনাদেরকে অপরের ভূল ভ্রান্তি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং নিশ্চিত করতে হবে যে যাতে আপনি ঐ ভূল দ্বিতীয়বার আর না করেন।
সতর্কতা বিষয়টা স্থিতিশীল নয়। তবে কিছু এমন কিছু সাধারণ নীতি-নৈতিকতা অবশ্যই আছে যেগুলো পরিবর্তন হয়না। তবে স্বাধীন হস্তক্ষেপেরও অনেক জায়গা আছে এখানে, যেখানে একজন তাঁর নিজস্ব নতুন চিন্তা ব্যবহার করতে পারবেন।
কিছু কিছু জিনিস প্রতি বছর পরিবর্তন হয়। আমরা ১০ বছর আগে যেভাবে যোগাযোগ করতাম সেটা এখনকার থেকে অনেক পৃথক ছিল। উদাহরণস্বরূপ,

স্যাটেলাইট ফোনের কিছু ব্যাপার আপনাদের জানা আছে এবং বর্তমানে যোগাযোগের সবথেকে উপযুক্ত পন্থা হল এনক্রিপসন পদ্ধতিতে যোগাযোগ। কোন কিছুই যদিও ১০০% নিরাপদ নয়, তবুও আপনি কমপক্ষে ছদ্মপরিচয়ও নিরাপত্তারঅনেক গুলো স্তর একটার পর আর একটা তৈরি করে নিতে সক্ষম হবেন যাতে করে আপনার কাছে পৌঁছানোটা শত্রুর কাছে খুব কঠিন হয়ে যায়। কিন্তু এখানে আসল ব্যাপারহল যে আপনাকে এই লেটেস্ট অত্যাধুনিক ছদ্মপরিচয়, এনক্রিপসন ও নিরাপদ যোগাযোগ ব্যবস্থায় সর্বদা আপডেটেড বা অত্যাধুনিক থাকা উচিত। যার ফলে আপনি আপনার নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারেন, সাথে সাথে নিরাপদে রাখতে সক্ষম হবেন আপনার দল ও গোপন অপারেশনেরও।

দ্বিতীয় অধ্যায়
নিরাপত্তামূলক সাধারণ নির্দেশিকা

এখন আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি নিরাপত্তা ও সতর্কতার কিছু সাধারণ নীতিমালা সম্বন্ধে। এখানে আমাদের উদ্দেশ্য হল ভাইদেরকে পরিপূর্ণরূপে সচেতন করা। এই সাধারণ নীতি বা নির্দেশিকাগুলি স্থান-কাল ভেদে পরিবর্তন হয় না। আগে যেমন বলেছি, সিকিউরিটি ব্যাপারটা স্থির বা ভরীবফ ব্যাপার নয়। সেখানে অনেক কিছুই পরিবর্তন হয় টেকনোলজির উন্নতির সাথে। যেমন আমাদের আজকের যোগাযোগের মাধ্যম ১০ বছর আগের যোগাযোগ পদ্ধতি থেকে অনেক আলাদা।
যাইহোক, এখন আমরা আলোকপাত করবো সেই সকল নীতিমালা ও নির্দেশিকার উপর যেগুলোর পরিবর্তন হয়না এবং সবসময়ের জন্যই সত্য। এবং যে ভাইয়েরা আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে কোন পরিকল্পনা বা অপারেশনে নিযুক্ত তাঁদেরকে এই বিষয়গুলো অবশ্যই মাথায় রাখা উচিত।
আল্লাহ্ (সুবঃ) বলেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ

হে ইমানদারগণ! তোমরা সতর্কতা অবলম্বন করো। (সুরা নিসা ৪:৭১)

এবং এটাই হল আমাদের ভিত। আমাদের নিরাপত্তাগত নির্দেশিকা হলঃ“হে ইমানদারগণ! তোমরা সতর্কতা অবলম্বন করো”।
এটা ইসলামের একটা গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা যা সকল মুসলিমের জন্য প্রযোজ্য। এটা ধর্মের মধ্যে তেমনই বৈধ দায়িত্ব যেমন বৈধ আমাদের স্বলাত। যুদ্ধ বা শান্তি উভয় সময়েই সতর্কতা অবলম্বন বাধ্যতামূলক। যুদ্ধের সময় সতর্কতা ব্যাপারটা যুক্তিযুক্ত।

কিন্তু শান্তির সময়েও শত্রুরা ব্যস্ত থাকে গুপ্তচর প্রেরণে এবং ইসলামিক সাম্রাজ্য, বিভিন্ন জামাত, বিশেষ ব্যক্তি, উল্লেখযোগ্য স্থান ইত্যাদি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহে।আগেও বলেছি, শত্রু তার যুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত জয়লাভ করতে পারে না যতক্ষণ না পর্যন্ত সে যার সাথে যুদ্ধ করছে তার সম্বন্ধে তথ্য জোগাড় না করে।

এখন আপনার জানা উচিৎ যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আগে মুজাহিদিনদের সম্বন্ধে গভীরভাবে অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা করে, তারপর তাদেরকে রদ করার নির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করে। প্রকৃতপক্ষে তারা মুজাহিদিনদেরকে সর্বদায় পর্যবেক্ষণ করে চলেছে। এমনকি, তারা নিজেরাই কল্পনা করে নেয় মুজাহিদদের পরবর্তী অভিযান কীরকম হতে পারে এবং সেই অবস্থায় প্রত্যুত্তর দেবার মত পরিকল্পনা গ্রহণ করে। যেমন আপনি দেখতে পাবেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছদ্ম আক্রমণের নাটক করায়, তারপর সামাল দেওয়ার জন্য পুলিশ, সেনা, চিকিৎসক, সবকিছুকে কাজে লাগায়। তারা নিয়মিত আক্রমণ, রাসায়নিক আক্রমণ ইত্যাদি আক্রমণ প্রায়শই এরকম ছদ্মভাবে করে থাকে। এবং সেখান থেকে তারা তাদের পদক্ষেপ নির্বাচন করে এবং অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণ করে যে কীভাবে ক্ষয়ক্ষতি কমানো যায়।

শেখ আবু জুবাইদা বলতেন যে শত্রু নিজেই তোমাকে দেখিয়ে দেবে কীভাবে আক্রমণ করতে হয়। সে তোমাকে ধারণাও দেবে আবার পথপ্রদর্শনও করবে। শত্রুর প্রত্যেকটা কথা ও কাজ থেকে তুমি বুঝতে পারবে তার ভয়কে। তুমি চিহ্নিত করতে পারবে তার দুর্বল জায়গাগুলো, তার সমস্যাগুলো, এবং এইসবকিছুর সুবিধাগুলো গ্রহণ করো তোমার অপারেশনের প্রস্তুতির বিভিন্ন পদক্ষেপে ।
কয়েকবছর আগে বিভিন্ন দেশের ইন্টেলিজেন্স অফিসারদের দ্বারা লেখা একটা রিপোর্ট পড়ছিলাম যেখানে তারা ১০টির বেশী ছদ্ম-আক্রমণের পর্যালোচনা করেছিল। সুবহানআল্লাহ, আমি যখন পড়ছিলাম, আমি অনেক উজ্জ্বল ও সৃজনশীল চিন্তাভাবনা পাচ্ছিলাম। তারা আসলে ভাবছিল আমরা কোনগুলো চিন্তা করি না। আমরা যখন তাদের প্রত্যাশার গভীরে প্রবেশ করতে পারবো, সেটাকে আমরা আমাদের সুবিধার্থে কাজে লাগাতে পারবো এবং তাদের পরিকল্পনাকে অবরোধ করতে পারবো। এটা নিশ্চিত আল্লাহর পরিকল্পনারই অংশ।

বলছিলাম যে শান্তির সময়েও গুপ্তচরেরা প্রেরিত হয়। পৃথিবীতে এমন একটিও ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি নেই যেখানে গুপ্তচর নিয়োগ ও ট্রেনিংয়ের জন্য স্পেশাল ব্র্যাঞ্চ বা ডিপার্টমেন্ট নেই।
আমেরিকার সিআইএ এইসব ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ। আপনাদের জেনে রাখা উচিৎ যে প্রথম দিকে শুরুর সময় সিআইএ বাহ্যিকভাবে কাজের জন্য ছিল, আভ্যন্তরীণ গোপন

অপারেশনের জন্য নয়। তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল দেশের প্রতিরক্ষা ও অখন্ডজাতীয়তা নিশ্চিত করা, কিন্তু সবই বৈদেশিক পটভূমির পরিপ্রেক্ষিতে। এমনকি, তারা দেশের স্বার্থে বৈপ-বিক অভ্যুত্থান সংঘটিত করে সরকারকে পর্যন্ত উৎখাত করতে পারতো। এরকম হয়েওছে অনেক, বিশেষ করে লাতিন আমেরিকায়। খুব বেশিদিন আগে নয়, তখন একসময় লাতিন আমেরিকার সরকারগুলো এমন কর্মপন্থা বা নীতি চালু করেছিল যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যাচ্ছিল। তাই, তারা ঐ সরকারদের বিরোধীপক্ষদের সাহায্য ও সহযোগিতা করে সরকার পরিবর্তন করেদিল; যাতে তাদের জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষিত ও সুরক্ষিত থাকে।

এমনকি আমাদের আরব দেশগুলোতেও ৩০-৪০ বছর আগে আমাদের নেতারা প্রকাশ্যভাবে প্রো-ব্রিটিশ ছিলেন। আর আমেরিকানরা বিভিন্ন কৌশলে নিশ্চিত করেছিল যে সেই নেতাদের পরিবর্তে এমন নেতারা থাকবেন যারা আমেরিকার স্বার্থ রক্ষার দিকে বেশী ঝুঁকে থাকবে। এবং এটাই সবথেকে বড় পার্থক্য পশ্চিম দেশগুলোর ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিগুলোর ও আমাদের আরবের তৃগুত সরকারের। আমাদের আরবের দেশগুলোতে, সম্পূর্ণ ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি কাজ করে প্রতিষ্ঠিত নেতৃত্বকে প্রতিরক্ষার কাজে, দেশের স্বার্থরক্ষার্থে নয়। এরকম সমস্যা প্রাক্তন ইন্টেলিজেন্স অফিসার দ্বারা পরিচালিত প্রতিটি দেশেই দেখতে পাবেন। যেমন রাশিয়ার পুতিন (যে একজন প্রাক্তন কেজিবি অফিসার) এবং বুশ যে সিআইএর সাথে কাজ করতো। দেশ তখন স্বাভাবিকভাবেই স্বৈরতন্ত্রী হতে বাধ্য। কারণএটা ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিগুলোর চিন্তার একটা বৈশিষ্ট্য যেঃ তারা সমস্ত জনগণকেই দেশের প্রতিরক্ষার জন্য সম্ভাব্য বিপদ হিসেবে নির্ধারণ করে।

অথচ নির্দিষ্ট সময়ে সতর্কতা অবলম্বনের জন্য গুরুত্ব নিশ্চিত করতে আল্লাহ্ (সুবঃ) কীভাবে সম্পূর্ণ পথের ব্যবস্থা করেছেন যুদ্ধ ও কষ্টের সময়ে একত্রে দলবদ্ধ হয়ে স্বলাত আদায়ের মাধ্যমেঃ

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ

عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا

আর তুমি যখন তাদের মধ্যে অবস্থান করবে ও তাদের সাথে সলাত কায়েম করবে তখন তাদের একজন যেন তোমার সঙ্গে দাঁড়ায় এবং তারা যেন সশস্ত্র থাকে। তাদের সিজদাহ্ করা হয়ে গেলে তারা যেন তোমাদের পিছনে অবস্থান করে; আর অপর একদল যারা সলাতে শরীক হয়নি তারা যেন সলাতে শরীক হয় তোমার সঙ্গে এবং তারা যেন সতর্ক ও সশস্ত্র থাকে। কাফিরগণ কামনা করে যেন তোমরা অসতর্ক হও যাতে তারা তোমাদের উপর একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। তোমাদের কোনো দোষ নেই যদি তোমরা বৃষ্টির জন্য কষ্ট পাও অথবা পীড়িত থাকো তবে তোমরা অস্ত্র রেখে দিলে; কিন্তু তোমরা সতর্কতা অবলম্বন করবে। আল্লাহ্ কাফিরদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। (সুরা নিসা ৪ ঃ ১০২)

এই ঐশী নির্দেশিকা“তোমরা সতর্কতা অবলম্বন করো”হওয়া উচিৎ আজকের মুসলিমদের প্রথম প্রায়োগিক নীতি, বিশেষ করে এই সময়গুলোতে, যখন সারা পৃথিবীর কুফরি শক্তি ও ধর্মনিরপেক্ষরা ‘উগ্রপন্থার বিরুদ্ধে লড়াই’-এর বাহানায় মুসলিম যুবকদের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়েছে।

এখানে কিছু গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক জিনিস বোঝার আছেঃ বর্তমান বিশ্ব ইউনিপোলার (একমেরু সম্পন্ন) এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরিচালিত। ৩০ বছর আগে পর্যন্ত বিশ্ব দুই-মেরু শক্তিতে (বাইপোলার) বিভক্ত ছিল পশ্চিম মেরু (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বারা পরিচালিত) এবং পূর্ব গোষ্ঠী (সোভিয়েত ইউনিয়ন দ্বারা পরিচালিত)। এই দুই মেরু শক্তির ঠান্ডা যুদ্ধ মুজাহিদিন আন্দোলনকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়েছিল যেহেতু তাঁরা এই প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে তাঁদের সুবিধা আকারে ব্যবহার করতে পারতেন। এমনকি সিরিয়ার যুদ্ধের সময়েও মুজাহিদিনরা ট্রেনিং দিতে পারতেন অসম যুদ্ধক্ষেত্রের জন্য। যেমন- আমাদের শাইখ আবু মুস’আব আল-সুরি করেছিলেন ইরাক, জর্ডান ও ইজিপ্টে। কেন? কারণ সেই সময়, মুজাহিদিনদের লক্ষ্য ও দুই মেরু গোষ্ঠীর মধ্যে এক গোষ্ঠীর ইচ্ছা প্রায় একইরকম ছিল। তাই কাজ করা সম্ভবপর ছিল, ট্রেনিং ও অভিযান সহজতর হয়েছিল।

কিন্তু বর্তমান বিশ্ব একশক্তি-বিশিষ্ট, এবং পৃথিবীতে এমন একটিও জায়গা খুঁজে পাবেন না যেখান আপনি ১০০% নিরাপদ থাকতে পারবেন। আপনি একটা জায়গায় ষড়যন্ত্র করে আক্রমণ করে সেই জায়গায় প্রত্যাবর্তন করে নিরাপত্তা উপভোগ করতে পারবেন না। সেজন্যই আমরা আজকের জিহাদকে গোপন ইউনিট অনুযায়ী দেখতে

পাই, শৃঙ্খলিত সম্পূর্ণ দল দ্বারা প্রকাশিত হয়না; বিশেষ করে পশ্চিমা দেশ ও ত্বগুতি দেশগুলোতে।

একটা গ্রুপ বা দলের সাথে এই গোপন ইউনিট গুলোর কি পার্থক্য হবে? একটা বড় দলের পিরামিডের মত আদেশের শৃঙ্খল থাকবেঃ আমীর, শুরা কমিটি, ছোটো ছোটো ইউনিটে সজ্জিত যোদ্ধাগন এবং প্রতিটি ইউনিটের একজন করে আমীর। এটাই হল কোন দলের প্রাথমিক পরিকল্পনা। কিন্তু এখানে সমস্যাটা হল যদি ত্বগুতি সরকার এই দলের যেকোনো একজন সদস্যকে ধরতে পারে তাহলেই সেই সদস্য শেষমেশ তাঁর আমীরকে ঠিক ধরিয়ে দেবে। যার ফলে সম্পূর্ণ দলটাই তখন হয়তো নিঃশেষ হয়ে যাবে।

সেইজন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সবচেয়ে নিরাপদ হল ছোটো ছোটো সেল বা ইউনিট গঠন করা। প্রতিটি ইউনিটে ৪-৫ জন করে কাজ একসাথে করবে এবং শুধুমাত্র একে অপরকে জানবে, একটা ইউনিটের সাথে অন্য ইউনিটের কোন যোগসূত্র থাকবে না, এমনকি দলের সাথেও না। এরমকমটা কেন? কারণ, যদি সেই ইউনিটের ৫ জনের সকলেও ধরা পড়ে যায়, তারা অপর ইউনিটগুলোকে বিপদে ফেলবে না দলের মত। কিন্তু একটা দলের কেউ ধরা পড়লে, তাঁকে প্রচন্ড চাপ দেওয়া হয় তাঁর উপর স্তরগুলোর সম্বন্ধে তথ্য দেওয়ার জন্য,এইভাবে সকল উর্ধ্বতন নেতৃত্বদের ধরে সমগ্র দলটিকেই ধ্বংস করে দেয়। কিন্তু একটা সেল বা ইউনিটের মধ্যে হলে, ৪-৫ জন সদস্যের মধ্যেই এই প্রতিরোধ বা ব্যর্থতা সীমাবদ্ধ থাকবে, অন্যদের উপর প্রভাব পড়বে না।

সুতরাং, সেল বা ইউনিটে বিভক্ত হয়ে কাজ করাই উত্তম। যদি আপনি একদল ভাইকে অভিযানে পাঠান; ধরুন ৪-৫ জনকেই পাঠালেন কোন একটা দেশে দায়িত্ব দিয়ে। তাহলে আগে সেখানে আপনার জানা যারা কাজ করছে সেই ভাইদের সাথে এঁদের পরিচিত করে দেবেন না। তাঁদেরকে সম্পূর্ণভাবে একে অপরের অমুখাপেক্ষী হতে দিন। শাইখ আবু মুস'আব আল-সুরি আরও বলেন, "যদি আপনি নিজে এরকম অনেকগুলি ইউনিট বা ছোটো ছোটো স্বাধীন দলের প্রতিষ্ঠাতা হন এবং যদি ধরা পড়ে যান, তাহলে ঐ ইউনিট ও দলগুলোর ধ্বংসের জন্য আপনি কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারেন। তাই, সেই সময়ে আপনার দায়িত্ব হল নিজেকে নিরাপদ রাখা, আফগানিস্তান বা ইরাকের যুদ্ধের ময়দানে সামনের সারিতে গিয়ে বা কোন শহীদি অপারেশনে নাম নথিভূক্ত করে। যার ফলে আপনার গোপনীয়তাটা আপনার সাথেই থেকে যায়। এর কারণ হল আপনার উপস্থিতিই এই সকল প্রতিষ্ঠিত ইউনিট ও ছোটো দলগুলোর জন্য বিপজ্জনক হবে। তাই, আপনিই যদি বাইরে থাকেন, এই ইউনিট/দলগুলো স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবে অথচ তারা একে অপরের সাথে যোগস্থাপন করতে পারবে না এবং কাজ অগ্রসর হতে থাকবে"।

এখন আমরা নিরাপত্তামূলক সাধারণ নীতি-নির্দেশিকাগুলো সম্বন্ধে কথা বলবো যেগুলো স্থান ও কাল ভেদে পরিবর্তন হয় না।

প্রথম নীতিঃ সতর্কতা (সতর্ক প্রহরা) হল নিরাপত্তার কেন্দ্র

নিরাপত্তার মূলকেন্দ্রবিন্দু হল সতর্কতা। ভাইদের সদাসর্বদা সতর্ক হয়ে অবস্থান করতে হবে। সকল মুসলিমেরই উচিৎ সতর্ক হয়ে অবস্থান করা এবং শত্রুপক্ষকে সুযোগ না করে দেওয়া যাতে করে সে আকস্মিক কিছু করে ফেলে। বাজি যেন সবসময়ে মুসলিমের পক্ষে থাকে। পাকিস্তানি গুপচরেরা আমাদের তখনই আক্রমণকরতে পেরেছিল যখন আমরা আফগানিস্তান থেকে পিছু হটছিলাম এবং একমাত্র ভোরবেলায় ২টা বা ৩টার সময় আমাদের কাছে আসতে পেরেছিল। আমার মনে পড়ে, আমি পাকিস্তানে শাইখ আবু যুবাইদার সাথে ছিলাম এবং যখন সকাল ৩টার দিকে আইএসআই ও সিআইএ অফিসারদের দ্বারা ঘেরাও হলাম, শুধুমাত্র তখনই তারা আমাদের সেফহাউসের উপরে তীব্র হামলা করতে সক্ষম হয়েছিল। আবু যুবাইদা তাঁর দল সহ বন্দী হলেন এবং তিনি তিনটি গুলির আঘাতে আহত হন। অন্যান্য কিছু ভাই শহীদ হলেন, একমাত্র আমিই আল্লাহর রহমতে নিজেকে আড়াল করতে সক্ষম হই।

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, উনি যেন আমাদের বন্দী ভাইদেরকে মুক্ত করে দেন। এখান থেকে শিক্ষা এটাই যে শত্রু সর্বদা প্রচেষ্টায় নিয়োজিত থাকে কখন আপনাকে অতর্কিতে আক্রমণ করবে। সকাল ৩টা হল এমন এক সময় যখন আপনি গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। সুতরাং তারা সর্বদা সেই সময়টাকেই আক্রমণের জন্য কাজে লাগাবে, তাঁদের পক্ষ হতে আকস্মিক অতর্কিতে আক্রমণের একটা উপাদান হিসেবে। যেমন ৯/১১ এর অতর্কিতে আক্রমণের উপাদানের মত, কারণ শত্রুরা কখনওই ভাবতে পারেনি যে আমরা তাদেরই গৃহে প্রবেশ করে তাদেরই প্রাণকেন্দ্রে সুতীব্র আঘাত হানবো।
সুতরাং, সতর্কতা এখানে সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের ভাইদেরকে নিদ্রা যাবার মুহূর্তে কোন গুরুত্বপূর্ণ নথি বা ডকুমেন্ট সঙ্গে না রাখার ব্যাপারে সদা সতর্ক থাকতে হবে এবং বাড়িতে প্রবেশ করা বা পরিত্যাগ করার সময় খুব সতর্ক থাকতে হবে পাছে সে না নিজেকে দুর্দশার শিকার করে ফেলে। একই নীতি প্রযোজ্য অস্ত্র, গুরুত্বপূর্ণ নথি, জিনিসপত্র বা অন্য যে কোন ক্ষেত্রেও; এরকম গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আপনার বাড়িতে রাখা উচিৎ হবে না, যার ফলে তৃগুতরা আপনার বিরুদ্ধে যেন জোরালো প্রমাণ না পায়।

নিরন্তর সতর্কতার আর একটি উদাহরণ হল ভ্রাম্যমাণ চেক পয়েন্ট সমূহ, বিশেষ করে পুলিশের অধিকৃত এলাকাগুলিতে। আপনি হয়তো কোনকিছু হবেনা ভেবে গাড়িতে

যাবেন যতক্ষণ না পর্যন্ত রাস্তার ধারে ১০টা পুলিশ গাড়িকে চেকপয়েন্ট করতে না দেখবেন। এটা অবশ্যই সব দেশে হয় না। তাই আপনি যেখানে অবস্থান করছেন, আপনাকে এটা জেনে নিতে হবে যে আপনার চারপাশে এরকম মাঝে হয় কিনা, নাকি একদমই হয়না। এক্ষেত্রে আপনার সামনে আপনার পরিচিত লোকসহ একটা বা দুটো গাড়ি রাখা ভালো আপনার সাথে সর্বদা যোগাযোগ বজায় রাখার জন্য, এবং আপনাকে জানিয়ে যেতে থাকবে যে রাস্তা পরিষ্কার আছে কি নেই। এটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যখন আপনি কোন সংবেদনশীল (সেনসিটিভ) জিনিস পরিবহন করে নিয়ে যাবেন, যেমন অস্ত্রপাতি।
সতর্কতার আর একটা দিক আছেঃ আপনার চারপাশের ঘটমান অবস্থা সম্বন্ধে তথ্য জানা ও ওয়াকিবহাল হওয়া। রেডিও, টিভি, পত্র-পত্রিকা, ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রতিদিন আপনার আশেপাশে ও বিদেশে কি ঘটনা ঘটে চলেছে সে সম্বন্ধে আপডেটেড থাকুন। সব তথ্য সম্বন্ধে অবগত থাকবেন। বাইরে কোন ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ থাকলে তাঁকেও তথ্য প্রদান করতে থাকুন যে কে কীভাবে ধরা পড়েছে? তাদের ভূল কী ছিল? কোনসেফহাউস বা আস্তানায় শত্রুরা খোঁজ করে গেছে, শত্রু সম্বন্ধে তাঁদের কাছে কি তথ্য আছে? ইত্যাদি।

আপনার জানা উচিৎ যে শুধুমাত্র দৈনিক পত্র পত্রিকা পড়ে ও নিউজ দেখে আপনি জানতে পারবেন একজন প্রেসিডেন্ট, মন্ত্রী, বা ডেপুটির (সরকারি দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি) গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে। এই লোকগুলো মাঝে মাঝেই অফিসিয়াল পরিদর্শন, বিশেষ কিছুর উদ্বোধন ইত্যাদিতে যান। এই ব্যাপার গুলো নিউজে আগে থেকেই ঘোষণা করা হয়ে থাকে। ধরুন, আপনার অপারেশন হয়তো প্রেসিডেন্ট বা একজন মন্ত্রী বা রাজনৈতিক নেতাকে হত্যা করা, অথচ আপনি এমন কাউকে জানেন না যে আপনাকে সে সম্বন্ধে অবগত করবে এবং আপনি তাঁর গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে একটা ধারণা করে সেই অনুযায়ী পরিকল্পনা করবেন। উদাহরণস্বরূপ, ইথিওপিয়া ও অ্যাডিস আবাবাতে ইসলামিক জামা'আর কিছু ভাই ছিলেন যারা হুস্নি মুবারককে হত্যা করার পরিকল্পনা করলেন, যে ছিল সেই সময় ইজিপ্টের প্রেসিডেন্ট। তার ২টার সময় বিমানবন্দরে অবতরণ করার কথা ছিল। আপনারা জানেন যে বিমানবন্দরগুলো সাধারণত শহর থেকে দূরে থাকে এবং শহর থেকে বিমানবন্দর যাবার একটাই রাস্তা থাকে। তাই, এই ভাইয়েরা এসব জানার পর, রাস্তায় এক জায়গায় ফাঁদ পেতে অপেক্ষা করছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে, অপারেশনটি বিভিন্ন কারনে ব্যর্থ হয়ে যায়ঃ যে ঘাঁটি বা গুদামে তাঁরা তাঁদের অস্ত্র-শস্ত্র গোপনে রেখেছিলেন সেটা সেদিন বন্ধ ছিল, এবং তাঁদের গাড়িতেও কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু তবুও তাঁরা কোনওরকমে কিছু একটা পরিচালনা করতে পেরেছিলেন। কিছু ভাই মৃত্যু বরণ করেছিলেন এবং বাকিরা পলায়ন করতে সক্ষম হন। হুস্নি মুবারক ইজিপ্টে প্রত্যাবর্তন করেন। যদিও হত্যার পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছিল,

তথাপি এটা দারুনভাবে মিডিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এটা তখন ইজিপ্ট ও সুদানের মধ্যে একটা কূটনীতিক সঙ্কট সৃষ্টি করেছিল, কারণ এই ভাইদেরকে সাহায্য করার জন্য সুদানকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল।
আমি আপনাদের পরামর্শ দেবো নিরাপত্তা ও সতর্কতার এবং গোয়েন্দাগিরি সম্পর্কিত পুস্ত পড়ার জন্য। বেশ কিছু সিনেমাতেও আকর্ষণীয় অনেক কিছু থাকে যা এক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারে। গোয়েন্দা বা গুপ্তচরবৃত্তির সাথে জড়িত লোকজনের স্বভাব-চরিত্র এবং ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে আপনার জানা উচিৎ যেটা খুবই স্পেশাল। অবশ্যই আপনি বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য অর্জন করতেও পারবেন কিন্তু এমন অনেক কিছুই থাকে যেগুলো জন্মগত, সহজাত। এটা নিশ্চয় অবগত আছেন যে গোয়েন্দা অফিসার হওয়ার জন্য খুব কঠিন পরীক্ষা হয়, খুব স্বল্পসংখ্যকই সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে যেহেতু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাদেরকে বুদ্ধিমত্তা এবং খুঁটিনাটি তথ্যের প্রতি মনোযোগিতা ও বিচক্ষনতার উপর নির্ভরশীল হতে হয়।

আমি সেইসব ঘটনার প্রতিও গুরুত্ব আরোপ করতে চাই যে আপনার আগের ভাইদের কী হয়েছিল সেই সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকা যারা গ্রেপ্তার হয়েছেনঃ তাঁদের ভ্রান্তিগুলো পর্যালোচনা করুন, তাঁদের সম্বন্ধে যতটা বেশী সম্ভব তথ্য জোগাড় করে অধ্যয়ন করুন যাতে আপনি ঐ একই ভূল আর যেন না করেন। এছাড়া গোয়েন্দাদের জবাবদিহিতার পদ্ধতি ও গ্রেপ্তার হওয়া ভাইদের প্রতি সংঘটিত ঘটনা সম্বন্ধেও পড়াশোনা করুন। এতে আপনি জানতে পারবেন তারা কি চায়।

দ্বিতীয় নীতিঃ প্রতিকার বা সমাধান অপেক্ষা নিবারণ শ্রেয়

নিবারণ করা (প্রতিরোধ করা) বলতে বোঝায় শত্রুপক্ষ দ্বারা দেখে ফেলা, শোনা ও গ্রেপ্তার হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহর অনুগ্রহে আপনার দ্বারা গৃহীত যাবতীয় পরিকল্পনা ও কৌশলকে বোঝায়। এবং প্রতিকার বলতে বোঝায় আপনার সেই মুহূর্তের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ যখন আপনি বুঝতে পারলেন যে আপনার দ্বারা কোন ভ্রান্তি হয়ে গেছে যেটা আপনার নিরাপত্তা তথা সামগ্রিক প্রতিরক্ষাকে বিপদগ্রস্ত করতে পারে।
আমাদের ভাই যিনি পরিকল্পনা করছেন শহরে একটা অপারেশন (অভিযান) চালানোর জন্য তাঁর সবসময় একটা গোপনীয়তা বা ছদ্মবেশ থাকা উচিৎ। আপনার জেনে রাখা উচিৎ যে একজন গোয়েন্দা অফিসার কখনওই তার বাড়ির বাইরে গমন করে না (অর্থাৎ অনুসন্ধানে বের হয় না) যতক্ষণ না পর্যন্ত সে কেন বাইরে যাবে, সে কী করবে অথবা সে কোথায় যাবে এইসব বিষয়ে তার কাছে একটা ‘কাহিনী’ বা ‘দৃশ্যপট’ না

থাকে। ছদ্মবেশ বা গোপনীয়তা নিয়ে পরের একটা অধ্যায়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করার চেষ্টা করেছি দেখতে পাবেন।

নিবারণ বা প্রতিরোধ করার অগ্রিম পরিকল্পনা ভবিষ্যৎ ভ্রান্তির সম্ভাবনা অনেকাংশ হ্রাস করে দেয়। আপনার মনে করা উচিৎ যেমন ধরনেরই হোক না কেন আপনি ভূলভ্রান্তিকরবেনই। সে-ই শুধুমাত্র ভূলভ্রান্তির ঊর্ধ্বে যে নিজ গৃহের কামরার নরম সোফায় আরাম করে বসে টিভি দেখছে। কিন্তু মুজাহিদরা যে তাঁর দ্বীন রক্ষার্থে লড়াই করেন, তিনি সর্বদা গতিশীল, প্রতিনিয়ত বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষদের সাথে কথোপকথন; অবশ্যই তিনি কিছু ভূলভ্রান্তি করবেন। এই মহান কাজে আমরা সদাসর্বদা আল্লাহর উপরে ভরসা করে অগ্রসর হই। তবে প্রত্যেকটা পদক্ষেপ গ্রহণ করার পর আপনাকে অবশ্যই জানা উচিৎ যে এর পরের পদক্ষেপ কী হবে। সর্বদা পরিকল্পনা প্রস্তুত রাখবেন যে "যদি এই কাজটা করি, তাহলে আমি এটা করবো; যদি এরকম কিছু ঘটে, তবে তারপর এই কাজটা করতে হবে; যদি আমি গ্রেপ্তার হই তাহলে এই এই বলবো.... ইত্যাদি"।

ক্রুসেডাররা কী করে? যেমন আগেও বলেছি, তারা আগ্রিমভাবে কাল্পনিক ভবিষ্যৎ আক্রমণ ভেবে রাখে, তারপর সেই অনুযায়ী পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং প্রত্যুত্তর ও প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ নেয়। এইভাবে তারা তাদের ভ্রান্তি হার হ্রাস করে। একইরকমভাবে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে আপনারও এইরকমই করা উচিৎ।
একটা ভ্রান্তির প্রতিকার বা নিরাময় করার জন্য আপনি কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন সেই সংঘটিত সমস্যার সমাধান করার জন্য। কিন্তু সেগুলো ক্ষতির দিকে টেনে নিয়ে যেতে পারে। তাই সর্বোত্তম জিনিস হল সম্ভাব্য ভ্রান্তি সম্বন্ধে অগ্রিম ভেবে রাখা যেটা সংঘটিত হতে পারে এবং সেই অনুযায়ী পরিকল্পনা গ্রহণ করা।

যেমন ধরুণ, আপনি কয়েকজন ভাইয়ের সাথে কাজ করছেন। তখন তাঁদেরকে সংক্ষিপ্ত কিছু কিছু কাজ দিন। আপনার উচিৎ ছোটো-বড় সব ধরনের প্রতিটি পদক্ষেপ তাঁদেরকে স্মরন করিয়ে দেওয়া। মনে রাখবেন, সমাধান করা অপেক্ষা সমস্যা সৃষ্টি হতে বাধা দিয়ে ভবিষ্যতে আগত সমস্যার অগ্রিম নিবারণ অনেক উত্তম।
কোন কোন ক্ষেত্রে এটাও ধরে নেবেন যে আপনার দ্বারা কোনও ভূল হতে পারে না। যেমন আপনি হয়তো একটা অপারেশনের জন্য বিস্ফোরক তৈরি করছেন, সেখানে কিন্তু আপনার কোনভূল-ভ্রান্তি হওয়া চলবে না। সেখানে যদি কোন কিছু বিস্ফোরিত হয় যেগুলো আপনি তৈরি করছেন, তাহলে সর্বপ্রথমে হয় আপনি নিহত হবেন অথবা আহত হবেন। সেই সাথে সাথে আপনার অপারেশনেরও ইতি ঘটবে। সম্ভবত

আপনার দলেরও হইতো ইতি ঘটবে যেহেতু আপনি নিজেকে সবথেকে খারাপ ভাবে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু করেছেন।
প্রসঙ্গত আপনার মনে রাখা উচিৎ যে কিছু ভাই আছে যারা নির্দিষ্ট কিছু কাজের জন্য অন্যদের অপেক্ষা বেশি উপযুক্ত। এমন অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে ভাইদেরকে আমরা কোনও মিশনে পাঠিয়েছিলাম এবং তাঁদের বলেছিলাম যে ‘পরিবারের সাথে সাক্ষাত করবেন না’। তারপরেও তাঁরা পরিবারের সাথে সাক্ষাৎ করাকে প্রতিরোধ করে রাখতে পারেনি এবং তাঁদেরকে গ্রেপ্তার হতে হয়েছিল। ‘পরিবারের সাথে যোগাযোগ করবেন না’ বলা হল অথচ তাঁরা ফোন করলো ও ধরা পড়ে গেল। আমীরের আনুগত্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তাঁর অভিজ্ঞতা বেশি আছে এবং তিনি জানেন যে তিনি কী বলছেন।
আমার স্মরণে আসে যে একটা সময় ছিল যখন আবু উবাইদা (আল্লাহ্‌ তাঁকে মুক্ত করুন) আমাকে একজন ভাইয়ের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেছিলেন এবং বলেছিলেন, “আমি এই ভাইকে একটা অভিযানে প্রেরণ করতে চাই, সে কী উপযুক্ত?” আমি বলেছিলাম তাঁকে যে “অর্থনৈতিক বিষয় সামলানোয় ভাইটি ভাল এবং নিরাপদে ভ্রমণও করতে পারেন। কিন্তু যদি কয়েকজন উপরে আমির হিসেবে আপনি তাঁকে ভাবেন তাহলে তিনি সম্ভবত ঠিক হবেন না। কারণ আমাদের সাথে উনি আফগান যুদ্ধে ছিলেন এবং কষ্টের সময়ে আমরা দেখেছি যে তিনি কীরকম অধৈর্য হয়ে যাচ্ছিলেন ও রেগে জাচ্ছিলেন।” সুতরাং ছোটো কোনো দলেরউপরে দায়িত্বশীল (আমীর) হওয়ার জন্য আপনার নির্দিষ্ট কিছু গুন থাকা বাধ্যতামূলক যার কিছু হল- ধৈর্যশীলতা, বিপদের সময়ে ধিরস্থির থাকা, এবং অল্প সময়ের মধ্যে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।
সুতরাং, যদি দলগতভাবে কাজ করেন তাহলে একটা ভালো নিবারণ বা সমাধানমূলক পরিকল্পনার সাথে সাথে আপনার সঙ্গী ভাইদের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধেও ভালো করে জেনে নেবেন এটা নির্ধারণ করার জন্য যে কোন ভাই কী কাজের জন্য উত্তম!

তৃতীয় নীতিঃ অমনোযোগিতা/অসাবধানতা এবং একগুঁয়েমি/বাড়াবাড়ির মধ্যবর্তিতা

আমরা এই সম্বন্ধে পূর্বেও আলোচনা করেছি। কোন শৈথিল্যও নয়, কোন বাড়াবাড়িও নয়। এবং এটা একটা ঐশী আকিদা যেটা আল্লাহ্‌ (সুবঃ) আমাদের মধ্যে চেয়েছেন। যেটা হল মধ্যবর্তি পন্থার একটি এবং সকল ক্ষেত্রে সংযমশীলতা।
তাই সতর্কতা ও সমস্যার অগ্রিম নিবারণের উপর জোর দিতে গিয়ে ‘অতিরিক্ত পরিণামদর্শী’ হয়ে সম্পূর্ণ কাজটাকেই পরিত্যাগ করা বা কর্মপরিধি হ্রাস করা অথবা কার্যকারণগুলোকে ভালোবেসে মস্তিষ্ক চঞ্চল করা বা ক্রোধান্বিত হওয়া কোনটাই

সমীচীন নয়। আমরা আল্লাহর দ্বীনের জন্য কাজ করছি। এর মানে এই নয় যে আমাদের অমনোযোগী বা অসতর্ক হওয়া উচিৎ।

এটা বৃহৎ নিয়ম যেটা আমি মেনে চলি তা হলঃ অপারেশন করার থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল ব্যক্তিগত নিরাপত্তা।এবং এটা আবু যুবাইদারও নিয়ম ছিল। যদি এমন কোন পদক্ষেপ থাকে যেটা আপনার নিরাপত্তাকে বিপন্ন করবে, তাহলে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সময় নেওয়া উচিৎ। মনে রাখবেন এই যুদ্ধ হল দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধ। আমাদের শত্রুরাও জানে যে আমরা খুব ধৈর্যশীল। গৃহের অভ্যন্তরে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অপেক্ষা করাও ইবাদত এবং সতর্কতা গ্রহণ করাও ইবাদত।
পুনরায় আমি উল্লেখ করতে চাই যে, যদি আপনি দল হিসেবে কাজ করতে চান, তাহলে আপনার আশেপাশের ভাইদেরকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করবেন না। তাঁদের প্রত্যেকের জন্য যতটুকু দরকার, ততটুকুই তাঁদেরকে জানান, তাঁর বেশিও নয়, কমও নয়। পূর্বে যেমন উল্লেখ করেছি যে **৯/১১** আক্রমণের সময়, **১৯** জন মুজাহিদের মধ্যে মাত্র চার জন জানত অপারেশনের প্রকৃতি সম্বন্ধে (তাঁরা ছিলেন পাইলট) এবং তাঁদেরকেও শুধুমাত্র প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হবার পরই পূর্ণ অপারেশন সম্বন্ধে জানানো হয়েছিল। এটাও নিরাপত্তার একটা দিক। যদি তাঁদের একজনও গ্রেপ্তার হন, তাঁর অপারেশন সম্বন্ধে তথ্য দেওয়ার মধ্য কিছু থাকবে না। লোন-উল্‌ফ সেল বা ছোটো ইউনিট গুলোর সদস্যদের মধ্যে এই তথ্য আদান-প্রদানের উপরেই একটা পূর্ণ অধ্যায় পরে কোন সময়ে আলোচনা করবো।

চতুর্থ নীতিঃ কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় ব্যক্তিদেরকেই তথ্য প্রদান

এটাও গুরুত্বপূর্ণ নিয়মগুলোর মধ্যে একটা নিয়ম, যেটা অনেক রকম সমস্যা সৃষ্টি হওয়া থেকে বাঁচিয়ে রাখেঃ তথ্য শুধুমাত্র তাদেরকেই দেওয়া উচিৎ যাঁদের সেই তথ্য জানা প্রয়োজন। যারা এই তথ্য ব্যবহার করবেন, তথ্যগুলো থেকে কিছু শিক্ষা গ্রহণ করবেন, তথ্যগুলো প্রেরণ করবেন বা তাঁদের কর্মে সেগুলো কাজে লাগাবেন শুধুমাত্র তাদেরকেই নির্দিষ্ট তথ্য প্রদান করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ, আপনার দলের একজন ভাই মিডিয়ার দায়িত্বে কাজ করেন, তাঁকে বাইরের অপারেশনে নিযুক্ত ভাইদের কাজের তথ্য দেওয়া উচিৎ নয়। আপনার মনে রাখা উচিৎ, একজন যত বেশি তথ্যবহুল, গোয়েন্দার নজরে তিনি তত বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যত বেশি তাঁর কাছে তথ্য থাকবে, তিনি তত বড় টার্গেট হবেন। সুতরাং, কম তথ্য জানা তুলনামূলকভাবে আপনাকে স্বল্প বিপদে ফেলবে, সম্পূর্ণ দল বা সেলকে নিরাপদে রাখবে।

৭০ জন ভাইয়ের একটা দল ছিল যারা সবাই গ্রেপ্তার হয়েছিলেন শুধুমাত্র একজন ভাইয়ের জন্য, যিনি দলের মিডিয়া বিভাগে কাজ করছিলেন। তিনি খুবই অনুসন্ধিৎসু ছিলেন এবং প্রত্যেক ভাইকেই জিজ্ঞেস করতেন সে কি করছে সেই সম্বন্ধে। কিন্তু পরিশেষে তিনি গ্রেপ্তার হন এবং তাঁর নিকটে থাকা সকল তথ্য প্রদানে বাধ্য হন। সবশেষে তাঁর জন্যই ৭০ জনের বাকি সকলকে গ্রেপ্তার হতে হয়। কিন্তু যদি ভাইটির কাছে শুধুমাত্র মিডিয়া বিভাগের তথ্য থাকতো, তাহলে এই দুর্দশা এড়ানো যেতে পারতো।

তাই নিয়ম হল, যার যতটুকু তথ্য জানা দরকার তাঁকে ততটুকুই তথ্য প্রদান করা (তাঁদের নিজেদের ব্যবহারের জন্য বা বিশেষ কারোর কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য)।

আর একটা জ্ঞানত ভ্রান্তি হল যে তাঁর সাথে কাজ করা ভাইদেরকে অনুপ্রাণিত/উৎসাহিত করতে এবং নিজ নিজ কাজে আরো দায়িত্বশীল করতে তাদেরকে অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করে থাকেন। এটা একটা বিরাট ভ্রান্তি। উদাহরণ স্বরূপ, আপনি ভাবলেন একজনের নৈতিকতাকে উন্নিত রাখতে অথবা তাঁকে আরও উৎসাহিত করতে বা আরও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ করতে তাঁকে অপারেশন সম্পর্কিত কোন তথ্য প্রদান করা উচিৎ যাতে সুসংবাদ জাতীয় কিছু একটা হয়। এটা একেবারে নিষিদ্ধ। এটা 'সাধারণ ত্রুটির' মধ্যে একটা যেটা কিছু কিছু ভাই করে থাকেন। অবশ্যই, ভাইদের নৈতিকতাকে উন্নিত করতে হবে এবং তাঁদেরকে কাজ সম্বন্ধে আত্মবিশ্বাসী করতে হবে, কিন্তু সেটা অপারেশনের নিরাপত্তাকে বিপন্ন করে নয়।

মনে রাখবেন, একজনকে তাঁর চারপাশে খুব সতর্ক প্রহরা রাখতে হবে। শাইখ আবু যুবাইদা (আল্লাহ্ তাঁকে মুক্ত করুন) যখন বাইরে কোন অপারেশনে লোক প্রেরণ করতেন অর্থাৎ পাকিস্তান বা আফগানিস্তানে, তখন তাঁদেরকে বলতেন তাঁদের চারপাশের বলয়টা শক্তপোক্ত করতে। এর অর্থ হল আপনাকে জানে এবং আপনার অপারেশন সম্বন্ধে জানে এমন লোকের সংখ্যা যতটা সম্ভব খুব স্বল্প মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা। আপনার চারপাশটা যত প্রশস্ত হবে তাতে কারোর সাথে আপনার যোগাযোগ প্রয়োজনেই হোক বা অপ্রয়োজনেই হোক না কেন আপনার অপারেশন বিপদগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনাও তত বেশি হবে। তাই উত্তম হল আপনার আগে যারা কাজ করতে গিয়ে ধরা পড়েছে তাঁদের সম্বন্ধে পড়াশোনা করা এবং তাঁদের এই সম্বন্ধীয় গলদ গুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা।

আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আছে, একজন হয়তো ভাবতে পারেন যে, "এই ভাইয়ের সাথে আমি কাজ করি, তাই এই ভাইকে যদি আমার অপারেশন সম্বন্ধে তথ্য না জানাই তাহলে তিনি হয়তো ভাববেন যে আমি তাঁকে বিশ্বাস করি না অথবা তিনি হয়তো ভাববেন আমি তাঁকে স্পাই/গোয়েন্দা ভাবি"। এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ব্যাখ্যা। শুধুমাত্র তাদেরকেই অপারেশন সম্বন্ধে জানান যাঁদের জানা দরকার। যদি আপনার

সাথে থাকা ঐ ভাইটির এই তথ্য জানা দরকার না থাকে, এটা যদি তাঁর কাছে কেবল একটা অতিরিক্ত তথ্য হয়ে থাকে, তাহলে সেটা নিজের কাছেই গোপন রাখুন। অন্যথায় এটাই আপনার অপারেশনকে বিপদগ্রস্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে এবং সেই ভাইয়েরও ক্ষতিসাধন করতে পারে।

আপনারও এও জেনে রাখা উচিৎ যে যদি কোন ভাই কারাগারে বন্দি হন, তিনি কোনোরকমেই মানসিক চাপ ও অত্যাচারের সামনে নিজেকে আয়ত্বে রাখতে পারবেন না এবং তিনি যা যা জানেন বলতে বাধ্য হবেন। কিছু ভাই হয়তো অত্যাচারের সামনে ১ ঘণ্টা, ২ ঘণ্টা, ১ দিন বা ২ দিন নিজেকে ঠিক রাখতে পারেন। কিন্তু শত্রুদের অত্যাচারেরও অনেক পদ্ধতি আছে, আল্লাহ্ যেন আমাদেরকে সে থেকে রক্ষা করেন। যেমন, আল-কাসাম ব্রিগেড হামাসের মিলিটারি শাখা। আল্লাহ্ তাদেরকে সুপথপ্রাপ্ত করুন। তাঁদের একটা নিয়ম আছেঃ যখন মুজাহিদিনদের কেউ জায়োনিস্টদের হাতে বন্দী হন, তাদের একটা তিন দিনের নিয়ম আছেঃ মুজাহিদদের ধৈর্য অবশ্যই ৩ দিন থাকা উচিৎ, তারপরে সে যা জানে বলে ফেলতে পারে। কেন? কারণ কাসাম ব্রিগেডের কেউ যদি ধরা পড়েন, সেই খবর খুব দ্রুত ছড়িয়ে দেওয়া হয়। তাঁরা জানেন যে তাদের স্থান পরিবর্তন ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য এখন হাতে ৩ দিন সময় আছে, যা করার তার মধ্যেই করতে হবে। তাই, ৩ দিন পর তাদের নিরাপত্তা নিয়ে আর চিন্তার কিছু থাকে না।

আর একটা উদাহরণ হল, হামযা আল-রাবি। তিনি বৈদেশিক অভিযানগুলোর একজন কম্যান্ডার ছিলেন। তিনি তখন কিছু পাকিস্তানি ভাইয়ের সাথে কাজ করছিলেন। একজন পাকিস্তানি ভাই গ্রেপ্তার হলেন এবং তারা তাঁকে গ্রেপ্তারের পর গাড়িতেই অত্যাচার করতে শুরু করে দিল। তারা তাঁকে বাধ্য করলো হামযা আল-রাবিকে কল করার জন্য একটা মিটিং সেট করার বাহানায়, যাতে তাঁকেও এরা ধরতে পারে। কিন্তু আল্লাহ্ তাঁকে রক্ষা করলেন। হামযা আল-রাবি মিটিং এর জন্য কিছু আগে পৌঁছে গেলেন এবং দূর থেকে মিটিং এর স্থানের দৃশ্য পর্যবেক্ষন করতে লাগলেন। তিনি সেখানে কিছু গাড়ির আগমণ করতে দেখলেন এবং বুঝতে পারলেন যে তাঁর এই যোগাযোগটা পাকিস্তানি গোয়েন্দার তত্ত্বাবধানে। তখন তিনি পলায়ন করতে সক্ষম হন। পরে হামযা সেই ভাইদের মধ্যে একজন ছিলেন যারা লন্ডন মেট্রো আক্রমণ করেছিলেন এবং যেটা ছিল ব্রিটেনের জন্য একটা কঠিন আঘাত। অন্য একটা অধ্যায়ে ইনশাআল্লাহ্ মিটিং এর নিরাপত্তা সম্পর্কিত বিষয়ে আলোচনা হবে।

সুতরাং এখানে শিক্ষা হল ইনফরমেশন বা তথ্য একজনের গ্রেপ্তার হওয়ার কারণ হতে পারে, যেটা একটা অপারেশন তথা সম্পূর্ণ সেলের জন্য সম্ভাব্য বিপদ। তাই যাঁদের দরকার তাঁদেরকে ছাড়া আর কাউকে তথ্য প্রদান করবেন না।

পঞ্চম নীতিঃ শুধুমাত্র যতটুকু তথ্য দরকার

এটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশিকাঃ যতটুকু প্রয়োজন শুধুমাত্র ততটুকু তথ্যই যেন আসে। আপনার যা জানা দরকার তার বেশি তথ্য আপনাকে দেওয়া উচিৎ নয় এবং নির্দিষ্ট সময়ের আগেও আমার পক্ষে আপনাকে তথ্য দেওয়া উচিৎ নয়।
আপনি যখন একটা অপারেশন পরিকল্পনার প্রারম্ভিক পর্যায়ে তখন তথ্যই হল একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যা আপনার নিকট আছে এবং শত্রুর হাত থেকে একে অবশ্যই রক্ষা করা উচিৎ। জেনে রাখুন শত্রু সব কিছু প্রচেষ্টা করছে মুসলিমদের তথ্য জানার জন্য, তাঁদের ক্ষমতা, তাঁদের সহায়-সাহায্যের উপকরণ জানার জন্য। আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা সেই তথ্য পেয়ে যায় মুসলিমদের নিরাপত্তা জনিত বিষয়ে সতর্কতা ও প্রস্তুতির অভাবে। সুতরাং নির্দিষ্ট সময়ের আগে কোন তথ্য প্রদান করবেন না, যাদেরকে নিয়ে কাজ করছেন তাঁদেরকেও বলবেন নাঃ "আপনি এভাবে অগ্রসর হওয়ার পরেও আমি বলবো এটা শেষ পর্যন্ত ধরে রাখুন" নির্দিষ্ট সময় না আসা পর্যন্ত তথ্য গোপন রাখুন এবং কখনও তাড়াহুড়ো করবেন না বা হঠকারী হবেন না।

এক্ষেত্রে মনে রাখবেন, আমাদের প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, যতগুলো যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন, তিনি কখনোও তাঁর সাহাবীদেরকে (রাঃ), অন্তিম মুহূর্ত না আসা পর্যন্ত, আগে থেকে বলতেন না যে তিনি ঠিক কোথায় রওয়ানা দিতে চলেছেন। তার কারণ এই ছিলনা যে তিনি সাহাবীদেরকে (রাঃ) বিশ্বাস করতেন না। আসলে এটা ছিল শত্রুর গুপ্তচরদেরকে কোন তথ্য জানতে না দেওয়ার জন্য সতর্কতা। এর একটাই ব্যাতিক্রম হলো তাবুকের যুদ্ধ। সেক্ষেত্রে তার একটা কারণও ছিল। সেটা হল আরব উপমহাদেশের সর্ব উত্তরে অবস্থিত ছিল তাবুক, তাই শামের নির্গমনপথে তাঁর সেনাবাহিনীকে যেন প্রস্তুত অবস্থায় পাওয়া যায় এই দীর্ঘ সফরের জন্য।এই ব্যাপারটা আজও উপজাতীয় গোত্রের সাথে যুক্ত মানুষদের মধ্যে বেশ প্রচলিত আছে। এরা খুব বেশি কথা বলে, তাই তথ্যও খুব দ্রুত প্রচারিত হয়ে যায়। যেমন-আফগান উপজাতি। এঁদের তথ্যগুলো দ্রুত সকলের জানা হয়ে যায়।

একটা সাম্প্রতিক কালের উদাহরণ দিইঃ ১৯৭৩ সালে ইজিপ্ট ও ইজরায়েলের মধ্যে যুদ্ধের সময় ইজিপ্টিয়ানরা একটা দারুন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। অনেক বৎসর আগে তারা তাঁদের ট্রেনিং এর অংশ হিসেবে তাদের সীমান্তবর্তী এলাকায় বৃহত্তর পর্যায়ের

মিলিটারি ক্রিয়াকলাপের আয়োজন করতো। এবং তারা এটা প্রত্যেক বৎসর একটা নির্দিষ্ট সময়েই করতো। একটা সময় ইজরায়েল যখন এটাকে তাদের রুটিন ট্রেনিং হিসেবে ভাবতে প্রায় অভ্যস্তই হয়ে গিয়েছিল, যতদিন না ১৯৭৩ সালে তারা ইজরায়েলের বিরুদ্ধে আঘাত হানলো। সুতরাং শত্রুপক্ষ অবাক হয়ে গেল এবং প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হল (যতদিন না পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করলো ও ইজরায়েলকে বাঁচালো)।

সুতরাং এখানে তাঁদের ফলপ্রসূ হওয়ার কারণ ছিল শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁদের তথ্যের গোপনীয়তা। এমনকি ইজিপ্টিয়ান এয়ার ফোর্সের কম্যান্ডাররা পর্যন্ত জানতেন না যতক্ষণ না পর্যন্ত তাঁদেরকে ডেকে এনে বলা হয় যে এবার অপারেশন ইজরায়েলকে টার্গেট করা।
সুতরাং তথ্যের একটা স্বর্ণালি নিয়ম হলঃ নির্দিষ্ট সময়েই তথ্য প্রদান করা উচিৎ, যতই এর গোপনীয়তার স্থায়িত্বকাল সাময়িক হোক না কেন। আরও কিছু কিছু তথ্য আছে

যেগুলো বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আলোচনাই করা উচিৎ নয়ঃ-

অপারেশন শুরুর আগে এবং অপারেশনের পরে পরেই-
এই বৈশিষ্ট্যের কারনেই অনেক অপারেশন ব্যর্থ হয়েছে, যেটা হল অপারেশন শুরু হবার আগে আগেই অপারেশন সম্বন্ধে বলা এবং অপারেশন শেষ হবার অব্যবহিত পরেই সেই নিয়ে আলোচনা করা।
২০০০ সালে জর্ডানের ক্রুসেডারদের লক্ষ্য করে জর্ডানেই একটা অভিযান পরিকল্পনা করা হয়েছিল 'সহস্রাব্দের অপারেশন' (Millennium Operation) নামে। সেখানে ভূলটা ছিল যে পাকিস্তানে আবু যুবাইদার সাথে জর্ডানের ভাইদের যোগাযোগ এবং ম্যাসেজটা ছিল "কাজ শুরু করো"। যোগাযোগ রুদ্ধ করা হল এবং ভাইয়েরা কারাবন্দি হলেন। এটা অবশ্য জর্ডানের অফিসিয়াল উক্তি, কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি না যে আবু যুবাইদা তাঁদের সাথে কথা বলে ছিলেন এবং এত স্পষ্টভাবে কাজ শুরু করার জন্য বলেছিলেন। আমার যুক্তি বলে যে ভাইয়েরাই হয়তোবা কিছু ভূল করেছিলেন যার জন্য তাঁদেরকে গ্রেপ্তার হতে হল, আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন। সেই ভাইয়েরা সম্ভবত নজরদারির মধ্যে ছিলেন কারণ তাঁরা যেহেতু আগে আফগানিস্তানে ছিলেন, তারপর আফগানিস্তান থেকে পাকিস্তান, সেখান থেকে জর্ডান। তাই আমি নিশ্চিত যে তাঁদেরকে জর্ডানের গোয়েন্দারা নজরদারিতে রেখেছিল।

একইরকম ব্যর্থ অভিযান হয়েছিল রিয়াদে (কেএসএ)। কিছু ভাই পেশোয়ারের অন্য ভাইদের সাথে যোগাযোগ করলেন এবং অবরুদ্ধ হলেন। যার ফলে তাঁদেরকে অ্যারেস্ট হতে হল এবং তাঁরা নিহত হলেন (আল্লাহ্ তাঁদেরকে কবুল করুন)।
সুতরাং এখানে নিয়মটা হলঃ অপারেশন শুরুর আগে অপর কারোর সাথে কোন যোগাযোগ নয়। ইউনিটের প্রত্যেকের মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা উচিৎ, এমনকি অপারেশন শেষ হওয়ার পরেও কোন যোগাযোগ নয়। কেন? কারণ ঠিক ঐ সময়েই দেশের গোয়েন্দা দপ্তর সব থেকে বেশি সক্রিয় হয়। তারা তখন যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয়ে অনুসন্ধান চালাবে আপনাকে গ্রেপ্তার করার জন্য। তারা তাদের নজরদারির লিস্টে থাকা সকলকে অনুসরণ করতে শুরু করবে। ইত্যাদি।

সুতরাং একটা দ্রুত সংক্ষিপ্তসার দেখে নেওয়া যাক সঠিক সময়ে তথ্য প্রদানের উপকারিতা সমন্ধেঃ-

- ✓ এটা অপারেশনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করে।
- ✓ কাজের ধারাবাহিকতার নিশ্চয়তা প্রদান করে।
- ✓ ভাইদেরকে নির্দিষ্ট সময়ের আগে তথ্য জানা রোধ করে ফলে তাঁকে অ্যারেস্ট হওয়া থেকে মুক্ত রাখে এবং তাঁর সাথে জড়িত নয় এমন কোন বিষয় নিয়ে বেশি উদ্বিগ্ন হওয়ার ব্যাপারে প্রতিরক্ষা প্রদান করে।
- ✓ এটা আপনাকে অতর্কিতে আক্রমণের উপাদান প্রদান করে এবং এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান সময়ে, অর্ধেক বিজয় হয়ে যায় অতর্কিত আকস্মিক আক্রমণের উপাদানে।

ষষ্ঠ নীতিঃ একটা ভূল আরও একটা ভূলের দিকে নিয়ে যায়।

এখানে নীতিটা হল যে আপনার দ্বারা সংঘটিত একটা ভূল আপনাকে পুনরায় আর একটা ভূলের দিকে নিয়ে যায়। এরকমও অনেক ঘটনা আছে একটা ভূলই প্রথম ও শেষ। যেমন ধরুন, আপনি বিস্ফোরক নিয়ে কাজ করছেন। সেখানে একটা ভূলেই আপনি আপনার হাত বা জীবনটাকেই হারিয়ে দিতে পারেন। সুতরাং সেইসব বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে যা আপনাকে নিজেকে, ভাইদেরকে, আপনার ইউনিট তথা পুরো অপারেশনকে বিপদগ্রস্থ করতে পারে।
উদাহরণ স্বরূপ, যদি আপনি এমন একজনকে জানেন যার ধূর্ততার ইতিহাস আছে। সে আগে শত্রুর সাথে কাজ করেছে। কিন্তু এখন বলছে যে সে তাওবাহ করেছে, অনুতপ্ত এবং আপনার সাথে কাজ করতে চায়। এখানে কোনও সন্দেহ নেই যে যদি আপনি তাকে বিশ্বাস করেন তাহলে পরে নিজেই নিজেকে দোষারোপ করবেন। কেন? কারণ একবার যে স্বজাতি ত্যাগ করতে পারে, সে দ্বিতীয়বার একইরকম করতেই

পারে।যদি সে অনুতপ্ত হয়, তাওবাহ করে, আমরা তাঁকে বলতে পারি যে "ঠিক আছে, আপনি মসজিদে যান, আপনার রবের সাথে বেশিক্ষণ সময় অতিবাহিত করুন প্রার্থনার মাধ্যমে, যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনি স্বস্তি অনুভব করছেন", কিন্তু কাজের মধ্যে তাঁকে নিযুক্ত করা প্রশ্নাতীত।

প্যালেস্টাইনে এরকম একটা ঘটনা ঘটেছিল। হাফিয মুস্তাফা বা মুস্তাফা হাফিয বা এই নামের একজন মিলিটারি কম্যান্ডার ছিলেন যিনি ইজরায়েলের বিরুদ্ধে গাজাতে ১৯৭০ এর শহীদি অপারেশনগুলোর দায়িত্বে ছিলেন।তাঁর একটা চিন্তাধারা ছিল যে প্যালেস্টাইনের ক্রিমিনালদেরকে বন্দি করে তাদেরকে বলা যে তারা মুক্তি পেতে পারে যদি আত্মঘাতী অপারেশন করে অথবা জিহাদী ক্রিয়াকলাপে যুক্ত হয়। এটা তাঁর ক্ষেত্রে ভালই কাজ দিয়েছিল যেহেতু তাদের অনেকেই সত্যবাদি ছিল। কিন্তু তাঁদের একজন যখন ইজরায়েলে বন্দি হল তখন তারা তার ইতিহাস অনুসন্ধান করলো। তারা বুঝল যে এরকম লোকেরা জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য যে কোনও রকমের কাজ করতে প্রস্তুত। তারা তখন তাকে একটা প্রস্তাব দিলঃ হাফিজ মুস্তাফার অফিসে আইইডি স্থাপন করার পরিবর্তে মুক্তি। সে তাই-ই করলো এবং মুস্তাফা হাফিয এভাবে মৃত্যু বরণ করলেন। বন্দিটিও মারাত্মক আহত হয়েছিল। সুতরাং এখানে কোন সন্দেহ নেই যে কিছু মানুষ এমন আছে যাঁদের হৃদয়ের কালিমা চিরকাল থেকে যায়।এই ধরনের স্পাইদের জন্য মনে রাখবেন, এরা শত্রু অপেক্ষা অধিক ক্ষতিকারক। কারণ একজন ব্যক্তিই একটা সমগ্র অভিযানকে স্তব্ধ করে দিতে পারে, এমনকি একটা সম্পূর্ণ সেলকেও। আল্লাহ্ যেন আমাদেরকে এর থেকে রক্ষা করেন।

সপ্তম নীতিঃ নিজের রুটিনে বন্দি হবেন না।

বেশিরভাগ মানুষের জীবনেই একটা নির্দিষ্ট রুটিন আছে। কিছু কিছু জিনিস সবসময় করে, পোশাক পরিধান করার সময়, খাবার সময়, যেভাবে তারা বেড়াতে যায়, এক জায়গা থেকে অন্যত্র যাতায়াত করে, এমনকি ঘুমানো, কথা বলা ও কথোপকথনের পদ্ধতি ইত্যাদি। বেশিরভাগের জন্যই এগুলো ঠিক আছে। কিন্তু একজন মুজাহিদের ক্ষেত্রে, আল্লাহর ওয়াস্তে এসব থেকে মুক্ত হওয়া দরকার। যেমন কেউ আছেন সর্বদা একই ক্যাফেতে যান, একই পথে যাতায়াত করেন, একই রেস্টুরেন্টে যান, সবসময় একই রকম পরিবহন ব্যবস্থা ব্যবহার করেন, ইত্যাদি।
জানেন! শাইখ আব্দুল্লাহ আয্যাম (আল্লাহ্ তাঁকে রহম করুন) কীভাবে মৃত্যুবরণ করেছিলেন? আল্লাহর শত্রুরা তাঁর যাতায়াত সম্বন্ধে অনুসন্ধান করল, এবং বুঝতে পারল যে 'ক' স্থান থেকে 'খ' স্থানে যাবার জন্য তিনি একই পথ ব্যবহার করেন। এইভাবে তারা শাইখের যাতায়াতের পথে আইইডি সেট করে রাখে তাঁকে হত্যা

করতে সফল হল। তাই, মুজাহিদদের অবশ্যই উচিৎ তাঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নিজ রুটিনে পরিবর্তন আনা।

সৌদি আরবের এক ভাই ছিলেন যিনি ভাতের সাথে একটা স্পেশাল গোস্তের ডিশ পছন্দ করতেন। এখানে আপনার মনে রাখা উচিৎ গোয়েন্দারা তাঁদের সন্দেহের তালিকাভুক্ত সকলের সম্বন্ধে একটা করে স্পেশাল ফাইল তৈরি করে রাখে, যেখানে তারা সে সন্দেহের ব্যক্তির সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য লিপিবদ্ধ করে রাখে। যদি কোন ভাই বিশেষ কোন খাবার পছন্দ করেন সেটাও তাদের কাছে লিপিবদ্ধ থাকে। তারা এটাও জানত যে পুরো শহরে শুধুমাত্র এই ৩/৪ টি রেস্টুরেন্টেই এই স্পেশাল ডিশটি পাওয়া যায়। তাই সেইসব রেস্টুরেন্টে নজরদারি বসালো। ভাইটির কোন ছবিও তাদের কাছে ছিল না, কিন্তু তবুও একটা ছোট্ট রুটিন তথ্যের জন্য ভাইটিকে কীভাবে একটা রেস্টুরেন্ট থেকে অ্যারেস্ট করতে সক্ষম হল।

আফগানিস্তানের একজন মুজাহিদ 'চা' খেতে খুব পছন্দ করতেন। তিনি চা না খেয়ে থাকতে পারতেন না। তিনি যখন বন্দি হলেন, তাঁকে তখন শুধু চা দেওয়া থেকে বঞ্চিত রেখেছিল এবং তাঁর নিকট থেকে সহজেই তথ্য পেতে শুরু করেছিল।

ইজরায়েলের মোসাদের কাছে সমস্ত আরব শাসকদের সম্বন্ধে পৃথক [পৃথক স্পেশাল ফাইল আছেঃ তাদের রোগ, রুটিন, চলাফেরা সবকিছু। এরকম কেন?কারণযদি ভবিষ্যতে কখনও প্রয়োজন পড়ে এগুলো তারা তাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যবহার করতে পারবে।

ইউরোপে এক ভাই বন্দি হয়েছিলেন, আমরা তখন আফগানিস্তানে ছিলাম। তারা তাঁকে শাইখ আবু খাব্বাব আল-মিশরী (আল্লাহ্ তাঁকে কবুল করুন) সম্বন্ধে, যিনি তখন আমাদের বিস্ফোরক শিক্ষক ছিলেন, অহেতুক ধরনের প্রশ্ন করতে শুরু করলো। যেমন তিনি কী ধরনের খাদ্য পছন্দ করেন? এবং কিছু ব্যক্তিগত প্রশ্ন... কেন? তাঁর সম্বন্ধে তথ্য জানার জন্য যেগুলো পরে প্রয়োজনে তারা কাজে লাগাতে পারে। তারা দুর্বল দিকগুলো খোঁজার চেষ্টা করে।

কিছু স্পাই যাদেরকে আল-কায়েদা পাকড়াও করেছিল তারা বলেছিল যে তাদেরকে পার্থিব ভোগবিলাসের পরিবর্তে সিআইএ রিক্রুট করেছিল তাদের অনেকেরই নারীদের প্রতি দুর্বলতা ছিল। ইজরায়েলি মোসাদ তাদের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য নারী, অ্যালকোহল এবং অর্থকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করে। প্যালেস্টানিয়ানদের মধ্যে দরিদ্রতাও একটা কারণ কিছু মানুষের মোসাদ গ্রুপে যুক্ত হওয়ার জন্য। সুতরাং আল্লাহর রাস্তায় কাজ করা ভাইয়েদের বোঝা উচিৎ - রুটিন বা নিয়মানুবর্তিতা তাঁর একটা শত্রু। যেমন একই রকমের পোশাক পরিধান করা, একই রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করা, একই ধরনের পরিবহন ব্যবস্থা ব্যবহার করা, ইত্যাদি। তাই একজনের উচিৎ

এগুলো পরিবর্তন করা কখনও ট্যাক্সি ব্যবহার করা, কখনও বাস ব্যবহার করা, কখনও বা মেট্রো ব্যবহার করা ইত্যাদি।
আর একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিসঃ একজনকে সাধারণ জীবনযাপন করা উচিৎ। নিজেকে বিশেষ লাইফস্টাইলে তৈরি করার কোনও দরকার নেই। আপনার জেনে রাখা ভালো যে যেমন পাকিস্তানি আইএসআই, পেশোয়ারে, তারা সন্দেহযুক্ত বাড়িঘরগুলোর আবর্জনা পর্যবেক্ষণ করত এই উদ্দেশ্যে যে পাছে এখানে কোন আরবীয় খাবারের উচ্ছিষ্ট পাওয়া যায় অর্থাৎ আরবীয় ব্যক্তির উপস্থিতি জানার জন্য। এইভাবে তারা কয়েকজনকে গ্রেপ্তারও করেছিল। একই কথা প্রযোজ্য আমেরিকান সিআইএ-এর জন্যও। তারা খোস্তে পাস্তুর জাতীয় খাদ্য আবর্জনা থেকে খুঁজে তাঁদেরকে গ্রেপ্তার করেছিল।

আমার ক্ষেত্রে এক ধরনের ঘটনা ঘটেছিল আমি তখন ছিলাম আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলীয় জোটের তত্ত্বাবধানে থাকা জায়গাগুলোতে ছিলাম। আমি 'গ্রীন টি' খেতেই পারতাম না। আমি সেখানে একটা বিশেষ মিশনে গিয়েছিলাম একটা গৃহে অবস্থান করছিলাম। সেখানে আমাকে একজন আরবীয় হিসেবে সন্দেহ করলো আমি কাশ্মীরি ছদ্মবেশে ছিলাম। সে দেখল যে আমি 'গ্রীন টি' খাচ্ছি না। তাই আমাকে সন্দেহ করলো। সে তখন আরবিতে কিছু বাক্য বলে যাচাই করতে লাগলো যে আমার চোখ তার ঈশারায় সম্মোহিত হচ্ছে কিনা। কিন্তু আমি তেমন কিছুই করলাম না। পরে আমি এক ভাইয়ের সাথে কাশ্মীরিতে কথোপকথন শুরু করে দিলাম যতক্ষণ না পর্যন্ত ঐ লোকটি প্রায় বিশ্বাসই করে ফেললো যে আমি আরবীয় নই। যেহেতু আমি বেশি কাশ্মীরি ভাষা জানতাম না, আমি তখন আমার কল্পনা থেকেও এলোমেলোভাবে বাক্য বলা শুরু করলাম। যখন আমি এই সম্বন্ধে ভাবি, আমার মনে হয় যে তখন আমার উচিৎ ছিল 'গ্রীন টি' পান করা এবং নিজেকে বাধ্য করা যেভাবে সেখানকার সাধারণেরা করে থাকে। [অবশ্যই এটা একাকী মুজাহিদদের ক্ষেত্রে নয় যারা সেখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্বন্ধে জ্ঞাত এবং তাঁদের চারপাশের রীতিনীতি সমন্ধেও সুপরিচিত]সুতরাং, এখানেই আমরা শেষ করছি সাধারণ নিরাপত্তাজনিত সতর্কতার বিষয়গুলো সম্বন্ধে যেগুলোর কিছু মূল নীতি আছে যা স্থান, কাল, পাত্র ভেদেও পরিবর্তন হয়না। প্রত্যেক ভাই যারা গোপন অপারেশনে নিয়ুক্ত আছেন বা লোন-উলফ আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন তাঁদের সকলের এই নীতিগুলো অনুসরণ করা উচিৎ।

তৃতীয় অধ্যায়
বাস্তুদেশ নিরাপত্তা ও সেলের (ইউনিটের) নিরাপত্তা

বাস্তুদেশ নিরাপত্তা (Homeland Security) বলতে বোঝায়একটি দেশের দেশীয় ও বৈদেশিক সর্বস্তরে আগ্রহের ব্যাপারে নিরাপত্তা। প্রকৃতপক্ষে, এর দেশ ভেদে অর্থও পরিবর্তিত হয়। কিছু কিছু দেশ যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, এদের বাস্তুদেশ নিরাপত্তার ব্যাপারটা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে। কারণ এদের আগ্রহ বা স্বার্থ সারা বিশ্বকে নিয়েই। যখনই বিশ্বের কোথাও তাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় তখন এরা কী করে? যুদ্ধের ঘোষণা দেয়!

আপনার বোঝা উচিৎ যে আমেরিকার সমস্ত যুদ্ধেই তাদের বাস্তু নিরাপত্তার সংরক্ষণের উদ্দেশ্যটা Unique তুলনাহীন। এই কারনেই এরা নিউক্লিয়ার যুদ্ধের জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করছে সেনাবাহিনীর উপর। এদের সমগ্র সামরিক তত্ত্বও এর উপরেই ভিত্তিশীল (উদা- আফগানিস্তান ও ইরাকে একসাথে দুটো যুদ্ধ পরিচালনার খরচ যোগান)।

এই জন্যই আমরা বলিঃ উগ্রপন্থাকে উগ্রপন্থা দ্বারাই দমন করা সম্ভব।[কল্পনা করুন শত্রুর দুর্দশাগ্রস্থতাকে যখন তারা দেখে যে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করার পরেও তাদের ভূমিকে নিশানা করা হচ্ছে এবং তারা নিজ আবাসস্থলের সম্পূর্ণ নিরাপত্তা দিতে পারে না]! এই ত্বগুতরা এবং তার সহযোগীরা আমাদেরকে কোনরূপ বাঁধা প্রতিবন্ধকতা ছাড়া ভেড়া-ছাগলের মত করে পরিচালনা করতে চায়। তারা এটাও কামনা করে যে এই পুরো পদ্ধতির প্রায়োগিক ক্ষেত্রে আমরা যেন হাসিমুখে থেকে সাদরে গ্রহণ করি। এই ত্বগুতরা কুরআনের আয়াতসমূহকে ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সকল হাদিসকে তাচ্ছিল্য করে উড়িয়ে দেয়। তারা কি অন্ততপক্ষে হিটলারের কথাটা কি শুনবে যে বলেছিল যে, উগ্রবাদকে একমাত্র উগ্রবাদ দিয়েই দমন করা যাবে? যে আরো বলেছে, “মতাদর্শ একা পৃথকভাবে টেরোরিজম্‌কে ধ্বংস করতে পারবে না। মতাদর্শ নয়, কাউন্টার-টেরোরিজম্‌ দ্বারাই টেরোরিজম্‌কে পরাজিত করতে পারা যায়”।

একটা দেশের বাস্তু নিরাপত্তাসাধারণত বিশেষ মন্ত্রী পরিষদ দ্বারা নির্ধারিত হয়ঃ রাষ্ট্রপতি পরিষদ, সামরিক পরিষদ, অর্থনৈতিক পরিষদ এবং আভ্যন্তরীণ মন্ত্রী পরিষদ। মিডিয়াও একটা দারুন অবদান রাখে। তারা সকলে বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ করে থাকে।

এখন সংক্ষেপে দেশের নিরাপত্তা পরিষেবাগুলি সম্বন্ধে জেনে নেওয়া যাক।

সেনাবাহিনীঃ
এটাই দেশের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা পরিষেবা। এর দায়িত্ব হল বৈদেশিক আক্রমণ থেকে দেশকে নিরাপত্তা প্রদান করা। প্রথম শ্রেনীর দেশগুলোতে সেনাবাহিনী এই দায়িত্ব পালন করে থাকে। কিন্তু আমাদের তৃগুতি আরব ভূমির সেনাবাহিনী নিজের দেশের মানুষের বিরুদ্ধে অবস্থান করে তাদের প্রতিষ্ঠিত সম্রাজ্য রক্ষা করে মাত্র।

পুলিশঃ
এক্ষেত্রেও একই নীতি প্রযোজ্য। বর্তমানের উন্নত দেশগুলোতে তাদের সমাজকে যে কোনও ধরনের ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য পুলিশ কাজ করে। কিন্তু আরব দেশগুলোতে, পুলিশরা শাসকদের স্বার্থ রক্ষার্থে কাজ করে।

ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি বা গোয়েন্দা দপ্তর সমূহঃ
এক্ষেত্রে সামরিক ও জাতীয়ভাবে পৃথক পৃথক গোয়েন্দা বিভাগ থাকে। সামরিক বা মিলিটারি বিভাগের গোয়েন্দা বা গুপ্তচররা সামরিক গোপন নথিপত্র সংরক্ষিত রাখার ব্যপারে বিশেষজ্ঞ এবং তারা শত্রুপক্ষ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে। আর জাতীয় গুপ্তচর সংস্থা যুক্ত থাকে দেশের বিভিন্ন মন্ত্রী পরিষদের আভ্যন্তরীণ ব্যপারে, দেশের আভ্যন্তরীণ বিপদ থেকে দেশকে রক্ষা করার কাজ করে।

ইন্টেলিজেন্স বা গোয়েন্দা দপ্তর বিদেশে কীভাবে তথ্য সংগ্রহ করে?
আপনার জানা উচিৎ, গুপ্তচরদের সবসময় একটা সেন্টার বা কেন্দ্রের প্রয়োজন হয়, একটা নির্দিষ্ট কেন্দ্রস্থল যেটা তারা ভিত্তি বা মূল ভূমি আকারে ব্যবহার করে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে, দূতাবাসগুলোই সর্বোত্তম ভিত্তিস্থল হয়ে থাকে এবং দেশও (home country) দূতাবাসের ভিতরে খোঁজের জন্য আসে না। আর কূটনীতিকরাও আদর্শ গোয়েন্দা অফিসারদের তৈরি করে।
এদের আর একটা ভিত্তি হল মিডিয়া প্রতিষ্ঠাপন ও নিগমসমূহ। আপনার জানা উচিৎ যে ব্রিটিশ গুপ্তচর সংস্থার বিশ্বব্যাপী গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক হল বিবিসি (BBC)। তারা নিজেরাই বলে "আমরাই আফগানিস্তানকে অবনত করেছিলাম"। সেটা কীভাবে? যখন আমরা কান্দাহারে অবস্থান করছিলাম আমেরিকার অনুপ্রবেশের সময়ে, আমরা বিবিসির নিউজ শুনেছিলাম। তারা বলছিল "জোট শক্তিরা কান্দাহারে প্রবেশ করে কান্দাহারকে আয়ত্বে নিয়ে চলে এসেছে"। তারা এটা বলছিল যখন আমরা ছিলাম কান্দাহারের ভিতরে এবং সবকিছুই আমাদের নিয়ন্ত্রনে ছিল।

ভেবে দেখুন এর প্রভাবটা কেমন হয়ে থাকতে পারে সেই সময়ের মাজার-ই-শরিফ বা বল্খ বা যাখাত এর তালিবান যোদ্ধা ও কম্যান্ডারদের উপর? উত্তরের যুক্ত অংশে! যদি কেউ খবরটা শোনেন তিনি নিজেকেই বলবেনঃ "আমিরুল মুমিনিনের রাজধানী, কান্দাহার, হাতছাড়া হয়ে গেল, আমরা আর কী করে কিছু করবো?" আর সেটা তাঁদেরকে নিরুৎসাহিতও করেছিল। এটাও কিন্তু তালিবানদের বিপর্যয়ের কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল। তাই জেনে রাখুন, বিবিসি হল ইসলাম ও মুসলিমদের একটা শত্রু।

তারা সবসময় মিডিয়া ও সাংবাদিকতাকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে। যে সাংবাদিকটা আলকায়েদার হাতে ওয়াযিরিস্তানে পাকড়াও হয়েছিলো সে বলছিল যে সে নাকি উপজাতীয় এলাকার কুর'আন শিক্ষার স্কুল নিয়ে একটা রিপোর্ট করতে চায়। পরে জানা যায় যে, সে ছিল একজন ইহুদী গোয়েন্দা এবং খালিদ শেখ মুহাম্মদকে খুঁজছিল, তারপর তাকে হত্যা করা হয়।

তৃতীয়ত, তারা গোয়েন্দাগিরির ঢাল হিসেবে বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রোজেক্টকে ব্যবহার করে। তারা বলবে যে তারা দরিদ্র ইসলামিক দেশে গিয়ে হসপিটাল, স্কুল ইত্যাদিতে কাজ করবেন। কিন্তু বাস্তবে তাদের এসব কিছুই হল তথ্য আদায়ের কৌশল। এরকমও হতে পারে যে সেই সংগঠনের প্রধান ব্যক্তিটি খুব ভদ্র এবং সত্যিই ভাল করতে ইচ্ছুক, কিন্তু আপনি নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন যে তার দলের কিছু কর্মী অবশ্যই গোয়েন্দা দপ্তরের।

এখন এই ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিগুলো কীভাবে গোয়েন্দা নিযুক্ত করে? আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা যা বলতে পারি তা হলঃ

কিছু রাজনৈতিক বন্দীকে তারা এই শর্তে মুক্ত করে যে তারা যেন তাদেরই পার্টী বা দলে যোগদান করে তাদের সম্বন্ধে গোয়েন্দা দপ্তরকে যাবতীয় তথ্য প্রদান করে। যেটা সিআইএ করতে চেয়েছিল সামি হজ মানসুরকে। গুয়ান্তানামোতে তিনি ছিলেন আল-জাজিরার সাংবাদিক। তাঁকে সিআইএ মুক্তির অফার দিয়েছিল এই মর্মে যে তিনি আল-জাজিরাতে প্রত্যাবর্তন করে তাঁদেরকে সমস্ত তথ্য প্রদান করে যাবেন। যাইহোক, সামি হজ মনসুর একজন ধর্মপ্রাণ মানুষ ছিলেন এবং বুঝেছিলেন যে যদি তিনি এটা করেন তাহলে তো তিনি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবেন। তাই তিনি অস্বীকার করলেন। পরে অবশ্য আল-জাজিরা সম্বন্ধে সব তথ্য দিয়ে দিয়েছিলেন। তারা তাঁকে বলল যে তাঁকে নাকি সাংবাদিকতার জগতে স্টার বানিয়ে দেবে। এবং মিডিয়ার এটাই বাস্তবতা ভাইয়েরা আমার। তারা যে কাউকে মিডিয়ার স্টার বানিয়ে দিতে পারে। সেইসব আরব নেতাদেরকেও তো দেখেছেন! যদি তাঁদেরকে মিডিয়া যথেষ্ট পরিমানে শক্তি ও সাহায্য প্রদান না করতো তবে তাঁদের কোনও মূল্য থাকতো না। একই যুক্তি প্রযোজ্য সেইসব

প্রাসাদের দরবারি আলেমদের জন্যও। তাদেরকে নিয়েও কেউ মাথা ব্যাথা করতো না যদি মিডিয়া না থাকতো।

মুসলিম দেশে যারা গোয়েন্দা হতে পারে তাঁর মধ্যে ট্যাক্সি ড্রাইভারও আছে। আমি একদা পাকিস্তানে ছিলাম। যাবার পথে ট্যাক্সিকে আমি একটা হোটেলে যেতে বললাম। ট্যাক্সি ড্রাইভার বললো "কোন হোটেলে যাবেন, যেখানে পাসপোর্ট লাগে না, নাকি পাসপোর্ট লাগে এমন হোটেলে?" ব্যাপারটা ভেবে দেখুন। সে আমাকে ফাঁদে ফেলে পরিচয় জানতে চাইছিল। আমি যদি বলতাম যে "দয়া করে পাসপোর্ট লাগে না এমন হোটেলে নিয়ে চলুন" তখন সে বুঝে ফেলতো যে আমি একজন মুজাহিদ বা আরবীয় বা অবৈধভাবে পাকিস্তানে অবস্থিত কেউ একজন। তখন যদিও আমি পাসপোর্ট লাগে না এমন হোটেল পছন্দ করেছিলাম (যেহেতু আমার পাসপোর্ট ছিল না) তবুও আমি পাসপোর্ট যুক্ত হোটেলে যাবার কথাই বলেছিলাম যাতে সে বিশ্বাস করে যে আমার গোপনের কিছু নেই।
যে কেউ গুপ্তচর হতে পারে, এমনকি আপনার শিক্ষকও! সিরিয়ার জিহাদের সময়, সিরিয়াতে একজন শিক্ষক তার ছাত্রদের জিজ্ঞেস করতো হাফেজ আল-আসাদ সম্বন্ধে। ছাত্ররা কথার মাধ্যমে জানিয়ে দিত তাঁরা এই বিষয়ে বাড়ি থেকে শুনেছে। এইভাবে ছাত্রগুলোর পিতামাতা ধরা পড়ে ছিল।

কাউকে নিয়োগ করা এবং ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে সতর্কতা

যদি আপনি ব্যক্তিগত জিহাদ তথা লোন-উল্‌ফ হয়ে কর্ম পরিচালনা না করেন তাহলে আপনি হয়তো এমন পরিস্থিতির মধ্যে অবস্থিত যেখানে আপনি ও আপনার বিশ্বস্তভাইদের নতুন সদস্য নিয়োগ প্রয়োজন অথবা আপনি এমন কারোর সামনে অবস্থানরত যে আপনার ইউনিটে যোগদান করতে চায় ও আপনার সাথে কাজ করতে চায়। সেক্ষেত্রে কিছু সাধারণ স্মর্তব্যঃ

- যে ভাই (বা ভাইয়েরা) যুক্ত হতে চান, তাঁদের সম্বন্ধে আপনার ভালোভাবে অবগত হওয়া উচিৎ। তাঁদের ইতিহাস, শৈশব, অতীত, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা, বর্তমান চাকরি, আগের চাকরি, রাজনৈতিক যোগাযোগ ইত্যাদি অর্থাৎ তাঁদের সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অবগত হওয়া উচিৎ। আপনাকে হয়তো তার প্রতিটার ডিটেলস্ অনুসন্ধান করার প্রয়োজন পড়বে না কিন্তু আপনার কমপক্ষে এতটুকু তো জানতেই হবে যে আপনার সামনে যে আছে সে নিজের সম্বন্ধে যা বলছে তাতে কোন অসঙ্গতি আছে কিনা।

- যে কোন ভাই (আপনি নিজে সহ) যারা লোন-উল্‌ফ অথবা ক্ষুদ্র ইউনিটে কাজ করতে চায় তাঁদের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য থাকা উচিৎ।

- আপনার নিশ্চিত করা উচিৎ যে শুধুমাত্র ধার্মিক বিষয়ে যেন দেখাশোনা না করা হয়। যিনি গোপন অপারেশনে কাজ করবেন তাঁকে সাধারণ জনগণের ব্যাপারটা মাথায় রাখতে হবে। আপনার জন্যও উত্তম হবে যদি আপনি দাড়ি রাখা, কামিজ পরা, মিসওয়াক ব্যবহার করা এবং নিজের সঙ্গে জিকিরের ছোট বই রাখা পরিহার করে চলেন। তাছাড়া আপনার নিয়মিতভাবে মসজিদ, ইসলামিক প্রতিষ্ঠান বা লাইব্রেরী ইত্যাদি জায়গায় গমন করাও উচিৎ হবে না। নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি উত্থাপন করার জন্যও আপনাকে পশ্চিমী স্টাইলের পোশাক পরিধান করতে হবে যাতে করে আপনার দিকে যেন কেউ মনোযোগ না দেয়। যেমন- আবু জুবাইদা যখন পাকিস্তানে কাজ করছিলেন, তিনি দাড়ি সম্পূর্ণ সেভ করে রেখেছিলেন এবং ধার্মিকতার সামান্য ছাপও বাহ্যিকভাবে প্রদর্শন করেননি। শেষমেশ তাঁর পাকিস্তানি প্রতিবেশীরা (যারা তাঁকে একজন আরবীয় হিসেবে জানতো) তাঁর প্রতি দাওয়ার কাজ করছিল এবং তাঁকে তাদের সাথে অন্ততপক্ষে সাপ্তাহিক জুম্মার স্বলাতটা আদায় করার জন্য বলতে লাগলো।

- দ্বীনি ভাইয়েরা যে বাক্যগুলোর বেশি ব্যবহার করে সেগুলো বেশি ব্যবহার করার কোনও প্রয়োজন নেই যেমন- আস সালামু আলাইকুম, বারাকাল্লাহু ফিক বা যাজাকাল্লাহু খাইরান ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সামান্য জিনিসগুলোও অহেতুকভাবে অপরের মনোযোগ আপনার প্রতি নিবিষ্ট করাতে পারে। আপনাকে বাক্যগুলো আরো বেশি করে বর্জন করতে হবে যখন আপনি বিশেষ করে পশ্চিমী পোশাক পরিধান করে আছেন, আর চুলেরও একটা অভিনব স্টাইল করে আছেন এবং এই ধরনের কোথাগুলো তখন কোনও মতেই মানান সই নয়।

- যদি কোনও ভাই নকল ডকুমেন্ট ব্যবহার করেন (যেমন-পাসপোর্ট) তাঁর উচিৎ ঐ ডকুমেন্টে লিখিত সবকিছু স্মরণে রাখা- বাবা মায়ের নাম থেকে শুরু করে ইস্যু হওয়া তারিখ ও স্থান, সকল ভিসা, সেই তারিখসমূহ ইত্যাদি। এক ভাই একবার নকল পাসপোর্টে সফর করার সময় পাসপোর্টে তাঁর নামটা ভূলে গিয়েছিলেন। পুলিশ তাঁকে সন্দেহও করেছিল। তাই সে তাঁকে নাম জিজ্ঞেস করল। ভাইটার খুব উদ্ভাবনী ক্ষমতা ছিল। তিনি তখন প্রত্যুত্তর দিলেনঃ “আপনি কী বলতে চাইছেন? আমার নাম কী?! আপনার সামনে আমার পাসপোর্ট রয়েছে, আর আপনি আমাকে আমার নাম জিজ্ঞাসা করছেন? এটা কী মজা হচ্ছে? আমাকে ঐ পাসপোর্টটা ফেরৎ দিন।” তখন পুলিশটার সব সন্দেহ মুছে গেল যখন সে দেখল ভাইটা কতটা অটল অথচ সাবলীল। এইভাবে তিনি আল্লাহর অনুগ্রহে নিরাপত্তার সাথেই সফর করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

- আপনার এটাও নিশ্চিত করা উচিৎ যে,যে কোনও ভাইকে আপনি নির্ধারণ করুন না কেন তাঁর সঠিক আকিদা ও মানহাজ বিদ্যমান যে তিনি কেন লড়াই করছেন এবং বাজি বা ঝুঁকি হিসেবে কী আছে? একজন মুজাহিদ ও দস্যুর মধ্যে পার্থক্য হল জ্ঞানের। ধার্মিক জ্ঞানের সাথে আপনি জানতে পারেন আপনার সীমাবদ্ধতা।

তাহলে এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আলোচনা করলাম কি কী বৈশিষ্ট্য আপনার মধ্যে থাকা উচিৎ এবং আপনি যাদেরকে নিয়ে কাজ করবেন তাদের মধ্যেও থাকা উচিৎ। এটা কেন এত গুরুত্বপূর্ণ?কারণ হল আপনি জেনে রাখুন এটা অনেক অভিজ্ঞতার সমাহার যেখানে পশ্চিমের অনেক অপারেশন ব্যর্থ হয়েছে শুধুমাত্র আমাদের ভাইদের অপর্যাপ্ত ও অসম্পূর্ণ প্রস্তুতির কারনে। সেইজন্যই আমরা পশ্চিমের ভাইদের অগ্রাধিকার দিই (এখান থেকে মুজাহিদ প্রেরণ অপেক্ষা)। কারণ পশ্চিমের ক্ষেত্রে আপনি আগে থেকে জানেন সেখানে কী পরিস্থিতি, কীভাবে মানুষ কথা বলে? আচরন করে? এবং আপনি সমুদ্রের মাছ হয়ে দিব্যি থাকতে পারবেন যদি কিছু মূল নীতি অনুসরণ করে চলেন।

অতিরিক্ত কিছু বৈশিষ্ট্যঃ

অধ্যায়ের উপসংহারে আমরা কিছু অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য সংযোজন করবো যেগুলো বেশ গুরুত্ব বহন করে, সেই সাথে পূর্বে উল্লেখিত বিষয়গুলোর কিছু ঝালিয়ে নেব।যারা সরাসরি অপারেশনের সাথে যুক্ত আছে তাদের ছাড়া নিজের সম্বন্ধে বা অপারেশনের সম্বন্ধে অন্য কাউকে কিছু বলবেন না।

- আপনার পরিচিতি ও পরিসরকে যতটা সম্ভব সংক্ষিপ্ত করুন যত কম সংখ্যক মানুষকে আপনি জানবেন ততই উত্তম। তবে অতি উগ্রতায় জড়িয়ে পড়বেন না, সর্বদা মধ্যমপন্থা অবলম্বন করবেন।
- গুরুত্বপূর্ণ সেনসিটিভ ডকুমেন্টস্‌গুলো অতি সতর্কতার সাথে রক্ষা করবেন সেগুলো কিছু কাগজই হোক বা এনক্রিপশনের কোন গোপন কিছু হোক।
- রাজনৈতিক ও ধার্মিক চিন্তাভাবনা নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখুন এবং যে কারোর সাথে কোনও বিতর্কে জড়িয়ে পড়া থেকে বিরত থাকুন। কেউ জিজ্ঞাসা করলে তারা যেমনটা শুনতে পছন্দ করে তেমনটাই বলুন।
- বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করুন যখন আপনি কোন যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করছেন, যেমন-মোবাইল ফোন বা মেসেজিং, এবং লেটেস্ট এনক্রিপশনের অ্যাপস্‌ সর্বদা আপডেট রাখবেন। এগুলো সত্যই খুব নিরাপদ।
- অতি উত্তেজিত হয়ে নিরাপত্তামূলক নির্দেশিকা গুলোর প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করবেন না। তবে ভীতও হবেন না। মধ্যমপন্থা অবলম্বন করবেন এবং সর্বদা আল্লাহর উপর ভরশা করবেন।

- কাদের সাথে বন্ধুত্ব করছেন সে বিষয়ে সতর্ক থাকুন। অ্যালকোহল, ড্রাগস্, বিভিন্ন আমোদ-প্রমোদক বিষয়গুলো থেকে সাবধানতা অবলম্বন করুন। এই জিনিসগুলো অবশ্যই মুজাহিদদের মাঝে খুঁজে পাবেন না। কিন্তু জেনে রাখুন যে যখন কেউ অ্যালকোহল পান করে ফেলে তখন সে সেইসব কথাবার্তা বলতে শুরু করে দেয় যেগুলো সে সাধারণ অবস্থায় বলতো না, এমনকি তার রাজনৈতিক চিন্তা-বিশ্বাসও।
- প্রতিবেশী বা সহকর্মীদের মধ্যে কোনও বিবাদ সৃষ্টি করবেন না। যে মানুষরা বেশি বিরোধিতা পছন্দ করে তারা খুব সহজে নজরের কেন্দ্রে আসে তার ইচ্ছার জন্যও। তাই, সমস্ত ক্ষেত্রেই যতটা সম্ভব বিনীত ও মার্জিত হোন এবং সকল ঝগড়া-বিবাদ বর্জন করুন।

চতুর্থ অধ্যায়
অনলাইন নিরাপত্তা-এনক্রিপশন

অপারেশন করার সময় আপনার সামনে সর্ববৃহৎ সমস্যাগুলোর মধ্যে একটি হল অনলাইন বিপদ। এই বিপদটা আপনার অভিযানের প্রস্তুতির প্রতিটি পদক্ষেপে সর্বদা উপস্থিত। তবে আমরা এই ছোট পুস্তকটিকে খুব বেশি টেকনিকাল করতে চাই না। তাই নিম্নে শুধুমাত্র কিছু সাধারণ নির্দেশিকার কথা উল্লেখ করছি।

- ✓ নিজের ব্যক্তিগত তথ্য, না কখনও অনলাইনে দেবেন, না নিজেকে কখনও কারোর নিকটে অনলাইনে উপস্থাপন করবেন।
- ✓ সর্বদা বেনামে বা প্রকৃত তথ্য না দিয়ে ইন্টারনেট ব্যবহার করবেন। আপনি টর (Tor) ব্রাউজার জাতীয় কিছুব্যবহার করতে পারেন ইন্টারনেট করার জন্য। তবে যদি ইন্টারনেটে অনেক বেশি সময় অতিবাহিত করার থাকে, আমরা আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করবো জিহাদ-সম্পর্কিত কাজ করার জন্য আপনার কম্পিউটারে টেলস্ অপারেটিং সিস্টেম (Tails OS) ব্যবহার করতে।

- ✓ আপনার সেনসিটিভ স্টোরেজ ডিভাইস্বা সংবেদনশীল তথ্যযুক্ত ডিভাইস্গুলি এনক্রিপ্ট করুন। অনলাইনে এর জন্য সুন্দর কিছু টুলস্ আছে, যেমন- TrueCrypt Ges VeraCrypt.

- ✓ জি-মেইল (Gmail), ফেসবুক, iOS ইত্যাদি সার্ভিসগুলো এড়িয়ে গোপনীয়তা-অনুকূল ওপেন সোর্স অ্যাপ্লি-কেশনগুলো ব্যবহার করুন।

- ✓ দ্রুত মেসেজ পাঠানোর জন্য এনক্রিপ্ট করা অ্যাপ্সগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে আপনার সাথে কাজে অংশগ্রহণকারীদের সাথে যখন কথা বলবেন। কিছু অ্যাপসে এই বোঝাপড়াটা আছে যেমন- Kik বা Sure spot, কিন্তু অনলাইনে ভালোভাবে দেখলে আরও লেটেস্ট গোপনীয়তা রক্ষাকারী অ্যাপস্ পাওয়া যাবে (এখনও পর্যন্তChat Secure-কেই লেটেস্ট ভাবা হয়)।

- ✓ PGP প্রোটোকল গুলো পড়ার জন্য কিছু সময় নির্ধারণ করুন। সেখানে অনেক পদ্ধতি আছে ইন্টারনেট সংযোগকে কীভাবে আপনার ফোনে ব্যবহার করে বেশ উন্নত এনক্রিপশন টেকনিকের মাধ্যমে অন্যদের কল করা যায়।

- ✓ আপনার পকেটে অবস্থিত সরকারি গুপ্তচর হল আপনার মোবাইল। অ্যানড্রয়েডে গোপনীয়তা রক্ষার জন্যও ভালোভাবে পড়াশোনা করে নিশ্চিত হোন। কখনও ভূলেও iOSব্যবহার করবেন না, কারণ এটা আপোষে চলে।

- ✓ যদি আপনি ঠিকঠাক করে ব্যবহার করতে পারেন তাহলে অ্যানড্রয়েড কিন্তু একটা শক্তিশালী অস্ত্র হতে পারে। অ্যানড্রয়েডে Torব্যবহার করার পদ্ধতি আছে যেটাকে বলা হয় Orbot.

- ✓ আমরা আপনাকে পরামর্শ দেবো ইন্টারনেটে প্রাপ্তিসাধ্য "Jolly Roger's Security Guide for Beginners" -টা একবার ভাল করে দেখতে। DeepToWebs সাইটেও কিছু সুন্দর টিউটোরিয়াল আছে যেগুলো আপনাকে নিরাপদ অনলাইন পরিবেশ তৈরি করতে খুব সাহায্য করবে যা আপনার কাজের জন্যও প্রয়োজন। তবে আপনার জন্য বেশি প্রাধান্য দেওয়া উচিৎ VeraCrypt,PGP প্রোটোকল, TOR এবং TailsOS এর টিউটোরিয়ালগুলোকে।

- ✓ সর্বদা স্মরনে রাখবেন যে প্রচুর ভাই কারাবন্দী হয়েছেন শুধুমাত্র 'অরিজিনাল' IPব্যবহার করে সেনসিটিভ গবেষণা ও জিহাদ বিষয়ক কাজ অনলাইনে করার জন্য। কখনও নিজেকে এরূপ অবস্থার শিকার করে নেবেন না। সর্বদা TOR অথবা Tails OSব্যবহার করবেন। আপনি VPNব্যবহার করার কথাও ভাবতে পারেন, তবে আমরা এখনও Tails OS টাই পছন্দ করি।

পঞ্চম অধ্যায়

নিরাপদ প্রেক্ষাগৃহ (Safe house)

{সাধারণ ক্ষেত্রে একটা লোন-উল্‌ফ অপারেশন সম্ভবত অতটা জটিল হয় না যে অপারেশনের প্রস্তুতির জন্য একটা পৃথক নিরাপদ প্রেক্ষাগৃহ (সেফহাউস) প্রয়োজন লাগতে পারে। কিন্তু শুধুমাত্র সতর্কতার স্বার্থে, আমরা সেফ হাউস সম্বন্ধে কিছু দিক-নির্দেশিকা দেবো। তবে এই তালিকাটিই সম্পূর্ণ শেষ নয়}
যে কক্ষকে আপনি সেফহাউসরূপে নির্ধারণ করবেন, সেটা সেফহাউসের মধ্যে কী ধরনের কর্ম পরিচালনা করবেন তার প্রকৃতির উপর নির্ভর করে হওয়া উচিতঃ যদি সেটা অস্ত্র-শস্ত্র গুদামজাত করা, মিটিং করা, বিস্ফোরক তৈরি করা বা গাড়ি-বোমা তৈরি করার জন্যও হয়, তাহলেও সেখানে সেই উদ্দেশ্যসমূহ ভালোভাবে সাধিত হওয়া উচিৎ। তবে অবশ্যই কোন আকর্ষণ বা নজরদারির কারণ যেন না থাকে।

- এটা আরও উত্তম হবে যদি সেফহাউসের চতুর্দিকেও একইরকমের অনেক বিল্ডিং থাকে।

- সেফহাউসের মধ্যে বিস্ফোরক পদার্থ, অস্ত্রশস্ত্র, ডকুমেন্টস্‌ এসবের জন্যও পৃথক পৃথক গোপন স্থান তৈরি করুন।

- যেই ক্ষুদ্র ইউনিট বা সেলকে নিয়ে কর্ম পরিচালনা করছেন তাঁরা ছাড়া আর কেউ যেন সেফহাউস সম্বন্ধে না জানে। তাঁরা ছাড়া অন্যদেরকে সেফহাউসে প্রবেশ করতে দেওয়া উচিৎ নয়; তাতে সে হতে পারে বন্ধু, পরিবারের লোক বা ইউনিট সদস্য ব্যতীত আপনার পরিচিত ও নিকটাত্মীয় যে কেউ। আপনার পরিচিত কোন মানুষই যেন সেফহাউসের সাথে আপনার যোগসূত্র খুঁজে পেতে সমর্থ না হয়।

- সেফহাউস সম্বন্ধে আপনার অবশ্যই একটা সুন্দর কভারস্টোরি থাকতে হবে। যেমন-আপনি হয়তো বাড়ির মালিককে জানিয়েছেন আপনি ডাক্তার, তাহলে ডাক্তারের মতই অবস্থান করুন, নোংরা পোশাক পরিধান করবেন না। যদি আপনারা নিজেদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে পরিচয় দিয়ে থাকেন তাহলে আচরণও সেইরকমই করুন; যখন আপনার ইউনিট সদস্যরা আসবেন সেফহাউসে আপনাদের সকলকে তখন একদল ছাত্রের মতই আচরণ করতে হবে। ইত্যাদি...

- সেফহাউসের প্রতিবেশীদের সাথে ভাল সম্পর্ক রক্ষা করে চলবেন। তাদের সামনে যেমন খুব বেশি কথা বলবেন না ঠিকই কিন্তু একেবারে অন্তর্মুখী বা চুপচাপ হয়েও থাকবেন না। মধ্যমপন্থার উপরে চলবেন।

- আপনি কক্ষটিকে অনৈসলামিক করতে পারলে করুন। আর মাঝে মধ্যে কঠিন হলেও সর্বদা নকল ডকুমেন্টে বাড়ি ভাড়া নেবেন, তারপর কাজ শুরু করবেন। অবশ্যই এইসব কিছু নির্ভর করছে কাজে প্রকৃতির উপর এবং সেফহাউসে আপনার অপারেশনের প্রস্তুতির গুরুত্বের উপর।

- সেফহাউসে সর্বদা যথেষ্ট পরিমানে খাদ্য, পানীয় বা যোগাযোগ মাধ্যমের উপকরণ রাখবেন।

- কখনও হয়তো বা আপনি নজরদারির মধ্যে পড়লেন বা কেউ আপনাকে পর্যবেক্ষণ করতে পারে এসবের জন্য আগে থেকে প্রস্তুতি নিয়ে রাখা প্রয়োজন। যদি আপনি সেফহাউসে ইউনিট সদস্যদের সাথে সাক্ষাৎ করতে যাওয়ার পথে বুঝতে পারেন যে আপনাকে কেউ অনুসরণ করছে, তখন তাদের সাথে আপনার একটা কোড থাকা উচিৎঃ যেমন, দুইবার বা তিনবার সেফহাউসের দরজায় টোকা মারার অর্থ হল 'কেউ আপনাকে ফলো করেছে'; সেক্ষেত্রে কেউ আর দরজা খুলবেন না এবং আপনিও উদ্দিষ্ট স্থান হতে সন্তর্পণে পলায়ন করতে সক্ষম হবেন। উক্ত মুহূর্তের মধ্যে ভিতরে অবস্থিত আপনার ইউনিট সদস্যরাও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবেন গুরুত্বপূর্ণ নথি নষ্ট করে দেওয়া বা পলায়ন করা অথবা অন্য কিছু।

- সেফহাউসকে যতটা সম্ভব কম ব্যবহার করবেন।

- যদি সেফহাউসে একান্তই আপনাকে ল্যান্ডফোন ব্যবহার করতে হয়, তবে ফোনে যেন সর্বদা একই ব্যক্তি উত্তর দেয়। কারণ ফোনে বিভিন্ন ব্যক্তির প্রত্যুত্তর দিলে ফলশ্রুতি হিসেবে ফোন কর্তৃপক্ষ বা গোয়েন্দারা সহজে সন্দেহ করে ফেলে যে এখানে কিছু গোপনীয়তা বিদ্যমান।

- একই জিনিস প্রযোজ্য প্রতিবেশী বা ডেলিভারি দিতে আসা লোকের সাথে কথোপকথনে ইত্যাদির ক্ষেত্রেও। একজন ব্যক্তিকেই এইসব সর্বদা বিষয় পরিচালনার দায়িত্ব নিতে হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
সম্মেলন ও বৈঠক
(Conferences & Meetings)

এই অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করবো সম্মেলন ও বৈঠকের নিরাপত্তাজনিত ব্যাপারগুলো নিয়ে এবং কীভাবে আমাদের সেই অধিবেশনগুলোকে লাঞ্ছনা ও আক্রমণের হাত থেকে থেকে রক্ষা করা যায় সেই বিষয়ে।

এখানে আমি একটা সাধারণ মূলনীতির উল্লেখ করতে চাই যেটা আমরা প্রয়োগ করে থাকি। আমরা ত্বগুতদের থেকে অনুপ্রেরণা নিই। শক্ররা কীভাবে নিজেদের অধিবেশন ও সম্মেলনগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করে, তারা কীভাবে পরিকল্পনা করে, তারা কীভাবে প্রস্তুতি নেয় এগুলো জেনে একদিকে যেমন আমরা আমাদের নিজেদের সম্মেলন ও অধিবেশনগুলোতে সঠিক প্রতিরক্ষা কৌশল প্রয়োগ করতে পারি, অন্যদিকে শত্রুপক্ষের দুর্বলতাগুলোকে চিহ্নিত করতে পারি যাতে আমরা তাদের অধিবেশনে আক্রমণ করার উপায়-উপকরণ নিস্কাশন করতে পারি।

সম্মেলন

সম্মেলন বা কনফারেন্স হল একটি নির্দিষ্ট সময়ে সংঘটিত বৈঠক বা অধিবেশন যেটা বিশেষ কিছু বিষয়ের উপর জনসমক্ষে বক্তব্য দেওয়ার উদ্দেশ্যে পূর্ব থেকেই প্রস্তুত করা ও পরিকল্পিত থাকে এবং যেখানে লক্ষ্য থাকে কিছু নির্দিষ্ট ফলশ্রুতি বা চিন্তা-চেতনার উন্নয়ন।

সুতরাং এখানে প্রচুর লোকজন জমায়েত হয়, কোন কোন ক্ষেত্রে মিটিংয়ের বিপরীত নীতিতে গিয়ে সকল সাধারণের জন্যও এই আলোচনা সভা উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়।

মিটিং বা বৈঠক হল নির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনার জন্য গোপনে স্বল্পসংখ্যক বিশেষ কিছু ব্যক্তির পুনরায় একত্রিত হওয়া। অন্যদিকে সম্মেলন হল প্রকাশ্য, যেমন-আরব ইউনিয়ন কনফারেন্স, বা অন্যান্য কনফারেন্স, উগ্রপন্থা নির্মূল কনফারেন্স (আমরা যেমন করতে পারি ‘জিহাদ করার সম্মেলন’)।

কনফারেন্স ও মিটিংয়ের মধ্যে বৈসাদৃশ্য

- কনফারেন্স মিডিয়ার সামনে প্রকাশ্যে হয় এবং মিডিয়াগত দিক দিয়ে আগে থেকে ভালোভাবে প্রস্তুতি নেওয়া থাকে, যেখানে মিটিং বা পুনর্মিলন সর্বদা গোপনে সম্পাদন করা হয় এবং মিডিয়ার উপস্থিতি থেকে বহু দূরে রাখা হয়।
- কনফারেন্সে প্রচুর সংখ্যক মানুষ উপস্থিত থাকে কিন্তু মিটিং খুব স্বল্পসংখ্যক কয়েকজনকে নিয়ে সংঘটিত হয়।
- বড় ফাঁকা স্থানে বা কনফারেন্স হলের বৃহৎ কক্ষে প্রকাশ্যে কনফারেন্স করা হয়; মিটিং করা হয় বদ্ধ পরিসর প্রেক্ষাগৃহে।

- কনফারেন্সের আয়োজনের জন্য অনেক প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় যেহেতু অনেক লোকের সমাগম হয় এবং সব দিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হয়।

উপরোক্ত বিষয়গুলি হল কনফারেন্স আর মিটিংয়ের মধ্যে বৈসাদৃশ্য। আমাদের জন্য অবশ্য কনফারেন্স করার ব্যাপারটা প্রশ্নাতীত। মুজাহিদ দল বা ইউনিটগুলো গোপন মিটিংয়ের উপরেই ভর করে থাকে।

কনফারেন্স বা সম্মেলনের বিপদসমূহ

এতে কোনও সন্দেহ নেই যে কনফারেন্সের ক্ষেত্রে ঝুঁকি ও বিপদ অনেক।

- প্রথমেই আগমন করে জিনিসপত্রের ধ্বংস যেটা কনফারেন্স কক্ষে বা প্রকাশ্য স্থাপনাতে করা হয়। এটা বিস্ফোরক দিয়ে ধ্বংস করা হতে পারে।প্রকৃতপক্ষে কনফারেন্সের বেশিরভাগ বিপদ বিস্ফোরক জাতীয় ব্যাপারেই। এছাড়া আমন্ত্রিত অতিথির হত্যাও একটা সম্ভাব্য বিপদ। যেমন- ইজিপ্টের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতের ক্ষেত্রে যা হয়েছিলো, মিলিটারি প্যারাডের সময়। আপনি এটাকে কনফারেন্সের সাথেই তুলনা করতে পারেন, তারা সবাই একদিকে বসেছিল এবং সেনাবাহিনী থেকে একজন ভাই তার নিকটে আসতে সক্ষম হন ও গুলিবর্ষণ করেন। আলজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ বৌদিফের হত্যাও এইভাবে হয়েছিলঃ সে কনফারেন্সে জনগণের সাথে কথা বলছিল এবং তার একজন দেহরক্ষী (যিনি অনুপ্রবিষ্ট ভাই ছিলেন) তিনি পাশ থেকে সুট করেছিলেন।

কনফারেন্সের নিরাপত্তাঃ

আগে আমরা বলেছি যে আমাদের বর্তমান অবস্থায় কোনও মুজাহিদ দলই কনফারেন্স বা সম্মেলন আয়োজন করতে সক্ষম নয় যেহেতু সারা বিশ্বজুড়েই তাঁদের সাথে যুদ্ধ। তবে শত্রুরা তাদের কনফারেন্সগুলো কীভাবে নিরাপদ করে সেই পদ্ধতি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করাটা বেশ কৌতূহলদ্দীপক। কারণ তখন আমরা তাদের দূর্বলতাগুলো খুঁজে পেতে পারব যেটা তাদেরকে সহজে টার্গেট করতে বা কনফারেন্সে অংশগ্রহণকারী বিশেষ টার্গেটসমূহকে হত্যা বা ধ্বংস করাতে আপনাকে সক্ষম করবে।

কনফারেন্সের শুরুতেঃ

প্রথমে কনফারেন্সের স্থান।

নিরাপত্তা রক্ষীরা সর্বদা কনফারেন্সের স্থানটিকে ঘিরে রাখে যেমন উদাহরণস্বরূপ কনফারেন্স বিল্ডিং। এমনকি তারা স্থানটির চতুঃসীমা ঘিরে ফেলে স্থানটিকে সম্পূর্ণভাবে নিরাপত্তা দেবে। কখনও কখনও তো এটা মিলিটারি বলয়ের মত মনে হয়, কাউকেই সেখানে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয় না সেখানকার বাসিন্দারা ছাড়া,

এমনকি সেক্ষেত্রেও আপনাকে সেখানকার পরিচয় প্রমাণ করতে হবে এবং অগ্রিম বিশেষ অনুমোদন নিয়ে রাখতে হবে। এছাড়া বাকি উপস্থিতির সকলেই নিরাপত্তা বাহিনী আর কর্তৃপক্ষের ব্যক্তিবর্গ।
তারা কনফারেন্সের সাথে জড়িত প্রতিটি ব্যক্তি সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা করে থাকে সেক্রেটারি থেকে শুরু করে যে লোকটা অতিথিদের জন্য খাবার ও পানীয় বহন করবে তাদেরও। শুধুমাত্র যাদেরকে অনুমোদন দেওয়া হবে তারা ছাড়া আর কেউ তাদের নিকটে আসতে পারবে না কারণ তারা হত্যার অপারেশনের ভয়ে থাকে।

এটা জানেন যে যখন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আরব দেশগুলোতে যায় তার কিছুদিন আগে গোয়েন্দাদপ্তর থেকে লোক প্রেরণ করে দেওয়া হয় নিরাপত্তা বলয় প্রতিষ্ঠা করার জন্য। কোনও ইজিপ্টিয়ান বা প্যালেস্টিনিয়ান বা আরবীয় দেহরক্ষীকে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের নিকটে দন্ডায়মান হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয় না, শুধুমাত্র আমেরিকান দেহরক্ষীদেরই অনুমতি দেওয়া হয়। দুই বৎসর আগে যখন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রমাল্লাহ গিয়েছিল তখন আগে দুই বিমানভর্তি গোপন গোয়েন্দা অফিসার প্রেরন করেছিল যারা সমস্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল এবং রমাল্লাহ শহরটি প্রায় একটা মিলিটারি বলয়ে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। তারা আসলেই ভয় পায় যে দেহরক্ষীদের মধ্য হতে সৎ ধার্মিক কেউ তাকে হত্যা করতে পারে বা আক্রমণে অংশগ্রহণ করবে। দেখুন আমেরিকানরা খৃষ্টানরা কীভাবে তাদের নিজেদের ধর্মত্যাগীদেরও বিশ্বাস করে না।
প্রমাণ হল যিনি বৌদিফকে হত্যা করেছিলেন তিনি তার নিজের দেহরক্ষী ছিলেন; এবং মোহাম্মদ আল-ইসলামবুলি, যিনি সাদাতকে হত্যা করেছিলেন, তিনিও ছিলেন ইজিপ্টিইয়ান সেনাবাহিনীর। আল্লাহর অনুগ্রহে তিনি কিছু ভাইকে তার সাথে প্যারাডে অংশগ্রহণ করার ব্যবস্থা করিয়ে দিতে পেরেছিলেন। পরিকল্পনা ছিল যে তিনি প্যারাডের একটা অংশ হিসেবে কয়েকজন সৈন্যকে নিয়ে গাড়িতে করে সাদাতের নিকট দিয়ে অতিক্রম করবেন। এরজন্য তিনি কী করেছিলেন? তাঁর সঙ্গীদের জন্য নকল ডকুমেন্টস্ তৈরি করে তাঁদেরকে পোশাক দিলেন এবং সম্পূর্ণ ইজিপ্টিয়ান সৈন্য হিসেবে তাঁরা প্রবেশ করলেন। এমনকি তিনি অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদেরও প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। আপনার হয়তো জ্ঞাত থাকতে পারেন যে প্যারাডের সময় দৃশ্যমান সকল অস্ত্রশস্ত্র লক্ করা এবং গুলিবিহীন অবস্থায় থাকে। কিন্তু ইসলামবুলি সর্বপ্রকার পূর্ব প্রস্তুতি নিয়েছিলেন এবং সাদাতকে হত্যা করতে সক্ষম হন।এমনকি সাদাতের দেহরক্ষীরাও সেই সময় অস্ত্রবিহীন ছিল! পরিশেষে ইসলামবুলি ও তাঁর ভাইয়েরা সেখানে উপস্থিত আমেরিকার দূতের সাথে গোলাগুলিতে শাহাদাত বরণ করেন।

আর একটা বিষয়ঃ কনফারেন্সে উপস্থিত হওয়ার জন্যও গোপন বাহিনী বিশেষ কার্ডের ব্যবস্থা করে। অতিথি, কর্মচারী, নিরাপত্তা বাহিনী এবং কনফারেন্সের সাথে যুক্ত সকলের জন্য স্পেশাল প্রবেশ টিকিট বা স্ট্যাম্প প্রদান করা হয়। যদি আপনার মধ্যে সামান্যতম ইসলামিক গন্ধ থাকে তাহলে আপনি কোনও মতেই কনফারেন্সের কোন সেনসিটিভ পদের অনুমোদন পাবেন না।

অপর এক বিষয় হলঃ কনফারেন্স শুরুর আগে তারা সতর্কতার সাথে কক্ষতে নিরাপত্তা প্রদান করে এবং চারিদিকে পর্যবেক্ষণ করে বিস্ফোরক, বোমা বা অস্ত্রশস্ত্রের জন্য। শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম (আল্লাহ্ তাঁকে কবুল করুন) নিহত হবার আগে তাঁকে আরো একবার হত্যা করার চেষ্টা করা হয়েছিলো। তিনি যে চেয়ারে বসতেন তাঁর নীচে অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক বিস্ফোরক রেখে দিয়েছিল জর্ডানীয় গুপ্তচরেরা। তিনি সাধারণত মসজিদের মিম্বরের নিকট থেকে খুত্‌বা দিতেন (ভেবে দেখুন এটাও একরকমের কনফারেন্সের মত) এবং শত্রুরা সেই মিম্বরের উপরেও TNT রেখেছিল যাতে আক্রমণ থেকে কেউ যেন না রক্ষা পায়। কিন্তু মসজিদ সাফাইকারিদের একজন মসজিদ পরিষ্কার করার সময় বিস্ফোরক খুঁজে পায়। তার অব্যবহিত তিন সপ্তাহ পরেই শাইখ্‌কে হত্যা করা হয় তাঁর মসজিদে যাওয়ার পথে IED বিছিয়ে রেখে। শাইখের ভূল একটাই ছিল যে তিনি রুটিন করে নিয়মিত একই পথ ধরে সর্বদা যাতায়াত করতেন। আল্লাহ্ যেন তাঁকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দেন ও সৎ-শহীদদের সাথে তাঁকেও কবুল করেন।

এছাড়াও, তারা প্রত্যেকের জন্যও প্রথক পৃথক স্থান নির্ধারণ করেঃ সাধারণ মানুষ, সাংবাদিক, কর্মচারী সকলের জন্যও প্রথক পৃথক বসবার জায়গা। সকলকেই সেটা মান্য করতে হবে নতুবা অনুমোদন পাওয়া দুস্কর। এগুলো হল সবই সেইসব নিরাপত্তা ব্যবস্থা যেগুলো ত্বগুতি সরকার নিয়ে থাকে শুধুমাত্র আক্রমণ ও হত্যার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। যদিও উলেখিত পদ্ধতিসমূহ ছাড়া আরও অনেক কৌশল তাঁরা অবলম্বন করে।

কনফারেন্স চলাকালীন

- জায়গার বাহ্যিক নিরাপত্তা প্রত্যেক প্রবেশ ও বহির্গমনের পথ নিরাপদ থাকে আইডি কার্ড যাচাইয়ের মাধ্যমে। তারা মিলিয়ে দেখে নেয় যে কার্ডের ছবির সাথে সামনে দাঁড়ানো ব্যক্তিটি একই কিনা।
- যদি আপনার প্রয়োজনীয় অনুমোদন বা শংসাপত্র না থাকে তাহলে আপনি সংবেদনশীল স্থানগুলোতে প্রবেশের অনুমতি পাবেন না। যদি কোনও ভাবে সংবেদনশীল অংশে প্রবেশ করতে সক্ষমও হন তখন আপনাকে অবশ্যই পর্যবেক্ষণ করা হবে।

- যদি কাউকে কোন কারনে একবার সন্দেহ করা হয়, তাকে বারবার চেকিংয়ের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। তার পোশাক, ব্যাগ সবই চেকিং হবে, কোন কিছুই বাদ পড়বে না। এবং এক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই সৃজনশীল ও চিন্তাশীল হতে হবে। আমাদের ভাইয়েরা যখন আহ্‌মাদ শাহ্‌ মাসুদকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিলেন, তখন তার সম্বন্ধে খুব ভালোভাবে পর্যালোচনা করার পর বুঝলেন যে লোকটা মিডিয়ার আকর্ষণ পছন্দ করে। তাই তাঁরা ফরাসী ও ইটালি ভাষায় কথা বলতে পারা ভাইদের মনোনীত করে একটা ইউরোপিয়ান টিভির সাংবাদিকের ছদ্মবেশ দিলেন। মাসুদ ফরাসী লোক ছিল, একেবারেই ফরাসী বলতে যা বোঝায়। তাঁর ট্রেনিং সবকিছুই ফরাসীয়। তাই তাঁরা ফরাসী ভাষায় কথা বলতে সক্ষম ভাইদের নির্বাচিত করেছিলেন। তাঁরা নিরাপত্তা বাহিনীকে এড়ানোর সর্বোত্তম উপায় হিসেবে সকল বিস্ফোরক-সমূহকে ক্যামেরার ভিতরে ভরে নিয়েছিলেন, যেটা তাঁরা ব্যবহার করছিলেন। তাঁরা প্রচুর বিস্ফোরক ঢুকিয়ে নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন যে কক্ষ থেকে যাতে কেউ জীবন্ত না প্রত্যাবর্তন করতে পারে এবং মাসুদ যেন অতি অবশ্যই নিহত হয়। এরপর যখন তাঁরা বললেন যে, "আমরা আপনার কিছু ছবি নিতে চাই" তখন তাঁরা IED অ্যাক্টিভেট করে দিয়ে আহমাদ শাহ্‌ মাসুদকে হত্যা করেন। ক্যামেরার পিছনে থাকা ভাইটি সহ আরও দুইজন ভাই আবু সাহ্‌ল এবং আবু উবাইদা মৃত্যুবরণ করেন (আল্লাহ্‌ তাঁদের প্রতি রহম করুন)। এইভাবে তাঁরা একজন শয়তান ফরাসীর হাত থেকে আফগানিস্তানকে বাঁচিয়ে ছিলেন।
- নিরাপত্তা বিভাগের অফিসাররা সাধারণ পোশাক পরিধান করে জনগণের ভিড়ে মিশে থাকবে। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট। আপনারা হয়তো ইরাকি সাংবাদিকের ভিডিওটা দেখেছেন যিনি বুশকে জুতো ছুঁড়ে মারতে চেয়েছিলেন। যদি খুব ভালোভাবে লক্ষ্য করেন দেখবেন তাঁর উপরে সবার প্রথমে লাফিয়ে ধরাশায়ী করে দেওয়া ব্যক্তিগুলি কিন্তু সাধারণ পোশাক পরিহিত ভদ্র সাংবাদিকের বেশে ছিল। বাস্তব সত্য হল যে তারা ছিল সাধারণ নাগরিকের ছদ্মবেশে থাকা নিরাপত্তা অফিসার। একইরকম ঘটনা ঘটেছিল যখন একজন ভাই ব্রিটেনের প্রিন্স উইলিয়ামকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। আক্রমণ ভেস্তে গিয়েছিল সাধারণের ছদ্মবেশে থাকা একজন অফিসারের দ্বারা। সুতরাং, নিরাপত্তারক্ষীর পোশাকের সাথে আর সাধারণ পোশাকের পার্থক্য করবেন না, সকলকেই ভাবুন যে তারা সাধারণের ছদ্মবেশে নিরাপত্তা বাহিনীর অফিসার।
- যে কোনও রকমের VBIED বা এই জাতীয় কিছুর দ্বারা ধ্বংসের হাত থেকে নিরাপত্তার জন্য পার্কিংয়ের স্থানে এবং কনফারেন্সের নিকটবর্তী স্থানে পার্ক করে রাখা গাড়ির উপর নজরদারি হয়ে থাকে।

কনফারেন্সের পরে

এখন কনফারেন্স শেষ হয়ে গেছে। এরপর প্রধান নিরাপত্তামূলক সতর্কতা হল বিশেষ বিশেষ অতিথি ও বক্তাদের নিরাপদে বের করার বন্দোবস্ত করা এবং অংশগ্রহণকারীদের আইডি কার্ড ও অন্যান্য সকলের নিকট থেকে বিশেষ কার্ডগুলো ফেরত নেওয়া।

মিটিং

এবারে মিটিং সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। আপনার মিটিং করার ক্ষেত্রে প্রধান বিপদটা হল গুপ্তচর মারফৎ আপনার মিটিং পুলিশ দ্বারা টার্গেট হয়ে যাওয়া এবং সকলের বন্দী বা মৃত্যু হয়ে যাওয়া।

আমরা বলতে পারি যে এরকম মিটিং দুই রকমের হয়ঃ স্থায়ী মিটিং- যেখানে তিনজনের বেশী সদস্য কোন একস্থানে একত্রিত হয় একটা অপারেশন করতে বা তার প্রস্তুতির নেওয়ার জন্য। এবং ভ্রাম্যমান মিটিং- যেখানে সর্বোচ্চ তিন জন সাক্ষাৎ করে খুব সংক্ষিপ্ত একটা আলোচনা করার জন্য (চলন্ত অবস্থায়)।

একটা মিটিংকে কীভাবে নিরাপদ করা যায়?

- মিটিংয়ের বিষয় আগে থেকে জানা থাকতে হবে যাতে বেশী সময় যেন নষ্ট না হয়।
- যত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস নিয়েই আলোচনা হোক না কেন, মিটিংয়ের শেষ সময় নির্ধারণ করে নিতেই হবে। যদি আপনি বলেন যে আমরা দুপুর ২ টার সময় শেষ করবো, তাহলে সেই অনুযায়ী সময়ের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে।

মিটিংয়ের সভ্যদের নিরাপত্তাঃ

- এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে আপনি একটা ইউনিটে কাজ করেন তাহলে বিভিন্ন রকম পরিস্থিতির জন্য আগে থেকে কিছু নিরাপত্তা পরিকল্পনা গ্রহণ করে রাখুনঃ যেমন ধরুন X বা Y যদি ধরা পড়ে যায় অথবা মিটিংয়ে যদি শহরের পুলিশের রেড্ পড়ে যায় ইত্যাদি। এতে কোন সন্দেহ নেই যে আপনি ধরা পড়ে গেলেই আপনাকে প্রশ্ন করা হবে মিটিংয়ে কে ছিল? তোমরা কী নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছিলে?....ইত্যাদি এবং আপনাকে এর জবাব দেওয়ার জন্য আগে থেকেই এসবের প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে হবে।
- মিটিংয়ের দিনক্ষণ ঠিক করা আর প্রকৃত মিটিং অনুষ্ঠিত হওয়ার মধ্যবর্তী সময়টা যেন খুব বেশী না হয়ে যায়। আপনি যত বেশী সময় আগে মিটিংয়ের তারিখ ঠিক করে রাখবেন শত্রুপক্ষের নিকট আপনার খবর পৌঁছে যাবার সম্ভাবনা তত বৃদ্ধি পাবে।
- আপনি যদি মিটিং স্থানের থেকে দূরে অবস্থান করে ভাইদের প্রহরা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে সক্ষম হন, তাহলে সেই ব্যবস্থা করুন। যদি আপনাদের যথেষ্ট

সংখ্যক সদস্য থাকে তাহলে রাস্তার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাখলে পরিষ্কার ভাবে আগে থেকে বুঝতে পেরে যাবেন যে কোন শত্রু বাহিনী রেড্ করতে আসছে কিনা।

- আপনাদের নিরাপত্তা বৃদ্ধি করার জন্য, শুধুমাত্র যদি সম্ভব হয়, তাহলে শহরের যেখানে নিরাপত্তা বাহিনী বেশী ব্যস্ত থাকবে সেখানে মিটিং নির্ধারণ করতে পারেন। যেমন- কোথাও বৃহৎ একটা সড়ক প্রতিবাদ সভা, আন্দোলন বা এই জাতীয় কিছু। তবে অবশ্যই এক্ষেত্রে রাস্তায় আপনাকে বিভিন্ন প্রশ্নের অথবা পরিচয় পত্র প্রদর্শনের সম্মুখীন হতে পারে। সুতরাং, এই কৌশল অবলম্বন করার আগে আপনার চারপাশের বাস্তবতা মাথায় রাখবেন।
- সবসময় সবথেকে খারাপ পরিস্থিতির জন্য আগে থেকে একটা পরিকল্পনা করে রাখবেন। যদি মিটিংয়ে রেড্ করে তখন আপনি কী করবেন? আপনি তাদের সাথে বাদানুবাদের মাধ্যমে সশস্ত্র লড়াইয়ে যাবেন নাকি আত্মসমর্পণ করবেন অথবা অন্য কোন বাঁচার পরিকল্পনা করবেন? এটা অবশ্যই আগে থেকে পরিকল্পনা করে রাখতে হবে। [যেমন পাকিস্তানে কিছু ভাইয়ের পরিকল্পনা ছিল কয়েকজন নিরাপত্তা বাহিনীকে গোলাগুলির মাধ্যমে ব্যস্ত রাখবেন এবং শক্তি প্রদর্শনের দ্বারা তাদের আটকে রাখবেন, অপর কয়েকজন তাদের সাথে থাকা যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ নথিসমূহ বিনষ্ট করে দেবেন। সবশেষে, তাঁরা সবাই বন্দী হয়েছিলেন কিন্তু নথি নষ্ট করে দেওয়ার মাধ্যমে অন্যান্য ভাইদেরকে ও সর্বোপরি মূল অপারেশনটাকে রক্ষা করেছিলেন।] আত্মসমর্পণের ক্ষেত্রেও, সেটা আপনার পরিকল্পনার অংশ হতে হবে। পরিকল্পনা করার পর আপনাদের যে কেউ যা যা বলবেন, ভেবে দেখুন এতে শত্রু দিকভ্রান্ত হয়ে যাবে।
- যদি আপনি বুঝতে পারেন যে আপনাকে কেউ অনুসরণ করছে বা নজরদারির মধ্যে আছেন, তাহলে আপনাকে সেই অনুযায়ী পরিকল্পনা করতে হবে, শুধু আগোছালোভাবে মিটিংয়ে যোগদান করলে হবে না।
- আর একটা বিষয়, সকল ইউনিট সদস্যের একসাথে মিটিংয়ের স্থানে প্রবেশ করা চলবে না বরং সকলকে পৃথক পৃথক প্রবেশ করা উচিৎ।
- সরাসরি মিটিংয়ের স্থানে উচিৎ নয়, একটু ঘুরে গিয়ে বেশী পথ অতিক্রম করে যাবেন। ধরুন আপনি হয়তো বাসে গমন করবেন তাহলে মিটিংয়ের কাছাকাছি বাসস্টপে অবতরণ করবেন না। অনুরূপ, যদি আপনি গাড়িতে করে যান তাহলে মিটিংয়ের স্থানের নিকটে গাড়িটা পার্ক না করে একটু দূরবর্তী স্থানে পার্ক করুন এবং পদব্রজে মিটিং স্থান অভিমুখে গমন করতে থাকুন।

- আবার আমি জোর দিতে চাই, কভার স্টোরির গুরুত্বের উপর আপনি কোথায় যাচ্ছেন এবং কী করছেন এসবের ব্যাপারে। ইন্-শা-আল্লাহ কভার স্টোরি নিয়ে একটা সম্পূর্ণ অধ্যায় আলোচনা করবো।
- মিটিংয়ের স্থানটা এইরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় নয় যেমন গভীর জঙ্গলে মধ্যে একমাত্র বাসযোগ্য জায়গার মত। এই নিয়ে ভাল ভাবে চিন্তা করতে হবে এবং স্থানটির চারিপার্শ্বে একইরূপ বিল্ডিং থাকতে হবে যাতে করে শত্রুকে সহজে ধোঁকা দেওয়া যায় এবং প্রয়োজনে পলায়নের রাস্তা বৃদ্ধি করা যায়।
- মিটিংয়েরস্থানটা অবশ্যই সন্দেহের উর্ধ্বে থাকতে হবে। সন্দেহজনক স্থান বলতে বোঝায় নাইটক্লাব এবং যে সব জায়গায় ড্রাগ, মদ ইত্যাদি চলে এবং এইসব জায়গায় মাঝে মধ্যেই পুলিশের রেড হয়।

[ইংরেজি অনুবাদকের অভিব্যক্তিঃ আমি এই বিষয়টাতে একমত নইকারণ উচ্চস্বরে গানবাজনা, মাদ্যপ ও অন্যান্য মানুষের অধিক সমাগমের জন্য (ভিড়) নাইটক্লাব জাতীয় স্থানগুলি একটা অপারেশন সম্বন্ধে গোপনে ডিটেল্সে আলোচনার জন্য উত্তম জায়গা যদি ভাইয়েরা সেই অনুযায়ী পোশাক পরিহিত থাকেন এবং অদ্ভুত রকমের আচরণ না করেন।]

সপ্তম অধ্যায়
ভ্রমণ এবং যাতায়াতে নিরাপত্তা

প্রিয় ভাইয়েরা, আপনারা জানেন যে বর্তমানে সারা বিশ্বজুড়ে গোয়েন্দা দপ্তরসমূহ ও নিরাপত্তা বাহিনীরা খামখেয়ালি অসৎ যুদ্ধের নিমিত্তে শুধুমাত্র মুজাহিদিনদেরই লক্ষ্যবস্তু হিসেবে ব্যবহার করছে, বিশেষ করে মুজাহিদিনদের ভ্রমণের সময়। অনেক অপারেশনই ব্যর্থ হয়েছে এবং বেশিরভাগ ভাই বন্দী হয়েছেন এই সফরকালীন অবস্থায়। তাই, মুজাহিদ ভাইদের উচিৎ সফরকালীন অবস্থায় তাঁদের চলাফেরায় খুব সতর্ক থাকা, যাতে করে আল্লাহর শত্রুদের হাতে বন্দী না হতে হয়।
এই পাঠ্যক্রমে আমরা আলোচনা করবো সেই সঠিক সতর্কতার বিষয়ে যা গ্রহণ করলে আল্লাহর অনুগ্রহে সফরের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে ইন্শা-আল্লাহ্।
প্রথমে, ব্যক্তিগতপ্রস্তুতি নিয়ে শুরু করা যাক।
মুজাহিদ ভাই, তিনি সফর শুরু করার পূর্বে, নিজেকে ভালোভাবে প্রস্তুত করে নেওয়া উচিৎ, এবং তার মধ্যে সর্ব প্রথমে হল পোশাক-পরিচ্ছেদ।

- ধার্মিক মানুষেরা যেমন পোশাক পরিধান করেন সেইরকমের পোশাক এড়িয়ে চলা। নিজেকে সর্বদা সাধারণ ভ্রমণকারী বা লক্ষ্যহীন পর্যটকের মত দেখতে করুন।
- সামঞ্জস্যপূর্ণ সঠিক রঙের পোশাক নির্ধারণ করুন। কালো প্যান্টের সাথে লাল বা হলদে জামা পরলে আপনার প্রতি সেইসব মানুষ লক্ষ্য করতে পারে যারা এই রকম পোশাকে অভ্যস্ত নয়।
- নতুন জামা কাপড় পরিধানেরও প্রয়োজন নেই, এতে বরং সন্দেহ হতে পারে। কিছু কিছু ভাই, সফরে নতুন পোশাক পরিধান করতে চান, পা থেকে মাথা পর্যন্ত এমনকি জুতোও। কিন্তু এতে আপনি আরো বেশী করে নজরে আসবেন। তার উপরে তারা যদি দেখে যে আপনার সর্বত্র নতুন পোশাক কিন্তু আপনার পিছনের ব্যাগে একটা বা দুইটা কামিজ এবং প্রচলিত পোশাক রয়েছে; তাহলে আপনি নজরদারির মধ্যে আসার ব্যাপারে একরকম নিশ্চিত।
- আপনার কপালের সিজদার দাগও আপনার সন্দেহের মধ্যে পতিত হওয়ার কারণ হতে পারে।
- বয়সের সাথে আপনার পোশাক সাদৃশ্যপূর্ণ হতে হবে। যদি আপনি ২০ বৎসরের হোন, তাহলে সেই জায়গার ২০র ছেলেরা যেমন পোশাক পরিধান করে তেমন অনুরূপ পোশাক পরিধান করুন।
- আপনি সফরে যাওয়ার অন্তত ২ সপ্তাহ আগে দাড়ি সেভ করা উচিৎ যাতে আপনার দাড়ির নীচের চামড়াটা সূর্যের রশ্মির সংস্পর্শে আসে। যদি আপনি এমনটি না করেন তাহলে আপনার দাড়ি সেভ করা ব্যাপারটা সবার নজরে চলে আসবে। যদি সম্ভব হয় তাহলে আধুনিক কোন পার্লারে গিয়ে চুল স্টাইল-কাট্ দিয়ে আসুন।
- যদি আপনি হাত-ঘড়ি ব্যবহার করেন তাহলে সেটা ডানহাতে পরিধান করবেন না, কারণ এটাও ওদের কাছে ধার্মিকতার একটা বৈশিষ্ট্য।
- যদি আপনার আঙুলে বৈবাহিক চুক্তির বা এই জাতীয় কোনও আংটি থাকে তাহলে একটা স্বর্ণের আংটি রাখুন অথবা সবথেকে ভাল কোনও আংটিই না পরিধান করা। রৌপ্যের আংটি আপনাকে ধার্মিক হিসেবে উত্থাপন করতে পারে যেহেতু ইসলামে স্বর্ণ পরিধান হারাম।
- এরকম ক্ষেত্রে খৃষ্টান ক্রস প্রদর্শন করে এমন কণ্ঠাভরণ বা হার ব্যবহার করা অনুমোদনযোগ্য। কারণ আপনাদের জ্ঞাত আছে যে খৃষ্টানরা (এমনকি খৃষ্টান পটভূমির নাস্তিক পশ্চিমারাও) তাদের কণ্ঠাভরণের সাথে ক্রস পরিধান করে থাকে। কিন্তু যদি আপনার পাসপোর্টে মুসলিম নাম থাকে তাহলে ক্রসযুক্ত হার পরিধান করবেন না, এতে আপনাকে উদ্ভট বা অদ্ভুত দেখতে হবে।

- যদি সফরে পার্ফিউম ব্যবহার করতে চান তাহলে তৈলাক্ত ও অ্যালকোহল মুক্ত পার্ফিউমব্যবহার করবেন না, যেগুলো মুসলিমরা ব্যবহার করে থাকে। বরং জাতিবাচক অ্যালকোহলযুক্ত পার্ফিউমব্যবহার করবেন যেমনটা সকলে করে এবং আপনি পুরুষ হলে পুরুষের পার্ফিউম-ই ব্যবহার করুন।

এখন আমরা সফরকালীন ডকুমেন্টস্ নিয়ে কথা বলব।

পাসপোর্ট

প্রথমে আপনার জানা উচিৎ যে যদি আপনি সফরে যেতে চান এবং আপনাকে জাল পাসপোর্ট দেওয়া হয়, তৎক্ষণাৎ পাসপোর্টের উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিন। যদি আপনি এতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন তাহলে আল্লাহর উপর ভরসা করে সফরে বেরিয়ে পড়ুন; আর যদি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ না করেন তাহলে ঐ পাসপোর্টে সফর করবেন না। এটা একটা সাধারণ নীতি।

তাছাড়া একাধিক পাসপোর্ট নিয়েও সফর করবেন না। শুধুমাত্র একটা পাসপোর্টই সাথে রাখবেন (হাত ব্যাগে)। যদি একাধিক পাসপোর্ট থাকে তাহলে সেটাকে আপনার প্রধান সংযত লাগেজের মধ্যে খুব ভিতরে ভালোভাবে গোপন করে রাখুন। যদি আপনার সাথে দুটো পাসপোর্ট রাখতেই হয় তাহলে একটা পাসপোর্টকে অবশ্যই খুব ভালোভাবে গোপন করে রাখবেন। তবুও এটা বিপজ্জনক, কারণ যদি আপনাকে সেকেন্ডারি স্ক্রিনিংয়ে পড়তে হয় যেখানে সীমান্ত বাহিনীর পুলিশরা আপনাকে পাশে নিয়ে যায় কিছু প্রশ্ন করার জন্য এবং আপনার নিকটে দুটো পাসপোর্ট পেয়ে যায়, তাহলে তার উপযুক্ত ব্যাখ্যা দিতে হবে (যেমন দুই দেশের নাগরিকত্ব)। যদি দুটো পাসপোর্টই জাল হয় অথবা যেকোনো একটা জাল হয় এবং দুটোতে ভিন্ন নাম থাকে তাহলে আপনি নিশ্চিত ফেঁসে গেলেন। এই কারনের জন্যই অনেক ভাই ধরা পড়েছেন।

সুতরাং, আপনার ডকুমেন্টস্গুলো (আইডি কার্ড, পাসপোর্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্স) সবই যেন একই নামের হয়। সেই সাথে পাসপোর্টে উল্লেখিত দেশের সম্বন্ধেও আপনাকে সবকিছু জানতে হবে। প্রেসিডেন্ট (রাষ্ট্রপতি), কয়েকজন মন্ত্রী, দেশের তারকা, খেলার দলের ও খেলোয়াড়ের নাম ইত্যাদি।

আমাদের ভাইদের একজনকে একবার জিজ্ঞাসিত হয়েছিলেনঃ "আপনি কোথা থেকে?" এবং তিনি উত্তর দিয়েছিলেন "কাতার"। তাঁকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হলঃ "কাতারের আমীর কে?" এবং তিনি সেটা জানতেন না। সুতরাং, যদি কখনও জাল পাসপোর্ট নিয়ে বের হন আপনার এই ধরনের তথ্যগুলো সর্বদা জেনে নেওয়া উচিৎ - গায়কদের নাম, বিখ্যাত ব্যক্তিদের নাম ইত্যাদি।

[অবশ্য, একাকী বা লোন-উলফ্ মুজাহিদের ব্যক্তিগত অপারেশনের ক্ষেত্রে তিনি সম্ভবত অসঙ্গত ডকুমেন্ট ব্যবহার না করে নিজস্ব পাসপোর্ট ও ডকুমেন্টস্ব্যবহার

করতে পারেন। বিশেষ করে বর্তমানে তো জাল ডকুমেন্ট পাওয়া বা তৈরি করা খুব কঠিন।]

লাগেজ বা মালপত্র কীভাবে প্রস্তুত করবেন?

আমরা যখন সফরে যাব আমাদেরকে অবশ্যই ছাত্র বা পর্যটকের মত দেখতে হতে হবে। সুতরাং লাগেজের জিনিসপত্রও সেই অনুযায়ী হওয়া উচিৎ।

এছাড়া, সেই দেশের আপনার স্থায়িত্বকাল ও আবহাওয়া অনুযায়ী লাগেজের জামাকাপড় নিতে ভূলবেন না। আপনি যদি তাদেরকে বলেন ৩ মাসের জন্য যাচ্ছেন তাহলে আপনার লাগেজেও ৩ মাসের মতই জামাকাপড় থাকবে, স্বল্প কয়েকদিনের কাপড় নয়।

পর্যটক ব্যক্তি হিসেবে ভ্রমণে গেলে আপনি সম্ভবত জানেন যে কী কী লাগেজ নিতে হবেঃ গোসলের পোশাক (যদি এটা গন্তব্য দেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়), জিন্স, জামা, পায়জামা, দাঁত পরিষ্কার মাজন (টুথপেস্ট), ক্যামেরা, উপন্যাস,……

এমন কিছু জিনিসও আছে যেগুলো আপনার সাথে নিয়ে যাওয়া উচিৎ নয়, যেমনঃ তৈলাক্ত পার্ফিউম, ধর্ম সম্বন্ধীয় কোন কিতাব, প্রচলিত জামাকাপড়, মক্কা ক্যাম্পাস, মুসাল্লা, মেশওয়াক, এগুলো আপনার প্রতি নজরদারি আকর্ষণ করার কারণ। আপনার হাত ব্যাগে এমন বেশ কিছু জিনিস রাখুন যেগুলো একেবারেই নিরপেক্ষঃ উপন্যাস, একটা ম্যাগাজিন, কিছু টাকা-পয়সা, ভ্রমন সম্পর্কিত আপনার নথিসমূহ,অর্থাৎ সাধারণ পর্যটকের মত মালপত্র।

[যদি আপনার সাথে স্মার্টফোন বা mp3/mp4 -প্লেয়ার থাকে, তাহলে নিশ্চিত হয়ে যান যে সেখানে যেন এমন কোন ছবি, অডিও বা ভিডিও না থাকে যা কোনওভাবে ধর্মের সাথে সম্পর্কযুক্ত, জিহাদের সাথে তো অনেক দূরের কথা। সাথে গান, গানের ক্লিপস্, মজার ভিডিও ইত্যাদি রাখুন। কুর'আন বা হাদিসের কোন অ্যাপ রাখবেন না, ডিভাইস্টিকে সম্পূর্ণ অনৈসলামিক করে তুলুন। যদি কোন এনক্রিপশন মেসেজ অ্যাপ ব্যবহার করেন তাহলে সেটা সফরের আগে আন-ইন্স্টল করে দিন। সাথে যদি ল্যাপটপ থাকে সেক্ষেত্রেও একই পরিকল্পনা গ্রহণ করুন।]

এসব ছাড়াও আপনাকে আরও যেটা বোঝা উচিৎ তা হল, পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিজে থেকে সর্বদা প্রস্তুত থাকা এটা অগ্রিম পরিকল্পনা করে রাখাই শ্রেয়। এক ভাই জাল পর্তুগীজ পাসপোর্ট নিয়ে আমেরিকা থেকে ক্যানাডা সফর করছিলেন এবং সেই সময় পর্তুগীজ পাসপোর্ট নকল করা এতই সহজ ছিল যে প্রায় সকলেই তা ব্যবহার করছিলেন। পরে অবশ্য পুলিশের নজরে ধীরে ধীরে এই জালিয়াতি প্রকাশ পায়।

সুতরাং ভাইটা জাল পর্তুগীজ পাসপোর্ট নিয়ে সীমান্ত নিয়ন্ত্রিত এলাকায় প্রবেশ করে দেখলেন যে ৩ জন পুলিশ অফিসার প্রহরায় আছে একজন বয়স্ক পুরুষ, একজন

মহিলা ও আর একজন যুবক। তিনি ভাবলেনঃ “বয়স্ক মানুষটি সম্ভবত প্রচুর অভিজ্ঞ হবে, তাই তাকে এড়িয়ে চলবো। মহিলাটা যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী হতে পারবে না এবং গন্ডগোল বাধাতে পারে। সুতরাং আমার যুবক অফিসারটা হয়েই যাওয়া উচিৎ।” এরপর যখন যুবক পুলিশ অফিসারের কাছে গেলেন এবং পাসপোর্ট দেখালেন তখন অফিসার জিজ্ঞাসা করলোঃ “এই পাসপোর্টের জন্য কত টাকা দিয়েছেন?” ভাইটা এরকম প্রশ্নের কল্পনাও করেননি। তিনি অস্বীকার করার পর পুলিশটা তার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে সতর্কবার্তা জানিয়ে দিল। ঐ ভাইটির অবশ্য ব্রিটেনে রাজনৈতিক শরণার্থীর পরিস্থিতি ছিল, তাই তেমন মারাত্মক কিছু হয়নি।
সুতরাং, এখানে শিক্ষা হল যে ভাইটাকে সর্বদা এইরকম প্রশ্নের প্রত্যাশা রাখতে হত এবং সেই অনুযায়ী উত্তরও প্রস্তুত রাখতে হত।

আর একটা বিষয়ঃ আপনার জানা উচিৎ যে কিছু কিছু পাসপোর্ট খুব স্বাভাবিক ভাবেই সন্দেহযুক্ত (যেমন সৌদি পাসপোর্ট)। যদি কখনও পুলিশ বলে যে আপনার পাসপোর্টের সত্যতার সম্বন্ধে সন্দেহ আছে, সেক্ষেত্রে আপনি অনেক কিছু করতে পারেন, জোরে হাসা থেকে শুরু করে দেশের দূতাবাসে ফোন করার ভয় দেখানো পর্যন্ত।
অস্ট্রিয়ার একটা ভাইয়ের এরকম হয়েছিল যিনি অন্য একটা ইউরোপিয়ান দেশে সফর করছিলেন জাল পাসপোর্ট নিয়ে। যখন পুলিশ তাঁকে জানালো যে “আমার মনে হচ্ছে আপনার পাসপোর্টটা জাল”, তখন ভাইটা আত্মবিশ্বাসের সাথে হাসতে আরম্ভ করে দিলেন। পুলিশটা তারপর তাঁর পাসপোর্ট ফেরত দিয়ে তাঁকে যেতে দিয়ে দিলেন। সুতরাং ভাইকে দৃঢ় ও আত্মবিশ্বাসী হতে হবে সেই সাথে সাহসীও, যদি সঙ্গে জাল পাসপোর্ট থাকে।
এখন যে ধরনের প্রশ্নগুলো আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা যেতে পারে সেগুলো সাধারণত এরকম ধরনের হতে পারে, যেমনঃ
আপনার ভ্রমণের কারণ কী?
এই প্রমোদ-ভ্রমণের অর্থ (টাকা) কিভাবে সংগ্রহ করেছেন?
ভ্রমণের স্থায়িত্বকাল কতদিনের জন্য ভ্রমণে বের হয়েছেন?
আপনাকে কে স্বাগত জানাচ্ছে/আপনার আগমনের জন্য গন্তব্যে কে অপেক্ষা করছে?
সেই দেশে গিয়ে আপনি কী করবেন?/আপনি কেন ঐ দেশেই যাচ্ছেন?

আমার স্মরণ আসে, একদা আমি আফগানিস্তানে আগমনের পূর্বে, কসোভো যেতে চেয়েছিলাম। সেই সময় মুসলিম ও সার্বদের মধ্যে সেখানে বিদ্রোহ সর্বোচ্চ মাত্রায় বিদ্যমান। সুতরাং আমি জর্ডানের বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ের দপ্তরে গেলাম আল্‌বেনিয়ার দূতাবাসের জন্য যেহেতু আল্‌বেনিয়া ছিল কসোভো যাওয়ার পথের সংযোগস্থল।

দপ্তরের ব্যক্তিটা আমাকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করে বসলঃ “কেন আপনি আল্‌বেনিয়া যাচ্ছেন? আপনি কি যুদ্ধ করে মৃত্যুবরণ করতে যাচ্ছেন?” আমি প্রত্যুত্তর দিলামঃ “আমি উচ্চশিক্ষার জন্য যাচ্ছি”। তখন সে আমাকে সিরিয়ার দূতাবাসের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দিল এবং আমি সিরিয়া চলে গেলাম। তারা অবশ্য আমাকে তুর্কী যেতে বলেছিল এবং আমি সেটা প্রত্যখ্যান করলাম। এখানে কথাটা হল যে আমি বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ের লোকটির পক্ষ থেকে ঐরকম প্রশ্ন উদয় হতে পারে সেই ব্যাপারে কখনওই প্রত্যাশা করিনি যেঃ “আপনি সেখানে গিয়ে যুদ্ধ করে মৃত্যুবরণ করতে চান?” সুতরাং আপনার উচিৎ আশ্চর্য করে দেওয়া প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকা ও সেই মুহূর্তে মাথা ঠান্ডা রাখা।সাথে এটাও জেনে রাখুন যে তারা আপনাকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে একই প্রশ্ন বারবার করতে পারে এটা নিশ্চিত হওয়ার জন্য যে আপনি মিথ্যা বলছেন না। সুতরাং আপনাকে আপনার কাহিনী ভালোভাবে রপ্ত করে নিতে হবে (যদি তেমন ক্ষেত্র থাকে)।

হোটেল

একজন পথিক বা পর্যটক হিসেবে, গন্তব্যে পৌঁছানোর পর আপনাকে কোন একটা হোটেলে থাকতে হবে। এই হোটেল কীভাবে পছন্দ করবেন?

- কিছু কিছু দেশে যেমন ইথিওপিয়াতে রাজ্য অধিক্রিত হোটেল পছন্দ করাই উত্তম কারণ সেগুলো নিরাপদ। সাধারণভাবে সেই সমস্ত হোটেলেই যাওয়া উচিৎ যেগুলোতে পশ্চিমা পর্যটকরা এসে বেশি থাকে। যত বেশি দামী ও উন্নত হোটেল হবে, তত সন্দেহের মাত্রাওহ্রাস পাবে।
- যদি কোনও অভ্যাগম আসে, সেক্ষেত্রে টিভির আওয়াজ খুব উচ্চ না করে কথা বলবেন না।
- হোটেলের অভ্যন্তরে খুব বেশী সময় অতিবাহিত করবেন না, বিশেষ করে যদি আপনার ছদ্মবেশ হয়ে থাকে পর্যটক হিসেবে।

গোপন বাহিনীর (Secret Service) দৃষ্টিতে উগ্রপন্থী / জঙ্গি কারা?

- ঐ সকল ব্যক্তিবর্গ যাঁদের কোনও একটা সন্দেহভাজন দেশের পাসপোর্ট আছে, যেমন- আরব দেশসমূহঃ লিবিয়া, ইজিপ্ট, আলজেরিয়া, সিরিয়া ইত্যাদি। তবে লোন-উল্‌ফ হলে (একাকী মুজাহিদ) আপনি সুরক্ষিত, কারণ আপনার পশ্চিমা দেশের পাসপোর্ট আছে।

- সেই ব্যক্তি যার নিকটে অডিও, ভিডিও, সিডি, ইউএসবি ইত্যাদি সরঞ্জাম আছে যেখানে মিলিটারি বিষয়ক অথবা যুদ্ধ, বিস্ফোরক, ধর্ম ইত্যাদি জাতীয় উপাদান উপস্থিত।
- যে সকল ব্যক্তির পৃথক পৃথক নামের একাধিক আইডি ডকুমেন্টস্ বিদ্যমান।
- যে ব্যক্তির নিকটে প্রচুর পরিমাণে অর্থ নিজের সাথেই রয়েছে। যদি আপনাকে দেখতে বিত্তশালী মনে না হয় অথচ সঙ্গে প্রচুর টাকা নিয়ে যাচ্ছেন, তাহলে আপনি সন্দেহের আওতাধীন।
- যে ব্যক্তির নিকট শুধু একটা ছোট ব্যাগ রয়েছে, যথেষ্ট পরিমাণে জামাকাপড় নেই অথবা কোনও পোশাকই নেই তবুও তিনি নিজেকে পর্যটক বা টুরিস্ট হিসেবে দাবী করছেন। এই ধরনেরব্যক্তিস্বাভাবিক ভাবেই সন্দেহভাজন।

পরিবহনে বা যে কোনও সাধারণ যাতায়াতে নিরাপত্তা

সাধারণ যাতায়াত তথা পরিবহনের ক্ষেত্রে কিছু সাধারণ গাইডলাইন বা নির্দেশিকা রয়েছেঃ

১. মোটরসাইকেলের ক্ষেত্রে, আপনাকে নিশ্চিত হতে হবে যে এটা যেন নিরাপদ স্থানে রক্ষিত থাকে এবং দেখে সন্দেহের উদ্রেক না হয়।

২. তাছাড়া যখন মোটরসাইকেল, গাড়ি বা এইজাতীয় কিছু চালাবেন তখন ট্রাফিক আইনকে সম্মান প্রদর্শন করুন। অতিরিক্ত গতি আপনাকে সমস্যায় আপতিত করতে পারে কারণ যদি পুলিশ সঠিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে তাহলেই সে বুঝতে পারবে যে আপনি হয়তো কিছু গোপন করছেন।

৩. গাড়ির সাথে আপনার পোশাক সামঞ্জস্যপূর্ণ করবেন। যদি কোন অপারেশনের জন্য খুব দামি গাড়িতে করে যান তাহলে তার সাথে সামঞ্জস্যশীল পোশাক পরিধান করুন।

৪. আপনার গাড়িটা যেন পরিবেশের সাথে মানানসই হয়। একটা দরিদ্র অঞ্চলে বা পাহাড়ি অঞ্চলে খুব দামি গাড়ি অহেতুকভাবে আপনাকে সকলের নজরে নিয়ে আসবে।

৫. সম্ভবপর হলে, আপনার বাহনটি (বাইক/কার) জাল নথি দিয়ে ভাড়া নেওয়া বা ক্রয় করা হতে হবে। অপারেশনের পর আপনি যদি জীবিত থাকেন, কর্তৃপক্ষ তখন আপনার পরিচয় অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে আপনার বাহনকে নিয়ে পর্যবেক্ষণে রত হবে।

৬. কোন অপারেশনে যাওয়ার আগে গাড়ির রং এবং নাম্বার পরিবর্তন করা এবং অপারেশন শেষে সমস্ত কিছু স্বাভাবিক অবস্থায় আগমনের পর পুনরায় গাড়ির রং ও নাম্বার পরিবর্তন করতে হবে। যেমন হাসান আল-বান্না যখন দুষ্কৃতিদের হাতে নিহত হয়েছিলেন তখন রাস্তার একজন পথচারী সেই আক্রমণকারীদের গাড়ির নাম্বারপ্লেটের

নাম্বার দেখে ফেলেন এবং স্মরনে রাখেন। দুষ্কৃতিরা নাম্বার পরিবর্তন না করায় সেই স্মরনে রাখা নাম্বারের সুত্র ধরেই তারা শেষমেশ ধরা পড়ে।

৭. যদি আপনি একটা গাড়ি বা মোটরসাইকেল ক্রয় করেন, সেক্ষেত্রে উত্তম এটাই হবে, যেমনটা আগেও বলেছি যে নকল বা জাল ডকুমেন্ট ও পরিচয় দিয়ে ক্রয় করতে এবং আপনার পরিচিত কারোর নিকট হতে অথবা আপনার বাসস্থানের নিকটবর্তী কোন স্থান থেকে ক্রয় করবেন না।

জনসাধারনের পরিবহনঃ

১. সাধারণ মানুষের ভিড়ে মিশ্রিত হয়ে অদৃশ্য হওয়ার জন্য জনবহুল মাধ্যমকে ব্যবহার করার চেষ্টা করুন। যেমন- বাস অপেক্ষা জনবহুল মেট্রোর পথ ব্যবহার করা বেশী উত্তম।

২. সর্বদা নির্দিষ্ট গন্তব্যের সামনেই থেমে যাওয়া প্রতিহার করে কিছুটা অগ্রে বা পশ্চাতে থেমে পদব্রজে গন্তব্যে পৌঁছান।

৩. একটু গুরুত্বপূর্ণ বা কেন্দ্রীয় স্টপেজগুলতে অবতরণ করা এড়িয়ে চলুন কারণ সেই স্থান গুলিতে নজরদারি অধিক মাত্রায় বিদ্যমান।

৪. পুনরায় বলছি, আপনার পোশাক হতে হবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যদি আপনি টুরিস্ট বাস ব্যবহার করেন, তাহলে একজন টুরিস্ট বা পর্যটকের মত পরিচ্ছেদ পরিধান করুন। এবং যদি আপনি একটু অভিজাত পোশাক পরিধান করে থাকেন তাহলে অভিজাতরা যাতায়তের যে মাধ্যমসমূহ ব্যবহার করে না আপনিও সেই পরিবহন মাধ্যম পরিহার করে চলুন।

৫. যদি আপনি দীর্ঘ সফরের জন্য একটা কোচ বা বড় গাড়িতে পরিবহন করেন তাহলে আপনার লাগেজ্‌কে অন্যদের সাথে রাখবেন, নিজের সাথে রাখবেন না। অন্যান্য যাত্রীদের ব্যাগের মধ্যে আপনার ব্যাগ রাখার চেষ্টা করবেন। পরিস্থিতি খুব খারাপ হলে, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রসহ নিজের সাথে একটা হাতব্যাগ বা ব্যাকপ্যাক (পিঠব্যাগ) রাখবেন এবং সংবেদনশীল জিনিসপত্রগুলো লাগেজের প্রকোষ্ঠে (বিশেষ কক্ষে) রাখবেন। অবশ্যই, সেখানে এমন কোন জনিস থাকা উচিৎ হবে না যেগুলো আপনার সাথে ব্যক্তিগত যোগসূত্র বহন করে যেহেতু আপনি সর্বদা ব্যক্ত করবেন যে আপনার সাথে শুধুমাত্র ঐ ব্যাকপ্যাকটাই বিদ্যমান, অন্য কিছু সামগ্রী আর নেই।

৬. যদি আপনার সন্দেহ হতে দূরে অবস্থান করার উদ্দেশ্যে পাশাপাশি যাত্রীদের সাথে কথোপকথন করার প্রয়োজন পড়ে, তাহলে তা করতে পারেন। তবে ধর্ম বা রাজনীতি বিষয়ক আলোচনা করবেন না এবং বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়বেন না। কারণ একটা ছোট লড়াইয়েই পুলিশের আগমন হতে পারে এবং আপনার অবস্থান প্রকাশিত হয়ে যেতে পারে।

৭. ট্যাক্সিদের থেকে সাবধান থাকবেন, তাদের সাথে বেশী কথোপকথন করবেন না। বিশেষ ক্ষেত্র বিশেষে বাধ্য হলে শুধুমাত্র সাধারণ কথাবার্তা বলবেন।

অষ্টম অধ্যায়
অর্থ (টাকাপয়সা) ও অস্ত্রশস্ত্রের নিরাপত্তা

অর্থের নিরাপত্তা

এতক্ষনে আমরা যাতায়াত ও পরিবহন মাধ্যম সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনা শেষ করলাম। এক্ষনে অর্থ-সম্পদের প্রতি একটু দৃষ্টিপাত করবো। 'অর্থের নিরাপত্তা' বলতে আমরা কী বুঝি?

এটা হল সেই সমস্ত পদ্ধতি যা আপনি গ্রহণ করবেন সফরকালীন অবস্থায় আপনার টাকা-পয়সাকে গোপন রাখতে, প্রতিরক্ষা করতে ও সংরক্ষিত করে রাখতে যা আপনি অপারেশনের উদ্দেশ্যে ব্যয় করবেন।

আমাদের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র টাকাপয়সাকে প্রতিরক্ষা করা নয়, সেই সমস্ত ভাইদেরও প্রতিরক্ষা করা যাঁদের নিকটে এই অর্থ গচ্ছিত থাকবে। কারণ যুদ্ধে জয়লাভের একটা চাবি হল অর্থ। আপনি জানেন যে আমেরিকা একই সময়ে আফগানিস্তান ও ইরাকের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল এবং আমেরিকার অর্থনৈতিক মন্দার কারণ হিসেবে প্রধান অংশ ছিল এই দুই যুদ্ধ এবং প্রচুর পরিমাণ অর্থ ও প্রচেষ্টা এখনও প্রয়োজন তারপরেও তারা পরাজয় স্বীকার করেই যাচ্ছে।

সুতরাং, অর্থ সম্পর্কিত কিছু দিকনির্দেশনা নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হলঃ

- একই স্থানে আপনার সমস্ত টাকাপয়সা কখনও রাখবেন না। বিশেষ করে যখন সেই টাকাটা অপারেশনের জন্য। আপনার উচিৎ বিভিন্ন স্থানে পৃথক পৃথক ভাবে টাকা ভাগ করে রাখা। এর ফলশ্রুতি হিসেবে আপনার একসাথে সমস্ত টাকা হারিয়ে যাবার ভয় থাকবে না এবং চুরি বা অন্য কোন কারণে সব টাকা চলে যাবারও বিপদ থাকবে না।
- অনেক পরিমাণ টাকা সঙ্গে নিয়ে বাইরে বের হবেন না। শুধুমাত্র যতটুকু প্রয়োজন সেই পরিমাণ টাকা নিয়েই বের হবেন। (তবে বৃহত্তর বিশেষ ক্ষেত্রে যখন বেশী টাকা নিয়েই বের হতে হবে সেই ব্যাপারটা ব্যতিক্রম)।
- তাছাড়া যখন বেশী অঙ্কের টাকা সঙ্গে নিয়ে বের হবেন তখন এর পিছনে আপনার একটা কভার স্টোরি থাকা দরকার যেখানে আপনি যেন ব্যক্ত করতে পারেন আপনি কী করছেন, কোথায় যাচ্ছেন ইত্যাদির ব্যাখ্যা।
- যদি কখনও খুব বিপদের সম্ভাবনা বুঝতে পারেন, সেই মুহূর্তে আপনার প্রস্তুত থাকা উচিৎ ক্যাশ টাকাগুলোকে মাটিতে পুঁতে দেবার জন্য। (এটা সবসময়ের জন্য প্রযোজ্য নয়)।

অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ

প্রিয় ভাইয়েরা এখানে আমার প্রতি আপনার গভীর মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। এই অধ্যায়ের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ যে নীতিমালাটি আপনাকে স্মরনে রাখা উচিৎ তা হল, এটা উপলব্ধি করা যে আপনি ইচ্ছেমত যে কারোর নিকট থেকে অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করতে পারবেন না। ভাইয়েরা আমার, খুব ভাল করে জেনে নিন এবং স্মৃতির মধ্যে রাখুন যে, যে অস্ত্র বিক্রয় করছে সেই লোকটি গোপন বাহিনীর (গোয়েন্দা)। অস্ত্রশস্ত্রের ব্যাপারীদের বেশিরভাগই গোয়েন্দা বাহিনীর সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত।

এটা কখনওই সম্ভব নয় যে একটা দেশে অস্ত্র ব্যাপারীরা কঠিন নজরদারির ঘেরাটোপ ছাড়া অথবা সেই দেশের গোয়েন্দা বাহিনীর সাথে সম্পর্কযুক্ত না হয়ে মুক্ত ভাবে ভ্রমণ করতে পারবে। আসলে, এই ভাবে তারা তথ্য প্রদান করতে পারে যে তাদের নিকট থেকে কে বা কারা অস্ত্র ক্রয় করছে।

খুব বেশী পশ্চাতে যেতে হবে না, সাম্প্রতিককালেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটা ঘটনা আমরা শুনেছিলামঃ কিছু ভাই আমেরিকাতে অপারেশন করতে চেয়েছিলেন এবং এরজন্য তারা অস্ত্র ক্রয় করেছিলেন। কে তাদেরকে অস্ত্র বিক্রয় করেছিল? এফবিআই এর একজন চোরাগোপ্তা গোয়েন্দা অফিসার! সুতরাং ফলশ্রুতি কী হয়েছিল? যখন তাঁরা আক্রমণ করতে শুরু করতে চাইলেন তখন তাঁরা আক্রমণের পূর্বেই সকলে বন্দী হয়ে গেলেন।

সুতরাং, এই ব্যাপারে আপনার প্রচন্ড সতর্ক হওয়া উচিৎ এবং কোন ব্যক্তিকেই বিশ্বাস করা সঠিক হবে না। এমনকি আপনার নিকটবর্তী মসজিদের ইমামকেও না! ক্যানাডাতে কী হল ভেবে দেখুন? 'মুসিব শেখ' নামের একজন ব্যক্তি যে একজন ইমাম ও ধর্মপ্রচারক উভয়ই ছিল এবং অনেক ভাইকে বোকা বানিয়েছিল। সেই ভাইয়েরা তাকে বিশ্বাস করেছিলেন এবং সেই ব্যক্তিটা তাঁদেরকে ট্রেনিংও দিয়েছিল কিন্তু ঠিক যেভাবে ক্যানাডিয়ান গোয়েন্দা দপ্তর বলে দিয়েছিল সেইভাবে! পরিশেষে এই ভাইয়েরা সকলেই বন্দী হয়েছিলেন। ব্যক্তিটা শুরু থেকেই ক্যানাডার গোয়েন্দা বাহিনীর সাথে কাজ করছিল।

সেই ঘটনাটা একটা পশ্চিমা টিভি চ্যানেলের অনুষ্ঠানে প্রচারিতও হয়েছিল। কিন্তু তারা সেটা করেছিল মুজাহিদদেরকে এই বিশ্বাস করিয়ে দমিয়ে দেবার জন্য যে "আমরা সব স্থানেই উপস্থিত আছি, আমরা জানি তোমরা কী করছো, আমরা তোমাদের লক্ষ্য করে চলেছি"। কিন্তু বাস্তবের ঘটনা তা নয়। শত্রুরা সর্বদা এই রকমের চোরাগোপ্তা ব্যক্তি এবং গোয়েন্দাদের ব্যবহার করে থাকে, তাই আমাদের সদা সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে এবং আমাদের পূর্ববর্তীদের ভূলগুলো থেকে শিক্ষা নিতে হবে।

সুতরাং, এই অস্ত্রশস্ত্র ক্রয়ের ব্যাপারটা খুব ভালোভাবে ও সতর্কতার সাথে পর্যালোচনা করা দরকার। এক্ষেত্রে যদি মধ্যস্থলে কোন ব্যক্তিকে বা একজন মধ্যস্থতাকারিকে (দালাল) ব্যবহার করতে পারেন তাহলে উত্তম হবে।
তাছাড়া আপনার প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহ বিভিন্ন দোকান (স্টোরস্) থেকে ক্রয় করবেন (যে দেশগুলোতে সেগুলো বিক্রি করা বৈধ, যেমন - আমেরিকা)।
উদাহরণস্বরূপ, আপনার হয়তো অস্ত্র প্রয়োজন, আপনি সেগুলো বিভিন্ন স্টোরস্ থেকে ক্রয় করুন। যেমন বিস্ফোরক প্রস্তুত করার জন্য আপনার অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে আপনার উচিৎ বিভিন্ন দোকান থেকে পৃথক পৃথক পরিমাণে ক্রয় করা, এতে সন্দেহের উদ্রেক হবে না। আপনি একস্থান থেকে ৫ কেজি, অন্যত্র ১০ কেজি, অথবা সম্ভব হলে আরও অনেক স্বল্প পরিমাণ করে করে বিভিন্ন দোকান থেকে ক্রয় করলে সন্দেহের মাত্রা অনেক হ্রাস পেয়ে যাবে। জার্মানিতে কিছু ভাই একত্রে ৫০ কেজি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ক্রয় করেছিলেন। তাঁরা আমাদের প্রদত্ত আদেশের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেননি। সুতরাং, তাদের কী হতে পারে কল্পনা করে নিন?

প্রকৃতপক্ষে, যে দোকানগুলো নাইট্রেট ও অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য বিক্রয় করে যেগুলো বিস্ফোরক প্রস্তুত করতে প্রয়োজন হতে পারে, সেই দোকানগুলোর সাথে গুপ্তচর বাহিনীর সর্বদা যোগাযোগ থাকে। প্রত্যেক ক্ষেত্রে কোন সন্দেহজনক ব্যক্তি দোকান অতিক্রম করার পরমুহূর্তেই তারা কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেয়। যদি আপনি কোনও রাসায়নিক সন্দেহজনক পরিমাণে ক্রয় করেন, সেই বার্তা তারা তৎক্ষণাৎ প্রেরণ করে দেবে। সেইজন্য, এইসব রাসায়নিকগুলো আপনাকে বিভিন্ন দোকান থেকে খুবই স্বল্প পরিমাণ করে করে ক্রয় করা উচিৎ (সেই সাথে একটা ভালো কভার স্টোরিও থাকতে হবে)।
আপনি প্রতিমুহূর্তে স্মরণে রাখবেন যে অস্ত্র ব্যাবসায়ীটি একজন গোয়েন্দা অফিসার। এই নীতির উপর ভিত্তি করেই যাবতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করুন।

এক্ষেত্রে কিছু নির্দেশিকা যুক্ত করা যেতে পারেঃ

- যখন অস্ত্র ক্রয় করতে চান, ব্যাবসায়ীটাকে ভালো করে যাচাই করে নিশ্চিত হয়ে যান যে সে চোরাগোপ্তা গোয়েন্দা নয়।
- এটাও নিশ্চিত হয়ে যাবেন যে আপনার নেওয়া অস্ত্রগুলো কাজ করছে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে এফবিআই চোরাগোপ্তা এজেন্ট ব্যাবসায়ীরা সেইরকম অস্ত্র প্রদান দিয়ে শুরু করে যেগুলো কাজ করে না।
- একত্রে প্রচুর পরিমাণে রাসায়নিক ক্রয় করবেন না।
- অস্ত্রের পরিবহন খুব সন্তর্পণে করা উচিৎ। যদি আপনার সাথে কেউ থাকেন তাঁকে তাঁর গাড়িতে করে সামনে প্রেরণ করে নিশ্চিত হয়ে যান যে কোন পুলিশ

চেকিং চলছে কিনা (পুলিশ চেকপয়েন্টে)। এর ফলে তিনি নিশ্চিত করতে পারবেন যে অগ্রভাগে রাস্তা পরিষ্কার আছে কিনা!

- অস্ত্রগুলোর যত্নের ব্যাপারে নিশ্চয়তা প্রদান করুন এবং জল থেকে রক্ষা করুন ইত্যাদি এবং অতি যত্নসহকারে গোপন করে রাখুন।

নবম অধ্যায়
নজরদারি

এখন আমরা আলোচনা করবো নজরদারি সম্বন্ধে এবং কোন সম্ভাব্য অপারেশন বাস্তবায়ন করার জন্য (যেমন কাউকে হত্যা করার পরিকল্পনা) টার্গেট বা লক্ষ্যবস্তুকে অনুসরণ করে তথ্য প্রাপ্তি সম্বন্ধে।

এটা এমন ধরনের নজরদারি যা সরকারি বাহিনীগুলো সর্বত্র ব্যবহার করে থাকে উগ্রবাদ সম্পর্কিত যে কোনও সন্দেহযুক্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে। যারা জিহাদ চলাকালীন দেশগুলো থেকে নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করবেন তাঁরা সর্বদা নজরদারির মধ্যেই অবস্থান করবেন, অন্ততপক্ষে ৬-১২ মাস। এমনকি, যদি কোন ধরনের টেররিজমের সাথে সম্পর্ক নাও থাকে, তবুও কোথাও কোন আক্রমণ বা ঐ জাতীয় কিছু সংঘটিত হলেই তাঁদেরকে হাজির করানো হবে। নজরদারির মধ্যে অবস্থিত সকল ব্যক্তিকেই অনুসন্ধান ও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

তাছাড়া, আমাদের অনেক ভাই যারা পশ্চিমা দেশে অপারেশন করেন এবং শেষমুহূর্তে দেউলিয়া হয়ে গেছেন তা শুধুমাত্র এই নজরদারির কারনেই। বর্তমানে এই নজরদারি আবার অনলাইনেও চলছে এবং এর সম্বন্ধে আরও তথ্যের জন্য আমরা আপনাকে পশ্চাতে ফেলে আসা “অনলাইন নিরাপত্তা ও এন্‌ক্রিপ্‌শন” অধ্যায়টা অধ্যয়ন করতে বলবো।

এক্ষনে আপনার লক্ষবস্তুর প্রতি নজরদারি পদ্ধতির নৈপুণ্য তথা কার্যকারিতার মাত্রা বৃদ্ধি করতে নিম্নের লিপিবদ্ধ পথনির্দেশিকাসমূহ বিবেচনা বা অধ্যয়নের দাবী রাখে।

- আপনার নজরদারির পদ্ধতিটা পরিকল্পনা করে নেওয়া উত্তম। এর জন্য অনলাইনে আপনি অনেক তথ্য প্রাপ্ত হতে পারেন (আগে অনলাইনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে), যেমন- আপনার টার্গেটের ঠিকানা, তার শখ বা পছন্দ (নেশা), রূপ বা চেহারা......ইত্যাদি।
- নজরদারি করতে বের হবার পূর্বেই একটা কভার স্টোরি নির্দিষ্ট করে নেবেন।
- যদি আপনারা অনেকগুলো ভাই এই কাজে যুক্ত থাকেন, তাহলে প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক ভাবে সংক্ষিপ্ত কাজ নির্ধারণ করে রাখা উচিৎ।

- পরিস্থিতি বিচার করে আপনি গোপন ক্যামেরাও ব্যবহার করতে পারেন। বর্তমান সময়ে তো আবার ঘড়ি বা পেনের সাথেও কিছু গোপন ক্যামেরা ব্যবহার করা যায়।
- নজরদারিতা খুব স্বল্প সময়ের জন্য পরিকল্পনা করা উচিৎ।
- নজরদারি শুরু করার জন্য স্থান নির্দিষ্ট করবেন।
- যদি আপনি একটা ইউনিট বা সেলে কাজ করেন তাহলে নিজেদের মধ্যে সতর্ক ও বিচক্ষণতার সাথে যোগাযোগের মাধ্যম হেতু নির্দিষ্ট কিছু ঈশারা বা প্রতীক ব্যবহারে প্রত্যেক সদস্যের রাজি হওয়া উচিৎ। এই ইংগিতগুলোর মধ্যে হতে পারে পকেটে হাত ঢুকানো বা বের করা, চশমা পরিধান করে নেওয়া ইত্যাদি। যেমন - আপনার লক্ষবস্তু ডানদিকে ঘুরেছে বোঝাতে বা এখানেই নজরদারির পরিসমাপ্তির বার্তা প্রদান করতে অথবা আমাদের পশ্চাদপসরণ করা বোঝাতে....ইত্যাদি। এই ঈশারা-ইংগিতগুলো খুব পরিষ্কার হওয়া উচিৎ যাতে আপনার সঙ্গী কোন ভাইয়ের মধ্যে সন্দেহের আবহ না তৈরি হয়। তবে তাঁদেরকে পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সাথে বেমানান হলে হবে না। যেমন রৌদ্র না থাকলে রৌদ্রচশমা পরিধান করা উচিৎ নয়, অথবা বৃষ্টিবিহীন অবস্থায় অহেতুক ছাতা ফোটানোও উচিৎ হবে না।
- আপনার উচিৎ এমন পোশাক পরিধান করা যাতে আপনাকে বাহ্যিকভাবে একদম স্বাভাবিক বলে মনে হয় এবং আপনার সঙ্গী যদি কেউ থেকে থাকেন তিনি যেন আপনার অনুরূপ পোশাক না পরিধান করেন।
- যদি আপনি দলবদ্ধভাবে কাজ করেন, তাহলে আপনাদের সকলের নিকট পুরোপুরি একই সময় নির্ধারিত (এক সেকেন্ডের পার্থক্যও নয়) ঘড়ি থাকা উচিৎ।
- সঙ্গে টাকা রাখবেন যদি আপনাকে ট্যাক্সি বা জনপরিবহন ব্যবস্থা ব্যবহার করতে হয় অথবা নজরদারি চলাকালীন কোন দ্রব্য ক্রয় করতে হয়।
- যদি আপনি এমন কোন টার্গেট ব্যক্তিকে অনুসরণ করেন যে আপনার সাথে একটা ভাল দূরত্ব বজায় রাখছে, তবুও আপনার উচিৎ এমন অবস্থানে থাকা যাতে ব্যক্তিটার ডান দিক বা বাম দিকে ঘূর্ণন আপনার সামনে প্রতীয়মান হয়। নজরদারি চলাকালীন মুহূর্তে তার সরাসরি পশ্চাতে থাকবেন না, বরং আপনার ও তার মাঝে কিছু মানুষের প্রবেশের সুযোগ দিন।
- যদি টার্গেট ব্যক্তি জনপরিবহন (public transport) মাধ্যম ব্যবহার করে তাহলে আপনিও সেই একই পরিবহন মাধ্যম ব্যবহার করে তদনুসারে কার্যনির্বাহ করুন।
- কখনও সরাসরি টার্গেটের সাথে চোখ মেলাবেন না।

- আপনার ও তার মধ্যবর্তী স্থানে সর্বদা স্বল্প কিছু মানুষের অনুপ্রবেশের সুযোগ দিন।
- সাধারণ আচরণ করুন, কিন্তু অতি সরলতার অতিরঞ্জন করবেন না। কারণ এই অতিসরলতার বহিঃপ্রকাশটাই সন্দেহের।
- যদি আপনার টার্গেট কোন বিল্ডিংয়ে (যেমন ধরুন শপিং মল) প্রবেশ করে তাহলে আপনার সেই মলে প্রবেশ করার একটা কভার স্টোরি থাকতে হবে।
- আপনার টার্গেটের গতিপ্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করার চেষ্টা করবেন। বিশেষ কিছু প্রতীক আছে যেগুলো দেখে উপলব্ধি করা যেতে পারে যে সে অনুভব করছে কেউ তাকে অনুসরণ করছে বা পর্যবেক্ষণ করছে।
- সঙ্গে অস্ত্র বহন না করাই উত্তম হবে যদি আপনার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র অনুসরণ ও পর্যবেক্ষণ করা হয়।
- নিজের সাথে আপনার প্রকৃত আইডি (পরিচয়পত্র) রাখুন, জাল পরিচয়পত্র রাখবেন না।
- স্মরণে রাখবেন যে আপনার টার্গেটের পছন্দের রাস্তাঘাট সম্পর্কিত ব্যাপারসমূহ (যদি সে সর্বদা একই পথ অনুসরণ করে, প্রত্যেকবার একই দোকানের সামনে থেমে যায় ... ইত্যাদি)।

নজরদারির কাজ খুব একটা সহজ নয়। গুপ্তচরেরা এতে প্রচুর শ্রম প্রদান করে থাকে। অতঃপর আপনি কী করতে পারেন যদি অনুভব করেন যে আপনাকে অনুসরণ করা হচ্ছে বা কীভাবে যাচাই করতে পারবেন যে আপনি আদৌ অনুসৃত হচ্ছেন কিনা?

- আপনার কোন একস্থান থেকে অনত্র (A থেকে B) যাতায়াতের সময় চতুর্দিকটা ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে নিন এবং বিভিন্ন সময় অন্তর অন্তর আপনার আশেপাশের মানুষগুলোর চেহারা স্মরণে রাখার চেষ্টা করুন। একই ব্যক্তির মুখমন্ডল বেশ কয়েকবার দৃশ্যমান হলেই বুঝে নিতে হবে আপনার উপর কেউ নজরদারি করছে।
- অন্যপথে পাড়ি দিন অথবা কোন বাসে আরোহণ করে বাসের গেট প্রায় সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে শেষ মুহূর্তে বাস থেকে অবতরণ করে যান। যদি অপর কোন ব্যক্তির একই রকম করে (পুনঃপুন বাসে আরোহণ ও অবরোহণ), তাহলে এটা ধর্তব্যের মধ্যে আনয়ন করতেই হবে যে আপনাকে কেউ অনুসরণ করছে।
- বিভিন্ন সময়ে আপনার পদব্রজের গতি পরিবর্তন করে দেখুন আপনার পশ্চাতে কারোর একই রকম ভাবে গতির পরিবর্তন করা পরিলক্ষিত হচ্ছে কিনা।
- মৃত্তিকা বা পথের উপরে কোন বস্তুকে নিক্ষেপ করে বিচক্ষণতার সাথে পশ্চাদভিমুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন।

- যদি আপনি একটা পথের সর্বশেষ প্রান্ত (Dead end road) পর্যন্ত জ্ঞাত থাকেন তাহলে পথটার শেষ অবধিই পাড়ি দিন এবং নিরীক্ষণ করুন কে আপনাকে সেখানেও অনুসরণ করছে।
- আপনি একটা সিনেমা হল বা শপিং মলে প্রবেশ করে বিকল্প কোন পৃথক দ্বার দিয়ে বহির্গমন করতে পারেন। ফলশ্রুতি হিসেবে আপনাকে অনুসরণ করা গুপ্তচরটা পুনরায় আপনাকে অনুসন্ধান করতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে।

যদি আপনি কোন টার্গেটকে চলমান গাড়ি থেকে অনুসরণ করেন (নিজের গাড়ি নিয়ে তাকে অনুসরণ করা) সেক্ষেত্রে কয়েকটি নির্দেশিকাঃ

- যদি আপনারা চালক সহ ২ জন উপস্থিত থাকেন, তাহলে চালকের কাজ হবে শুধুমাত্র আপনার গাড়ি ও টার্গেটের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রাখা (ভিড় রাস্তায় সামনে অন্তত ২টা গাড়ির ব্যবধান রাখা এবং বৃহৎ উন্মুক্ত পথে একটু বেশী দূরত্ব বজায় রেখে চলা), দ্বিতীয় জনের কাজ হল বিশেষ কিছু জিনিস পর্যবেক্ষণ করা ও প্রয়োজনে লিপিবদ্ধ করা।
- সেই স্থানের পরিবহন আইনকে (traffic rules) সবসময় সম্মান প্রদর্শন করার কথা স্মরণে রাখবেন। যদি টার্গেট গাড়িটা সবুজ বাতি থাকা অবস্থায় পথ অতিক্রম করে চলে যায় এবং আপনার পথ অতিক্রমের মুহূর্তে লালবাতি সিগন্যাল পড়ে যায়, তাহলে থেমে যান।
- একটু সতর্ক থাকুন যে টার্গেট গাড়িটার হয়তো নিয়ন্ত্রিত বা সংরক্ষিত এলাকায় প্রবেশের অনুমোদন থাকতে পারে, যেখানে আপনি প্রবেশ করতে পারবেন না (প্রহরী বা নিরাপত্তারক্ষী উপস্থিত)। সুতরাং, নিজেকে এরকম কোন পরিস্থিতির শিকার করবেন না যেখানে আপনার পরিচয় উদ্ভাসিত হয়ে যেতে পারে।
- টার্গেট গাড়িটার কিছু বৈশিষ্ট্য স্মৃতিতে রক্ষিত করুনঃ গাড়ির প্লেটের নাম্বার, রং, গাড়ির কোম্পানি বা ব্র্যান্ড, বিশেষ সংস্করণ, সাল ... ইত্যাদি।
- নিজ মনোযোগ স্থির রাখার উদ্দেশ্যে গাড়িতে রেডিও বন্ধ করে রাখুন।
- সেই মুহূর্তের জন্য প্রস্তুত থাকুন যখন আপনার নজরদারি পরিকল্পনার আওতাধীন টার্গেট ব্যক্তিটা গাড়ি পার্কিং করে পদব্রজে রত হবে।

বিল্ডিংয়ের উপর নজরদারি

কোন বিল্ডিংকে টার্গেট বা নিশানা করার পূর্বে, আমাদের অবশ্যই নির্বাচন করে নিতে হবে যে বাড়িটাতে কী কর্ম সম্পাদন করা হবে এবং মূর্খের মত ভ্রান্তি করে ভূল মানুষকে টার্গেট করা চলবে না।

এক্ষনে আমরা কীভাবে একটা বিল্ডিংয়ের নজরদারি কার্য সম্পাদন করতে পারি? [প্রথমে আপনি অনলাইনে অনুসন্ধান দিয়ে শুরু করতে পারেন এবং Google Map পরিদর্শন করতে পারেন]
কিছু ভাই সুদানে অবস্থিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসের উপর নজরদারি করতে চেয়েছিলেন, সেহেতু তাঁরা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে নিকটবর্তী স্থানে এমন একটা কক্ষ ভাড়া নিতে হবে যেখান থেকে দূতাবাসকে পরিলক্ষন করা যাবে।
সুতরাং, আমরা এখানে যা করতে পারি তা হল টার্গেট বিল্ডিংয়ের পারিপার্শ্বিকের উপর নির্ভর করে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। সেখানে কোন দোকান বা রেস্টুরেন্ট আছে কিনা যেটাকে আপনি কভার বা ঢাল হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন নির্দিষ্ট কিছু কিছু সময়ে বিল্ডিংয়ে নজরদারি পরিচালনার জন্য।

এখানে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ নীতিটা হল নিজের সৃজনশীলতাকে ব্যবহার করা এবং সমগ্র পক্রিয়া জুড়ে খুব তীক্ষ্ণ বা স্মার্ট থাকা। আপনি সম্ভবত লক্ষ্য করেছেন যে এই অধ্যায়ের "নির্দেশিকা"গুলো একটু বৃহত্তরই এবং অতিসাধারণ। কারণ প্রকৃত সত্য হল যে আমরা যা বলে থাকি সেগুলো আমাদের উপযোগী করে নেওয়ার জন্য এরকম আরও সহস্র বিষয়কে আমরা বিবেচনাধীন করতে পারি। সুতরাং, নির্দিষ্ট কোন কিছুর উপরেই শুধু আটকা পড়ে স্থিতিশীল হয়ে যাবেন না এবং ক্ষেত্রবিশেষে নতুন কোন কিছুর সাথে মানিয়ে নিতে দ্বিধাগ্রস্ত হবেন না।

দশম অধ্যায়
কভার বা প্রচ্ছদ (ছদ্ম আবরণ)

কোন চোরাগোপ্তা বা গোপন অপারেশন অথবা আক্রমণই সাফল্যমন্ডিত হয় না যদি সেখানে অতিব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় বিদ্যমান না থাকে, সেটা হল কভার বা প্রচ্ছদ। ঠিক যেমন গুপ্তচর বাহিনীর অফিসাররা বিন্দুমাত্র অগ্রসর হয় না প্রচ্ছদ ছাড়া, তেমন একই জিনিস প্রযোজ্য আল্লাহর রাহে নিবেদিতপ্রাণ মুজাহিদদের জন্যও; বিশেষ করে এই বর্তমান প্রেক্ষাপটে যখন সারা বিশ্বে মুজাহিদরাই হল ক্রুসেডারদের হিংস্র আক্রমণের একমাত্র লক্ষ্যবস্তু।

এক্ষনে কভার বা প্রচ্ছদ বলতে আমরা ঠিক কী বুঝি? এটা হল আসলে একটা বাহ্যিক প্রকাশ যার ছদ্মবেশে আপনি আপনার নিজ কর্মকে গোপনে পরিচালনা ও সম্পাদনা করবেন। নির্দিষ্ট সময় ও স্থান বিশেষে এটা আপনার কার্যক্রম ও উপস্থিতিকে নিশ্চিতভাবে যথার্থতা প্রদান করে থাকে।

সুতরাং কভার (প্রচ্ছদ) হল একটা বাহানা বা ওজর যার অন্তড়ালে আপনি আপনার অপারেশনের প্রস্তুতি নেবেন বা আরম্ভ করবেন। কী ধরণের প্রচ্ছদ কখন কীভাবে ব্যবহার করবেন তা আপনার জন্য সহজসাধ্য করার উদ্দেশ্যে অনেক নির্দেশিকা রয়েছে যেগুলো আপনি ব্যবহার করতে পারবেন।

পূর্বে একদা 'সিআইএ' তে একটা স্বর্ণালি নীতি বিদ্যমান ছিল, যা হলঃ "গোয়েন্দারা তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য নিজেরাই যত্নবান থাকবে"। সুতরাং, আপনি কিভাবে নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন? উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি নজরদারির আওতাধীন থাকেন এবং নির্দিষ্ট কোন অঞ্চল বা দেশের মধ্যে উপস্থিতি সীমাবদ্ধ করলেন না, কিন্তু সেই দেশে আপনার পরিবারের সাথে সংযোগ স্থাপন আপনাকে বিপদের মধ্যে পতিত করতে পারে। তাছাড়া "ইসলামিক অবয়ব" সহ আপনার উপস্থিতিও আপনাকে বিপদের দিকে ধাবিত করতে পারে। খুব বেশী কথাবার্তা বলাও আপনার জন্যও বিপদজনক। সঠিক নিয়ম বা পথনির্দেশিকা অমান্য করে অস্ত্রের ক্রয়ও আপনার বিপদ আনয়ন করতে পারে, ... ইত্যাদি।

প্রচ্ছদ (cover) এর জন্য নির্দিষ্ট নির্দেশিকাসমূহ কী কী?

- ***সর্বোত্তম প্রচ্ছদ হল স্বাভাবিক প্রচ্ছদ।*** যদি আপনি ডাক্তার, ছাত্র, অধ্যাপক বা একজন ইঞ্জিনিয়ার হনঃ আপনার নিজ কর্মকে, বাস্তবতাকে, নিজ জীবনকে ব্যবহার করুন প্রচ্ছদ হিসেবে। সুতরাং, আপনি যদি ইঞ্জিনিয়ার হয়ে থাকেন, নিজ কর্ম বা চাকরিকে প্রচ্ছদ আকারে ব্যবহার করুন। কারণ আপনার কাজ সম্বন্ধে আপনি জ্ঞাত, আপনি সেটা ভাল ভাবে বোঝেন, উপলব্ধি করতে পারেন; তাই সেখানে আপনার দ্বারা ভ্রম-ত্রুটি হওয়ার সম্ভাবনা সাধারণত হতে পারে না। এটা একরকমের স্থায়ী প্রচ্ছদ কারণ এখানে আপনার নকল ডাক্তার বা নকল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে প্রকাশ পাওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই নেই যেহেতু এটা আপনার প্রধান পেশা। [এভাবে যতগুলো সম্ভব উপযোগী উপায়কে স্বাভাবিক প্রচ্ছদের আওতার মধ্যে রেখে আপনার অপারেশনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করার চেষ্টা করুন।]
- ***সাময়িক প্রচ্ছদঃ*** এটা হল আপনার প্রচ্ছদ যা ব্যবহার করবেন স্বল্প সময়ের জন্য একটা নির্দিষ্ট সংক্ষিপ্ত উদ্দেশ্যহেতু। এর একটা উপযুক্ত উদাহরণ হল বিভিন্ন ছবি সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে একজন পর্যটক সদৃশ অভিনয় করা। আপনি যেই হোন, টুরিস্ট বা পর্যটকের মত ব্যবহার অবশ্যই করতে পারবেন এবং সেনসিটিভ স্থানের ছবিও তুলতে পারবেন যেগুলোর ছবি তোলা সাধারণত নিষিদ্ধ থাকে। যদিও সাধারণ পরিপ্রেক্ষিতে সেনসিটিভ মিলিটারি টার্গেটসমূহ

পর্যটন কেন্দ্রগুলো থেকে দুরে থাকে, তবুও এই অঞ্চলগুলো বেশ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে থাকে।

- ***দলগত (গ্রুপ) প্রচ্ছদঃ*** আপনি এবং আপনার ইউনিটের সাথী ভাইদের একত্রে সাক্ষাৎ প্রয়োজন কিছু আলোচনা করার জন্য, সেক্ষেত্রে আপনারা দলগত প্রচ্ছদ বা গ্রুপ কভার ব্যবহার করতে পারেন। আপনারা হতে পারেন কোনও ছাত্রদল, অথবা পর্বতারোহণে নির্গত অভিযাত্রী দল ইত্যাদি। যদি আপনারা কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হন এবং জিজ্ঞাসিত হন যে "আপনারা কোথায় যাচ্ছেন?", তখন প্রত্যুত্তরে জানান যে আপনারা সব বন্ধুরা একত্রে পর্বত অভিযানে পারি দিতে বেরিয়েছেন বা জঙ্গল শিবির (wild camping) করতে নির্গত হয়েছেন। অথবা কোন একটা বাড়িতে একত্রিত হয়ে পড়াশোনা করবেন ... ইত্যাদি।
- ***কাল্পনিক প্রচ্ছদঃ*** এটা হল সেই প্রচ্ছদ যা আপনি নিজের জন্য ব্যবহার করছেন, কিন্তু এর জন্য আপনার কোন জিনিসপত্রও বা তথ্য প্রমাণ কোনও কিছুরই প্রয়োজন নেই আপনার বক্তব্যকে সমর্থন করার জন্য যদি আপনি বন্দী হয়ে যান। যদিও আপনার এ হেন পরিস্থিতিতে পতিত হওয়া কখনওই উচিৎ নয়, এবং প্রত্যেকটা পদক্ষেপের প্রচ্ছদের জন্য আপনার সর্বদা প্রস্তুত থাকা বাঞ্ছনীয়। কেজিবি (KGB), ফ্রান্সে যখন একদা রাশিয়ান গোয়েন্দা প্রেরণ করেছিল, তার বিশেষ কার্যটা ছিল যে সে এমন অভিনয় করবে যেন মনে হয় সে ফ্রান্সে আসার আগে অনেক বৎসর ধরে ইতালিতে বসবাস করেছে। এই উদ্দেশ্যে তারা পুরানো সিনেমার টিকিট, এবং অন্যান্য অনেক তথ্য ও কাগজপত্র প্রস্তুত করেছিল তার ইতালিতে বসবাস এর প্রমান্য হিসেবে। যদি কোন ক্ষেত্রে পুলিশের আগমন হয়, সে খুব সহজেই অনেক প্রমাণ পেশ করতে পারবে তার ইতালীয় আবাসের প্রমাণ স্বরূপ (যদিও সেগুলো সবই KGB 'র তৈরি করা জাল নথিপত্র)।
- ***সাংগঠনিক প্রচ্ছদঃ*** এই প্রচ্ছদ হল যখন আপনি কোন সংগঠন (সোসাইটি/এন.জি.ও) তৈরি করবেন বা কোন সংগঠনে প্রবেশ করবেন এই উদ্দেশ্যে যে তথ্য সংগ্রহ করবেন এবং সেটাকে আপনার অপারেশনের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করবেন। উদাহরণস্বরূপ, খৃষ্টান ধর্মপ্রচারকরা কীভাবে মানবতাবাদী দলের প্রচ্ছদে ইসলামিক দেশগুলোতে প্রবেশ করে আমাদের ছেলেদের মধ্যে কুফর প্রচারিত ও প্রসারিত করে! এরকম অজস্র উদাহরণ বিদ্যমান। একই রকম উক্তি প্রযোজ্য 'সিআইএ' এর গোয়েন্দাদের ক্ষেত্রেও, তারা সর্বদা এইরকম কিছু একটা প্রচ্ছদ ব্যবহার করে থাকে।
- ***তড়িৎ প্রচ্ছদঃ*** এটা একপ্রকার সাময়িক প্রচ্ছদ কিন্তু অতি স্বল্প মুহূর্তের অবসরে সংঘটিত হয়ে থাকে এবং নিজ বুদ্ধিমত্তা ও সৃজনশীলতা প্রয়োগের অফুরন্ত

উপায় সেখানে বিদ্যমান থাকে। ইজরায়েলের গোয়েন্দা বাহিনীতে তাদের গোয়েন্দা অফিসারদের বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে উত্তীর্ণ করা হয়ে থাকে। তারমধ্যে একটি হল যে অফিসার প্রার্থীর সাথে পদব্রজে সড়কে (খোলা রাস্তায়) গমন। তারপর তাকে একটা উঁচু বিল্ডিং দেখিয়ে নির্দেশ দেওয়া হয় যে "আপনাকে ১০ মিনিটের অভ্যন্তরে ঐ বিল্ডিংয়ের চতুর্থ তলের জানালা থেকে হাতে এক গ্লাস জল নিয়ে আমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হবে।" সুতরাং এক্ষেত্রে প্রার্থীকে চিন্তাশক্তিকে সক্রিয় করে অতি স্বল্প সময়ের অভ্যন্তরে যথোপযুক্ত প্রচ্ছদ নির্ধারণ করতে হয়। এরকম ক্ষেত্রেই একজন ব্যক্তি (প্রার্থী) উক্ত বিল্ডিংয়ের চতুর্থ তলে উপস্থিত হয়ে দেখলেন যে সেখানে একজন ভদ্রমহিলা বসবাস করেন। ব্যক্তিটা তখন মহিলাকে এইভাবে উপস্থাপন করে যে "আমি একজন চিত্র প্রয়োজক এবং এই কর্মীগুলো আপনার জানালার একটা দৃশ্য সুট করতে চায় কারণ দৃশ্যটা বেশ যথাযথ মনে হচ্ছে। কিন্তু দৃশ্যটা যে সত্যিই সুন্দর তা নিশ্চিত করার জন্য একটু পরিদর্শন করতে চাই।" তৎক্ষণাৎ মহিলাটি সানন্দে তাদেরকে প্রবেশ করার অনুমতি দিল। সে তখন মহিলার নিকট হতে এক গ্লাস জল চাইল এবং ঐ এক গ্লাস জল হাতে সে তার পরীক্ষকের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো। আর একটা উদাহরণ হল একজন আলজেরিয়ার ভাই যিনি একটা ফরাসী রেস্টুরেন্টে কাজ করতেন কিন্তু তিনি সেখানে নিজেকে আলজেরীয় না বলে ইতালীয় হিসেবে পরিচয় দিয়েছিলেন। এবং অবশ্যই তিনি শুধুমাত্র ফরাসী ভাষাতেই কথা বলতেন এবং ইতালি ভাষার একটা শব্দও ব্যবহার করেননি। এইভাবে দীর্ঘদিন অবস্থান করে সেখানে তিনি নিজের কাজকর্ম উত্তমরূপে সম্পাদন করছিলেন। এমতবস্থায় কিছু ইতালীয় খরিদ্দারের আগমন হলে রেস্টুরেন্টের মালিক বললো "বাঃ! আমার নিকট আপনাদের আর এক সঙ্গী কাজ করেন, তিনিও ইতালীয়!" সুতরাং সেই ভাইটির কী প্রতিক্রিয়া ছিল? তিনি ইতালীয়দের সামনে দন্ডায়মান, অথচ ইতালি ভাষায় একটা শব্দও বলতে পারলেন না! এক্ষনে সেই ভাইয়ের কি সৃজনশীলতা ও ধীরতা দেখুন! তিনি তাঁর বসের (রেস্টুরেন্ট মালিকের) দিকে ঘুরলেন এবং বললেন, "না! এরা মিথ্যা বলছে, এরা কেউই ইতালীয় নয়" এবং সেই সঙ্গে এক অট্টহাসি চালিয়ে যেতে থাকলেন। এইভাবে তিনি ঘটনাটিকে একটি মজার বিষয়বস্তুতে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হন। যদিও ইতালীয় খরিদ্দারগুলি বলছিলেন যে "এই ব্যক্তি ইতালিয় নয়, সে মিথ্যা বলছে", কিন্তু ফরাসী মালিকটি (যে ইতালি ভাষা জানত না) ভাবল এই ইতালিয় দলটি ও ঐ আলজেরীয় একে অপরকে কঠিন টক্কর দিয়ে অট্টহাসি আর মজা করছে। পরিশেষে তিনি তাঁর প্রচ্ছদকে সঠিকরূপে ব্যবহার করে একটা কঠিন পরিস্থিতি হতে নিষ্কৃতি পেয়েছিলেন।

প্রচ্ছদের কাহিনী

এটা হল ছদ্ম পরিচয়ের গল্প যেটা আপনার প্রচ্ছদের জন্য ব্যবহার করেন, যেখানে প্রচ্ছদের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের ব্যাখ্যা উপস্থিত থাকবে এবং আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদকারী ব্যক্তির মানসপটে কোনরূপ সন্দেহের উদ্রেক করবে না। যখন আপনি নিজেকে উক্ত প্রচ্ছদ কাহিনী বলবেন, সেটা তখন হওয়া উচিৎ যুক্তিযুক্ত, সুসঙ্গত এবং সর্বপরি অসঙ্গতি বিহীন।

প্রচ্ছদ কাহিনীর জন্য কিছু দিক নির্দেশনা (guidelines)-

- প্রচ্ছদ কাহিনী যেন কোন সন্দেহের উদ্রেক না ঘটায়ঃ যদি আপনি নিজেকে এমন এক স্থানে উপস্থিত করেন যেখানে দরিদ্রের সংখ্যা অধিক, আপনাকেও সেই অনুযায়ী আচরণ করতে হবে। আপনার অবস্থা চতুষ্পার্শ্বের লোকজন অপেক্ষা পৃথক হওয়া চলবে না। যেমন ধরুন শীতল যুদ্ধ বা ঠান্ডা লড়াইয়ের সময় KGB গোয়েন্দাদের মুখোশ কীভাবে উন্মোচিত হয়েছিল? তাদের অধিক সংখ্যকই প্রচ্ছদ হিসেবে পশ্চিমের রাশিয়ান শরণার্থীয় ছদ্মবেশ গ্রহণ করে। কিন্তু পশ্চিমের গোয়েন্দা বাহিনীর নজরদারিতে ধরা পড়ে যে সাধারণ শরণার্থী অপেক্ষা এদের নিকটে অনেক অধিক পরিমাণ টাকা বিদ্যমান এবং প্রচুর খরচও করে চলছে। ফলশ্রুতি হিসেবে এটা সন্দেহের উদ্রেক ঘটায় এবং পরিশেষে মুখোশ উন্মোচিত হয়।
- এটা উত্তম হবে যদি প্রচ্ছদ কাহিনী আপনার ব্যক্তিগত ইতিহাসের সাথে এবং অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।
- আপনার প্রচ্ছদ কাহিনীটি বিভিন্ন তথ্য-প্রমাণাদি দ্বারা প্রমাণিত হতে হবে (এমনকি এই উদ্দেশ্য হেতু জাল নথিপত্র দিয়ে হলেও)।
- আপনার প্রচ্ছদ কাহিনী যেন আপনার কাঙ্ক্ষিত কর্মকে যথাযথভাবে সম্পাদিত করার স্বাধীনতা দেয়। সাধারণভাবে “শিক্ষার্থী প্রচ্ছদ কাহিনী” (Student Cover Story) আপনাকে আপনার অপারেশন পরিচালনা করার যথেষ্ট স্বাধীনতা দিতে সক্ষম। এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়মনীতিঃ আপনার প্রচ্ছদ ও প্রচ্ছদ কাহিনী আপনার নিকটে ঠিক সেইরকম গুরুত্বপূর্ণ হওয়া উচিৎ যেমন আফগান উপজাতী বা ইয়েমেনের উপজাতীয় মানুষদের নিকট গুরুত্বপূর্ণ হল যুদ্ধের অস্ত্র। আপনারা নিশ্চয় জ্ঞাত আছেন ঐ উপজাতি অঞ্চল গুলিতে একজন মানুষের অস্ত্রই হল প্রিয় বস্তু এবং অস্ত্র ব্যতীত কেউ থাকতে পারে না। এটা তাদের এবং মুজাহিদদের ব্যক্তিত্ব, সংস্কৃতি ও সম্পূর্ণ জীবনেরই একটা অংশ বা ক্ষেত্র। আপনার ক্ষেত্রে, পশ্চিমের একজন lone wolf মুজাহিদ হিসেবে অথবা একটা ছোট্ট ইউনিট বা সেল হিসেবে আপনার প্রচ্ছদটা অস্ত্রের মতই

সম গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং, প্রচ্ছদকে উত্তমরূপে প্রস্তুত করুন এবং সেটাকে যথাসম্ভব পূর্ণাংগ রূপদানের নিমিত্তে সময় নিন। তবে মনে রাখবেন, সমস্ত সফল অপারেশনেই সময় লাগে। একবার ভেবে দেখুন যে আল্লাহর ইচ্ছায় আপনি অথবা এক দল ভাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাড়ি দেওয়ার পরিকল্পনা করলেন এই উদ্দেশ্যে যে তাদের উপর এক তীব্র আঘাত হানবেন। ধরুন আপনার বা আপনাদের প্রচ্ছদ হল যে সেখানে গিয়ে ইমপোর্ট-এক্সপোর্টের ব্যবসা বা নিজস্ব কোন ছোট ব্যবসা করতে চান। অপারেশনের প্রারম্ভে এই ব্যবসা অন্ততপক্ষে এক বছর করতে হতে পারে, এমনকি দুই বছরও! তাড়াহুড়ো না করে সময় নিয়ে কাজ করাটা এখানে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। সফল গোয়েন্দা অফিসাররা সর্বদা বেশি সময় নিয়ে থাকে, ২ দিন বা ৩ দিন নয়, ২-৩ মাস পর্যন্ত সময় নেয়। যদি আপনি আমেরিকা গমন করেন এবং সেখানে আপনার উপনীত হওয়ার পরেপরেই অপারেশনের কাজ শুরু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তাহলে বলা বাহুল্য যে আপনার ব্যর্থতার সম্ভাবনা প্রবল। এটা অবশ্যই সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যিনি অপারেশনের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে সেখানে গমন করবেন। তবে ইতিমধ্যেই পশ্চিমে প্রস্তুত হওয়া একাকী মুজাহিদদের (lone wolf) উক্ত স্থানে উপস্থিতির অতিরিক্ত সৌকর্য বা সুবিধা হল যে তাঁর সম্পূর্ণ জীবনটাই একটা প্রচ্ছদ এবং সেই সাথে সেটা অনেক দৃঢ় ও মজবুতও। সুতরাং এটাকে আপনার সুযোগের সদ্ব্যবহারে পরিণত করুন। ধৈর্য ধারণ করে কর্ম সম্পাদন করবেন, অতি দ্রুততার সাথে কোন কিছু করবেন না এবং সর্বোপরি আল্লাহর উপরে পরিপূর্ণ আস্থা স্থাপন করে অগ্রগমন করুন।

একাদশ অধ্যায়

সামাজিক প্রকৌশল (Social Engineering)

এই অধ্যায়ে আমার আলোচনার বিষয় হল সামাজিক প্রকৌশল। এটা একধরণের art বা কলা যার মাধ্যমে মানুষের সাথে আকস্মিক সাধারণ বা নৈমিত্তিক কথোপকথনের মাধ্যমে তাদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয় অথচ তাদেরকে উপলব্ধি করতেই দেওয়া হয় না যে তারা তথ্য প্রদান করছে, অথবা তাদেরকে এমন উপলব্ধি করানো হয় যাতে তারা মনে করে যে উক্ত তথ্যসমূহ গুরুত্বপূর্ণ নয় বা অপ্রাসঙ্গিক।

উদাহরণস্বরূপ, ধরুন আমরা একজন পরিচিত ব্যক্তিকে হত্যা করতে চাই। সেক্ষেত্রে আমাদের উচিৎ তার সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা ও এমন সন্ধানে রত থাকা যাতে করে আমরা তার নিকটবর্তী লোকজনের সাথে কথোপকথন করতে সক্ষম হই, তার পরিবার, সহকর্মী, প্রতিবেশী বা তার পরিচিত মানুষজনের সাথে। এটা হল এমন এক

পদ্ধতি যেটা তৃগুত গোয়েন্দা বাহিনীও ব্যবহার করে থাকে। তারাও ছদ্মবেশে প্রতিনিধি প্রেরণ করে মুজাহিদদের সাথে আকস্মিক উদ্দেশ্যহীনভাবে কথাবার্তা বলার জন্য যদিও বাস্তবে কিন্তু সেটা হল সংবেদনশীল তথ্য প্রাপ্তির জন্য একটা কৌশল বা ফাঁদ।

এই সামাজিক প্রকৌশলের নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্য বিদ্যমানঃ

যে ব্যক্তিকে আপনি আপনার অজানা তথ্য গ্রহণের নিমিত্তে কিছু জিজ্ঞাসা করছেন যা আপনার অপারেশনের জন্য কার্যকরী রূপে ব্যবহৃত হবে সেই সম্পূর্ণ কথোপকথনটি যেন শুরু থেকে অন্তিম পর্যন্ত সরল ও অপাপবিদ্ধ মনে হয়।
যে ব্যক্তিটি আপনাকে তথ্য প্রদান করছে সে যেন স্বেচ্ছায় উক্ত কর্ম সম্পাদন করে, কোনরূপ চাপ বা বলপ্রয়োগ তথা ভীতিপ্রদর্শন করা চলবে না। সকল তথ্য যেন স্বাভাবিকভাবে কথোপকথনের মাধ্যমেই প্রাপ্ত হয়।
আপনাকে একটা কথোপকথনের মাধ্যমেই যে সব তথ্য জেনে নিতে হবে তেমন নয়। (তবে পুনরায় বলি, এটা অবশ্যই নির্ভর করছে আপনার বাস্তব জীবনের অবস্থার উপর)। সর্বোত্তম পন্থা হল, যদি সম্ভব হয়, ক্ষুদ্র থেকে অতিক্ষুদ্র তথ্য সংগ্রহ করা এবং দ্রুত গতি বা তাড়াহুড়ো করে না করা। আপনি বিভিন্ন স্থান হতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারে তথ্য প্রাপ্তি ঘটবে এবং শেষে সেই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তথ্যসমূহকে একত্রিত করে একটি সম্পূর্ণ চিত্রের রূপদান করবেন।

জিজ্ঞাসাবাদের সাথে এর পার্থক্য কোথায় (উদাহরণস্বরূপ পুলিশ হাজতে)

- কোনও জিজ্ঞাসাবাদের সময়, উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটি সহজাতভাবে আপনাকে সহযোগিতা করে না। কিন্তু সামাজিক প্রকৌশলের ক্ষেত্রে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি অজ্ঞাতসারে আপনাকে সহযোগিতা করে চলে।
- জিজ্ঞাসাবাদের সময় একটা বৈষম্যমূলক সম্পর্ক বিরাজ করে, যেখানে ক্ষমতাদর্পে একজন অপরজনের উর্ধ্বে আসীন হয়। কিন্তু সামাজিক প্রকৌশলের কথোপকথনের মুহূর্তে ক্ষমতার দিক দিয়ে উভয়ের সাম্যতা উপস্থিত থাকে।
- নিগৃহীত বা বন্দি ব্যক্তি জিজ্ঞাসাবাদের সময় উপলব্ধি করতে পারে যে কত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করা হচ্ছে যেটা সামাজিক প্রকৌশলে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তির উপলব্ধির নাগালের বাইরে।

কীভাবে কোন ব্যক্তির প্রতি সামাজিক প্রকৌশল পদ্ধতি প্রয়োগ করবেন?

- প্রথমে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির সাথে কথোপকথনের আপনাকে একটা উপযুক্ত ও নির্ভুল উপায় বের করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, ধরুন আপনার অপারেশনের উদ্দেশ্য

হয়তো একটা ছোট সেনাদলের জেনারেল বা প্রধানকে হত্যা করা। তার নিকটে অবস্থানকারী ব্যক্তি বা যে তাকে চেনে এরূপ ব্যক্তি দিয়ে শুরু করতে পারেন। যেমন সরকারি বিল্ডিংয়ের উপর তীব্র আঘাত হানার উদ্দেশ্য থাকলে শুরুটা করা উচিৎ নিকটে অবস্থানকারী লোকজন বা পার্শ্ববর্তী দোকানপাট দিয়ে।

- কথোপকথন চলাকালীন সময়েই আপনার উচিৎ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নির্ধারণ করে নেওয়া, এমনকি সেটা অতিক্ষুদ্র আকারের তথ্য হলেও।
- এটা নিশ্চিত করুন যে আপনার কথোপকথনের বিষয়বস্তু নির্দিষ্ট এবং যে বিষয়েই আলোচনা হোক না কেন তার প্রতি আপনি গুরুত্ব প্রদান করুন। একজন উত্তম শ্রোতা হন। মধ্যস্থলে বাধা প্রদান করবেন না।
- আপনি যে ব্যক্তির সাথে কথোপকথন করছেন তাকে তার তরফ থেকে আলোচনা চালিয়ে যেতে প্রাধান্য আরোপ করুন। এর অনেকগুলি সুবিধা আছে, যেমন- (১) আপনার সম্মুখে দন্ডায়মান ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন। অর্থাৎ সে কি চালাক (স্মার্ট)? গল্পপ্রিয় বা বাচাল? সে কি লাজুক বা সন্দেহজনক? অথবা সে কি এরূপ যে আপনি তাকে যা জিজ্ঞাসা করছেন সে তার থেকে অধিক প্রত্যুত্তর দিচ্ছে? (২) আপনি নিজ অভিপ্রায় বা অভিলাষকে গোপনে রাখতে পারবেন। (৩) উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে কথোপকথনে প্রধান ভূমিকা রাখার উপযুক্ত হিসেবে প্রস্তুত করে দেয়। যদি সে অনুভব করে যে সে অধিক কথাবার্তা বলেছে বা প্রধান ভূমিকা রেখেছে, তাহলে আপনি কথা চালিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিন। (৪) খুব সহজে দক্ষতার সাথে কথোপকথনকে আপনার প্রয়োজনীয় তথ্যমুখী করা সম্ভবপর হয়ে যায়। তবে এই কর্ম অতি সন্তর্পণে ও ধীরে ধীরে সম্পাদন করা উচিৎ, হঠাৎ করে শুরুতেই কথাবার্তা ঐরূপ করা উচিৎ নয়।
- সর্বদা পরোক্ষভাবে প্রশ্ন করবেন। যেমন ধরুন আপনার অতি গুরুত্বপূর্ণ টার্গেটটি ক্যাফের নিকটবর্তী স্থানে অবস্থান করে এবং আপনি সেখানকার এক কর্মীর সাথে কথোপকথন করছেন। সেক্ষেত্রে আপনার কখনওই এরূপ জিজ্ঞাসা করা উচিৎ হবে না যে "ঐ ব্যক্তিটি সকালে কখন কাজের জন্য বাইরে বের হয়? এটা বোকামি হয়ে যাবে। এর পরিবর্তে আপনি এরূপ বলতে পারেন যে "আপনি উনাকে (X) চেনেন? এখান থেকে খুব বেশি দূর নয় তাঁর বাড়ি! (আপনারও যেন এই অঞ্চলেই বাড়ি তেমন অভিনয়করা)! কিন্তু বেশ কয়েক দিন তাকে কাজে যেতে দেখছিনা। আপনার কি মনে হয় তিনি অসুস্থ?" এইরূপে তার উত্তর হয়তো আসতে পারে যে - "অসুস্থ? আমার তো এমন মনে হয় না। কারণ তিনি তো প্রত্যহ সকাল ৯ টার গাড়িতেই বের হচ্ছেন! তাই আমি মনে

করি তিনি সুস্থ।” (আশা করি উদাহরণটা বুঝতে পেরেছেন)। সুতরাং সর্বক্ষত্রে পরোক্ষভাবে তথ্য জানতে চাইবেন।

- কথোপকথন করা ব্যক্তিটির প্রতি ভদ্র ও মার্জিত আচরণ করুন এবং সম্মান প্রদর্শন করুন। কথোপকথনের পরিবেশ যত সুন্দর হবে, আপনার তথ্য আদায়ও সহজসাধ্য হবে।
- কথোপকথন করা ব্যক্তিটির প্রতি গভীর মনোযোগ দিন। যদি সে আপনার সাথে কথা বলতে অশান্ত হয়ে যায় বা ইতস্তত বোধ করে তাহলে মনে রাখবেন এর কারণ হল সে আপনাকে কোন কিছুর কারনে সন্দেহ করছে।
- একটি কথোপকথনের দ্বারা সকল তথ্য আদায়ের প্রচেষ্টা করবেন না। এই কর্ম সম্পাদন করতে আপনার কয়েক সপ্তাহ, এমনকি কয়েক মাসও লাগতে পারে। মুজাহিদদের উচিৎ দীর্ঘমেয়াদী কর্মের জন্য প্রস্তুত থাকা এবং তাঁদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিৎ ‘ধৈর্য’।
- আপনার প্রয়োজনীয় তথ্য প্রাপ্তির পর কথোপকথনকে অন্য বিষয়ের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে যান, যাতে করে পরবর্তী সময়ে আবার সহজেই তার সাথে কথাবার্তা বলতে পারেন।
- কথোপকথনের সময় আপনার চারপাশের বাস্তবতা সম্বন্ধে কিছু ইচ্ছাকৃত ত্রুটি করুন এবং দেখুন যে উক্ত ব্যক্তি আপনাকে শুধরে দিয়ে অতিরিক্ত কোন তথ্য বা খুঁটিনাটি কোন বিবরণ প্রদান করে কিনা। আপনি এরূপ অভিনয়ও করবেন যে ঐ ব্যক্তির দেওয়া তথ্য আপনি বিশ্বাস করছেন না। ফলশ্রুতি হিসাবে সে প্রদত্ত তথ্যের দৃঢ়তা প্রদান করার প্রয়াস করবে, এমনকি সে আরও বেশি খুঁটিনাটি বিবরণ দ্বারা আপনাকে সন্তুষ্ট বা রাজি করার প্রয়াসে রপ্ত থাকবে যে সে যা বলেছে তা সত্য।
- স্বর্ণালি নীতিঃ ধৈর্য ধারন করুন এবং বিচক্ষণতা অবলম্বন করুন। বেশি বাচালতা করবেন না।

দ্বাদশ অধ্যায়
বিশেষ অপারেশন এবং তথ্যানুসন্ধান

এক্ষনে আমরা আলোচনা করতে চলেছি অপারেশন সম্বন্ধে কীভাবে অপারেশনের সঠিক কর্ম সম্পাদনা নিশ্চিত করা যায়, উপযুক্ত পরিকল্পনা করে কীভাবে নিরাপদে তার বাস্তবায়ন করা সম্ভবপর হয়।

যে কোন অপারেশনেরই যেমন একটি উত্তম পরিকল্পনা থাকা উচিৎ, তেমনই তা নিরাপদ হওয়াও বাঞ্ছনীয়। অবশ্যই, আমাদের উদ্দেশ্য হবে আমাদের অপারেশনকে সাফল্যমন্ডি করার ব্যাপারে নিশ্চয়তা প্রদান করা। সুতরাং, ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম খুঁটিনাটি বিষয়গুলির প্রতিও অতি যত্নবান হওয়া উচিৎ।

সর্ব প্রথমে, গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমুহঃ

- **লক্ষ্যবস্তুকে সঠিকভাবে নির্বাচন করাঃ** এর অর্থ হল আপনার অপারেশনের টার্গেট বা লক্ষ্যবস্তু হতে হবে স্বচ্ছ বা পরিষ্কার। আমাদের উদ্দেশ্য কী? একটি নির্দিষ্ট বিল্ডিংকে উড়িয়ে দেওয়া? পরিচিত কোন ব্যক্তিত্বকে হত্যা করা? এইরূপে আপনাকে লক্ষ্যবস্তু সরাসরি নির্দিষ্ট করা উচিৎ।
- আপনার নিকটে থাকা তথ্যের সত্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হনঃ আপনাকে নিশ্চিত হওয়া উচিৎ যে লক্ষ্যবস্তু সম্বন্ধে আপনার নিকটে বিদ্যমান তথ্যসমূহ সঠিক ও সত্য; সেটা হতে পারে লক্ষ্যবস্তুর অবস্থান বা ঠিকানা, সেখানে উপস্থিত মানুষের সংখ্যা, নিরাপত্তা বাহিনীর উপস্থিতি, ... ইত্যাদি। সেই সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য আপনার জ্ঞাত থাকা উচিৎ - অথবা অন্ততপক্ষে আপনার দ্বারা সর্বোচ্চ যতটা পরিমানে সম্ভব তথ্য সেই পরিমাণ জ্ঞাত থাকা।
- অপারেশন পরিকল্পনায় একটা বিকল্প পরিকল্পনা হিসেবে সর্বদা ‘প্ল্যান-B’ পরিকল্পনা করে রাখা উচিৎ যদি কখনও ‘প্ল্যান-A’ বা মূল পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। সুতরাং, ‘প্ল্যান-A’ বা প্রথম পরিকল্পনায় আপনি কিছু মূল বিষয় নির্দিষ্ট করে নিন এবং প্ল্যান-A তে সেগুলো বাস্তবায়ন করা সম্ভবপর না হলে ‘প্ল্যান-B’ বা দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে সেগুলো করার প্রচেষ্টা করুন।
- শত্রুদের মানসিকতা ও চিন্তাভাবনার মতই আপনাকে চিন্তাভাবনা করতে হবে। কোন কিছুকেই বাই-চান্স বা অজানা রূপে পরিত্যক্ত করে রাখবেন না। সমস্ত কিছুই আপনার পরিকল্পনার আওতাধীন হওয়া উচিৎ।

‘প্ল্যান-A’ এবং ‘প্ল্যান-B’

- “প্ল্যান-A” হল প্রথম মূল পরিকল্পনা। এখানে অপারেশনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ খুঁটিনাটি বিষয়াদি উপস্থিত থাকবে।
- প্ল্যান-B: এটা প্রয়োগ করা উচিৎ শুধুমাত্র কোনও বিশেষ কারণ হেতু ‘প্ল্যান-A’ ব্যর্থ হলে। অপারেশন চলাকালীন আপনার যতি সামান্য পরিমাণেও মনে হয় যে ‘প্ল্যান-A’ এর পরিকল্পনা বিপদগ্রস্ত বা সংকটাপন্ন তাহলে তৎক্ষণাৎ ‘প্ল্যান-A’ পরিত্যাগ করে ‘প্ল্যান-B’ তে পরিবর্তন করুন।

- আকস্মিক বা জরুরি পরিকল্পনা (Emergency Plan or EP)ঃ যখন ' প্ল্যান-A' এবং 'প্ল্যান-B' উভয়ই বাস্তবায়নে ব্যর্থতা প্রদর্শিত হয়। মনে রাখা উচিৎঃ আমাদের অনেক ভাই অ্যারেস্ট হয়েছেন শুধুমাত্র এই কারণে যে তাঁদের কোন জরুরি পরিকল্পনা বা EP ছিল না। এবং সর্বোপরি সাধারণভাবে কারণ হল উপযুক্ত পরিকল্পনার অভাব। পুনরায় জোর প্রদান করি ভবিষ্যতের সম্ভাব্য ঘটনার গুরুত্বের প্রতি। আপনার অপারেশন হয়তো সফল্যমন্ডিত হল এবং আপনি শাহাদাতও বরণ করলেন। কিন্তু এটারও তো সম্ভাবনা ছিল যে আপনি হয়তো অপারেশনের পর প্রচেষ্টা করলে গোপনে অবস্থান করতে পারতেন (উদাহরণস্বরূপ)।
- যদি আপনি একটা ক্ষুদ্র দল বা ইউনিটের সাথে কর্ম সম্পাদনে যুক্ত থাকেন, সেখানে শৃঙ্খলাবদ্ধ নির্দেশরেখাকে সম্ভ্রমের সাথে মান্য করা খুব গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে প্রত্যেকের নিকট নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই কাজের দায়িত্বের খুঁটিনাটি বিষয়াদি উপস্থাপিত করে রাখতে হবে।

অপারেশনের পরিকল্পনাঃ

অপারেশনের পূর্বে যা প্রস্তুত করে রাখা প্রয়োজন তা হল এই পরিকল্পনা। প্রিয় ভাইয়েরা, আপনাদের জানা দরকার যে প্রত্যেকটা লক্ষ্যপূরণ সহজসাধ্য হয় না। আপনার লক্ষ্যবস্তু উপনীত হওয়ার নিমিত্তে আপনাকে সর্বোত্তম পন্থার বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, আমরা হয়তো কাউকে হত্যা করতে চাই। সেই কর্ম সম্পাদনের সর্বোত্তম পন্থা কী? কোন দূরবর্তী স্থান থেকে সুট করা (গুলিবর্ষণ করা)? নাকি নিকটবর্তী স্থান থেকে সুট করা? ছুরিকাঘাত করে? গাড়ির দরজার উপর বিষ প্রয়োগ করে? উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে বিষাক্ত পদার্থ মেশানো পত্র প্রেরণ করে? সুতরাং সম্ভাব্য সর্বপ্রকার উপায়গুলিকে অন্বেষণ ও বিশ্লেষণ করা উচিৎ। [ইন্সপায়ার ম্যাগাজিন (INSPIRE MAGAZINE) এই ব্যাপারে সাহায্যে আসতে পারে]।

- একটা উত্তম পরিকল্পনা সর্বদা হওয়া উচিৎ বাস্তবসম্মত এবং আমাদের আওতার মধ্যে। একে অতি জটিল করার কোনরূপ প্রয়োজন নেই। পরিকল্পনাটি হওয়া উচিৎ সহজ সরল কিন্তু পরিপূর্ণ। তবে এটা অবশ্যই স্বীকার্য যে কিছু বিশেষ উপাদান আছে যেগুলি অপারেশনের সময়েও পরিবর্তিত করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে আপনি নিজেকে কিছু স্বাধীনতাও দিতে পারেন।
- এটা অতি প্রয়োজনীয় যে পূর্বের অপারেশনসমূহের যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয়সমূহ পড়াশোনা করুন, এমনকি যে অপারেশনসমূহ ব্যর্থ হয়েছে

সেইগুলিও। আপনাকে পূর্বের ভাইদের ভ্রান্তি হতে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে যাতে পূর্বের একইরকম ভ্রান্তির ফাঁদে পুনরায় আপনি না পড়েন।

- আদর্শ অপারেশনে মূল মুখ্য টার্গেট ও দ্বিতীয় বিকল্প টার্গেট একই স্থানে হওয়া উচিৎ। যদি মূল টার্গেটে সফল ভাবে আঘাত হানতে সক্ষম হওয়া যায়, তখন দ্বিতীয় টার্গেটে আঘাত হানার প্রচেষ্টা করতে পারবেন। তবে প্রথম মূল টার্গেটটিই কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ।
- পরিকল্পনার রূপদানে সহায়তা প্রাপ্ত হতে অনলাইন উপকরণ ব্যবহার করুন (ম্যাপ তৈরির জন্য সফ্‌টওয়্যার, গুগ্‌ল ম্যাপ ইত্যাদি)।
- পরিকল্পনা করা সম্পূর্ণ হয়ে গেলে, সম্পূর্ণ অপারেশনের সম্ভাব্য দৃশ্যসমূহ শুরু থেকে শেষ অবধি, মস্তিষ্কে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে কল্পনা করে নেওয়া উচিৎ (সিনেমার মত)। এটা যত বেশি করবেন ততই অপারেশনের দিনে নিজের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে।
- সম্ভাব্য সমস্ত ক্ষতিকারক পরিণতিসমূহ কল্পনা করে নিন এবং তদনুরূপ প্রতিটি মন্দ পরিণতির জন্য প্রয়োজনীয় করণীয় ঠিক করে রাখুন।
- ক্ষীপ্রতা ও সৃজনশীলতার সাথে আকস্মিক আঘাত বা উপলব্ধি করতে না দিয়ে আঘাত হানা এই উপাদানটি নিজ অপারেশনে ব্যবহার করুন। [পুনরায় উল্লেখ করছি, ইনস্পায়ার ম্যাগাজিনের গুরুত্ব কারণ এক্ষেত্রে এটা আপনাকে সাহায্য করবে]

তথ্যানুসন্ধানঃ

বর্তমান সময়ে সোশ্যাল মিডিয়া, গুগ্‌ল ইত্যাদির দৌলতে কোন টার্গেট সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করাটা ১০ বৎসর পূর্বের তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি অপেক্ষা অত্যধিক সহজতর। অনলাইনে নিজ গৃহে অবস্থান করেই এখন তথ্য সংগ্রহের কাজটির অনেকাংশ সম্পাদিত করা যেতে পারে এবং শুধুমাত্র স্বল্পকিছু বিশেষ ধরণের তথ্য সংগ্রহ টার্গেটের অবস্থিতি স্থলে গমন করে অনুসন্ধান ও পরিদর্শনের মাধ্যমে সম্পাদিত করা হতে পারে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিশেষ কিছু জিনিস আছে যেগুলি আপনি জ্ঞাত হতে পারবেন না যদি আপনি উক্ত স্থানের তত্ত্বানুসন্ধান বা পরিদর্শন না করেন। যেমন- টার্গেটের সন্নিকটস্থ সড়ক পথটি কীরূপ সংকীর্ণ বা প্রশস্ত; দিবসের বিশেষ মুহূর্তগুলি কী কী যখন সর্বাধিক মানুষের উপস্থিতি থাকে/সর্বনিম্ন সংখ্যক মানুষ উপস্থিত থাকে; কোন কোন মুহূর্তে সিকিউরিটি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় বা হ্রাস পায়, ... ইত্যাদি।

যদি টার্গেটটি স্থির বা নিশ্চল হয়ে থাকে তাহলে আপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হল যে আপনি টার্গেটের পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞাত থাকবেন চতুষ্পার্শ্বের সড়কপথসমূহ

ও তাদের নাম, সন্নিহিত অঞ্চলের প্রকৃতি (শিল্পকেন্দ্রিক, পর্যটনকেন্দ্রিক, আবাসিক অধ্যুষিত প্রভৃতি)। প্রত্যেক ক্ষুদ্র তথ্যের পৃথক পৃথক গুরুত্ব বিদ্যমান।

কোন ভাই মনে করতেই পারেন, "এতসব তথ্য-টথ্য কিছুই লাগবে না, কোন সড়কের কী নাম তাতেও আমার কিছু যায় আসে না।" তাঁদের জন্য আমি একটা স্মরণ করিয়ে দিই যেটা সাম্প্রতিককালে সংঘটিত হয়েছিল 'খোস্তে'। আমাদের ভাইয়েরা অ্যামেরিকান বেসের পথ খোলার জন্য দুইটি শহীদি অপারেশনের বাস্তবায়ন করতে চেয়েছিলেন কিন্তু তাঁরা নজর দেননি উক্ত স্থানের ভূমির উপরে (ভূমিটি আদ্র? নাকি কঠিন? ইত্যাদি)। এর ফলপ্রসূ হল যখন প্রথম শহীদি অপারেশন সংঘটিত হয়েছিল, তখনই ভূমির উপর একটা বৃহদাকার গর্তের সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিলো এবং পুনঃ দ্বিতীয় শহীদি অপারেশন সংঘটিত করা সম্ভবপর হয়নি। সুতরাং যখনই অপারেশনের প্রস্তুতি নেবেন, সম্পূর্ণরূপে নেবেন এবং কোনরূপ ক্ষুদ্র বিষয়কেই উপেক্ষা বা তাচ্ছিল্য করবেন না।

সুতরাং, যে কোনও অপারেশন স্থানের তত্ত্বানুসন্ধানের সময় কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা উচিৎ?

- স্থান
- সন্নিহিত অঞ্চলের প্রকৃতি (যেমন অধ্যুষিত অঞ্চলে অধিক সংখ্যায় ডাক্তার এবং ঔষধের দোকান উপস্থিত আছে কিনা? কারণ এরূপ কোন প্রচ্ছদ ব্যবহার করা অতি উত্তম হবে যা উক্ত স্থানের সাথে সংগতিপূর্ণ)
- প্রচলিত কথ্য ভাষা/উক্ত স্থানের অধিবাসীদের জাতিগত পরিচয়।
- টার্গেটের চতুষ্পার্শ্বে অবস্থিত সড়কসমূহ, তাদের নাম, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, সড়কের উৎপত্তিস্থল ও অন্তিমস্থল, অধিক জনবহুল কিনা, ... ইত্যাদি।
- টার্গেটের চতুষ্পার্শ্বে অবস্থিত সড়কসমূহে পুলিশ অফিসার ও নিরাপত্তারক্ষীদের অবস্থান।
- প্রভাত ও সান্ধ্য সময়ের পরিবেশের পার্থক্য কোন্ সময় অধিক জনবহুল, কোন্ মুহূর্তে মানুষের সংখ্যা সীমিত, ... এই তথ্যসমুহ আপনাকে অপারেশন শুরু করার মুহূর্ত নির্ধারণে সাহায্য করতে পারে।
- আপনি বিল্ডিংয়ের অভ্যন্তরের অনুসন্ধান চালাতে পারেন যদি সঠিক প্রচ্ছদ ব্যবহার করতে পারেন (উদাহরণস্বরূপ- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টুডেন্ট ভিসা আপনাকে একাধিকবার দূতাবাসে প্রবেশের সুযোগ করে দিতে পারে)।
- অনুসন্ধান তথা তত্ত্বানুসন্ধানের প্রচ্ছদও একটা মৌলিক তাৎপর্যের বিষয়ঃ উদাহরণস্বরূপ- দূতাবাসের কর্মীরা সাধারণত দূতাবাসে অপ্রয়োজনে উপস্থিত

থাকেন না, এবং আপনি অনুসন্ধান করতে পারেন যে তারা কোথায় থাকেন, কোথায় কোথায় যাতায়াত করেন, কোথায় খাদ্য ভক্ষণ করেন, ... ইত্যাদি। এই তথ্যসমূহ হত্যা অপারেশনে কার্যকরী ভূমিকা রাখে।

সর্বোপরি সমস্ত প্রশংসা একমাত্র মহান রব আল্লাহর (সুবঃ) এবং শান্তির ধারা বিবর্ষিত হোক তাঁর প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর উপর।

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ